মনোবীণা

মনোলীনা

প্রতিভা বসু

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

প্রতিভা বসু
প্রণীত :

ছোটোগল্প

মাধবীর জন্য

সুমিত্রার অপমৃত্যু

উপন্যাস

মনোলীনা

কবিতাভবন কর্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ

শ্রী যতীন্দ্রমোহন মজুমদার

১

লীলাময়ীর ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু বিকাশবাবু বর্মা-চুরুট টান দিতে-দিতে আধশোয়া অবস্থায় বললেন, 'সে কি হয়?'

'কেন হবে না—'

'নাও—তর্ক কোরো না, যা উচিত তাই এখন করো গিয়ে।'—এই ব'লে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। লীলাময়ী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বেলা বাজলো পাঁচটা, এখনও মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকবে নাকি? গেলে তো আর একা-একা আমিই যাবো না—তুমিও তো যাবে?'

মুহূর্তে তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'দ্যাখো—সপ্তাহে একটা দিন ছুটি পাই—সে-দিনটা প্যান্‌প্যান্‌ ক'রে মাটি ক'রে দিয়ো না—শুয়ে থাকবো যতক্ষণ খুশি। আর আমি যাবো না ব'লেই তো তোমাকে যেতে বলছি।'

'তবে আমিও যাবো না', লীলাময়ী নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে বসলেন একটা চেয়ারে।

হঠাৎ বিকাশবাবু লাফ দিয়ে উঠে উত্তেজিত ভাবে চোখ কুঁচকে বললেন 'যাবে না মানে? আমি বলছি যাবে—নিশ্চয়ই যাবে।'

লীলাময়ীর চোখে দপ্ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেই নিবে গেলো—খানিকক্ষণ স্বামীর উদ্ধত অভদ্র মুখের দিকে অত্যন্ত ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থেকে উঠে গেলেন সেখান থেকে।

বিবাহ হচ্ছে তাঁর স্বামীর অধীনস্থ এক যুবক কর্মচারীর। ছেলেটিকে তিনিও দেখেছেন বহুবার—সুন্দর চেহারা, কথাবার্তায় একটা নম্র ভদ্র ভঙ্গি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে চোখে মুখে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক ব্যাপার যতই তিনি এড়িয়ে চল্‌তে চান স্বামী ততই জবরদস্তি শুরু করেন। এই সুদীর্ঘ বারো বছর ধ'রে কী ক'রে যে তিনি ওঁর মতানুবর্তিনী হ'য়ে চলাফেরা করছেন সেটা এক পরম আশ্চর্য ব্যাপাব। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী, বহুমূল্য বসন-ভূষণ আছে—একথা প্রচার করাই যেন বিকাশবাবুর উদ্দেশ্য—তিনি যে স্ত্রীকে অতিশয় ভালোবেসে সর্বত্র নিয়ে যান্—তাঁর মনের আসল কথা সেটা নয়—স্ত্রীকে তিনি একটা মূল্যবান সামগ্রী মনে করেন এবং সেটা পাঁচজনকে না দেখালে কি চলে? লীলাময়ীর কোনো ইচ্ছাই সেখানে খাটে না।

অবশেষে সেজেগুজে (স্বামীর পছন্দমতো শাড়ি গয়না প'রে) তাঁকে যেতেই হ'লো সেই ছেলেটির বিবাহে। তিনি গিয়ে পৌঁছতেই অভ্যর্থনার আতিশয্যে বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ যেন অধীর হয়ে উঠলো। 'ওরে বড়োবাবুর স্ত্রী এসেছেন—ডাক্ ডাক্—সুনীলকে ডাক্।' বেচারা মাত্রই দুদিন যাবত বিয়ে করেছে, নিশ্চয়ই এতক্ষণ স্ত্রীর আশে-পাশেই ঘুরঘুর করছিল, বড়োবাবুর স্ত্রী এসেছেন এ ডাক কানে যেতেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাইরে—কৃতজ্ঞতা জানালো কষ্ট ক'রে আসবার জন্য এবং বড়োবাবুর অনুপস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করতে-করতে সে তাঁকে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

প্রকাণ্ড হলঘরের মাঝখানে নতুন বধূ ব'সে আছে। চার পাশে

স্ত্রীলোকের ভিড়। লীলাময়ী একটু অস্বস্তি বোধ ক'রে থমকে দাঁড়াতেই ছিপ্ ছিপে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন কাছে, মৃদুস্বরে বললেন, 'আসুন এখানে—সুনীলের বৌ তো আপনাদেরই বৌ—'

সহাস্যে লীলাময়ী বললেন, 'সে তো বটেই, আপনি কি সুনীলের মা ?

ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

'চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য।'

'তা তো হবেই—আমারি তো ছেলে—কিন্তু আমার বৌমাও যে ঠিক আপনার মতো দেখতে।—আপনাকে দেখে আমার অবাক লাগছে—মনে হয় যেন মা আর মেয়ে।'

লীলাময়ী ক্ষণকাল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বৌর কাছে এগিয়ে গেলেন।

লাল টুকটুকে বেনারসি আবৃত বধূ ওড়নার তলা থেকে মুখ তুলে তাকালো লীলাময়ীর দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে স্তব্ধ বিস্ময়ে লীলাময়ী পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন সেখানে। এ মুখ কি ভোলবার ? আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে—স্বপ্নাবিষ্টের মতো তিনি হাঁটু ভেঙে বসলেন বধূর সামনে তারপর নিজের গলা থেকে বহুমূল্য হীরের কণ্ঠি খুলে পরিয়ে দিলেন ওর গলায়—মাথাটা যথাসম্ভব কাছে টেনে এনে অস্ফুটে আশীর্বাদ উচ্চারণ ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমবেত স্ত্রীলোকেরা অবাক হ'য়ে তাঁর গতিবিধি দেখলেন, তারপর ফিস্‌ফাস্ ক'রে চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। নতুন বধূর মনে হ'তে লাগলো এ মুখ সে আরো দেখেছে—এই ভঙ্গি যেন তার চিরকালের চেনা।

২

অনেকদিন আগে, সত্যশরণের যখন বিয়ে ঠিক হ'লো তখন তার একমাত্র অভিভাবক মাসিমা বললেন, 'বড়োমানুষের মেয়ে ঘরে আনবি—তার পা রাখবার যোগ্যও তো নয় এ-বাড়ি।'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'তুমি বলো কী, মাসিমা—পা তার পড়ুক্ই এ-ঘরে—এ-ঘরই নন্দনকানন হয়ে যাবে দেখো।'

'তা আর হয়েছে।'

'আগে থেকেই তোমরা সব জেনে রাখো, না?'—সত্যশরণ দুঃখিত হ'য়ে বললো, 'বড়মানুষের মেয়ে যেমন, তেমনি মহৎ মানুষেরও তো মেয়ে।'

মাসিমা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব আঁচ ক'রে বললেন, 'হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথাই—তবে হাজার হোক্, অভ্যেস ব'লে একটা জিনিষ আছে তো?'

সত্যশরণ বললো, 'আমার বাবা তো বড়োমানুষ ছিলেন না—আমার মা তো অত বড়ো জমিদারের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু একদিনর জন্যও মা বাবাকে অসুখী করেননি।'

'সে তো ঠিকই—' মাসিমা অন্য কাজে লিপ্ত হলেন।

সত্যশরণের শ্বশুর আনন্দবাবুকে রীতিমতো ধনী বলা যায়। হঠাৎ কেন যে তিনি সত্যশরণের মত অমন দরিদ্রকে কন্যার পতিরূপে বরণ করলেন সে-কথা ভাববার বিষয় বটে। তিনি বললেন, 'অনেক দেশ ঘুরলাম—অনেক লোক দেখলাম কিন্তু সত্যশরণের মতো সব দিক দিয়ে এমন উজ্জ্বল ছেলে আর দেখলাম না—আমার টাকা আছে তা আমি প্রচুর দিতে পারবো মেয়েকে, কিন্তু একটা মানুষকে তো আর আমি মনুষ্যত্ব দিতে পারবো না—মানুষ যখন পেলাম—তখন তাকে গ্রহণ করবো না—এত নির্বোধ আমি নই।'

সত্যশরণের শ্বশুরবাড়ির আর সকলেই আপত্তি জানালো—শাশুড়ি বললেন 'এ তোমার কোন দিশি খেয়াল, সামান্য একটা মাষ্টারের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেবে—ওর ঘরে নেই খাবার, মাথায় নেই চাল—একেবারে হাড়হাভাতে বলতে যা বোঝায়—'

আনন্দবাবু বললেন, 'ছাখো বৌ, অমন কথা বোলো না—এইটুকু বয়স থেকে সে নিজের পায়েই চ'লে বেড়াচ্ছে—তার পা শক্ত—নিজের যোগ্যতায় সে একদিন বড়ো হবেই। ধনী হিসেবে না হোক মানুষ হিসেবে সে এখনো সাধারণের অনেক উঁচুতে।'

'মানলুম, কিন্তু পেট ভরা না থাকলে তো আর উঁচু মানুষ দেখে দিন যাবে না?'

'কেন? আমি আছি কী করতে? আর সেও তো অসমর্থ নয়—মাসের শেষে দেড়শো টাকা তো সে উপার্জন করছেই।'

শাশুড়ি মুখ ভার ক'রে বললেন, 'যা খুশি করো গিয়ে—আমি ব'লে দিলুম এ তুমি ভুল করছো।'

আনন্দবাবু আপন মনে তামাকে টান দিতে লাগলেন, স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য করলেন না।

একটু চুপ ক'রে থেকে শাশুড়ি বললেন, 'তা ছেলেটিকে একবার আমাকে দেখাবে তো—না সেটুকু অধিকারও আমার নেই?' কথাটা তিনি অত্যন্ত অভিমানভরেই বললেন।

আনন্দবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ছেলেবেলাকার অভ্যেসটা এখনো আছে দেখছি।'

'ঠাট্টা নয়—তোমার যেমন রকমসকম দেখছি—'

আনন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন 'অস্থির হচ্ছো কেন? সামনের রোববার ও আসবে লিখেছে—লীলাকে দেখে যাবে।'

এদিকে সত্যশরণের মাসিমাও খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। 'কী রে, মেয়েটিকে আমাকে দেখাবি তো—না সেও তুই নিজেই ঠিক করবি!'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'ঠিক তো আমি নিজেই করবো মাসিমা—কিন্তু তোমার অমতে অপছন্দে তা হবে না।

'তুই দেখেছিস নাকি মেয়ে?'

'দেখেছি।'

'কোথায় দেখেলি?'

'রবিদের বাড়ি! রবিকে তোমার মনে নেই—আমার সঙ্গে পড়তো; কত তো এসেছে আমাদের বাড়ি।'

'রবি মিত্তিরের কথা তো? মনে আছে বইকি। মস্ত মোটরে চ'ড়ে আসতো ছেলেটি। ওদের আত্মীয় নাকি ওরা?'

'হুঁ। আনন্দবাবু রবির কেমন কাকা হন। ওখানে প্রায়ই ঐ

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখাশোনা হয়েছে, ওঁর মেয়েও আসতেন মাঝে-মাঝে—আমি তাঁকে দেখেছি কিন্তু তিনি আমাকে দেখেননি বোধ হয়।'

'কিন্তু সে-দেখা তো দেখা নয়? একদিন তো পাকা দেখতে হবে? আর বড়োমানুষের মেয়ে—একটু-আধটু সোনাদানাও হাতে নিয়ে যেতে হবে।'

'সোনা? কেন? সোনা পাবো কোথায়?' সত্যশরণ আকাশ থেকে পড়লো।

'সে কী কথা—পাকা দেখা নাকি শুধু হাতে হয়?'

'পাকা কথা তো আমি দিয়েই দিয়েছি রবিকে। পাকা দেখার আবার দরকারটা কী। আনন্দবাবু রোববার যেতে লিখেছেন তোমাকে নিয়ে—যাবো। ও-সব পাকা-ফাকা হবে না।'

মাসিমা ছেলের নির্বুদ্ধিতায় না-হেসে পারলেন না। বললেন, 'নে, তোর আর বুদ্ধি ফলাতে হবে না ইস্কুলে যাবার পথে নবীন স্যাকরাকে একবার পাঠিয়ে দিয়ে যাস্।'

'ও-সব আমার দ্বারা হবে টবে না'—সত্যশরণ বেলার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

হবে টবে না সে বললো বটে কিন্তু ইস্কুলে যাবার পথে ঠিক স্যাকরাকে যাবার জন্য তাড়া দিয়ে গেলো। তারপর পথ চলতে-চলতে কী কথা মনে হ'য়ে কর্ণমূল তার লাল হ'য়ে উঠলো।

৩

লীলাকে প্রথম দিন দেখেই সে মুগ্ধ হয়েছিলো। কেন হয়েছিলো তার কি কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে? সৌন্দর্যের প্রতি তার কোনো আসক্তি আছে এ-কথা সে কোনো দিন স্বীকার করে না। কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব যখনই বিবাহ করতে উদ্যত হ'তো তখনই তারা সুন্দর মেয়ের খোঁজ করতো—আর এই ব্যাপারটা তার মনকে এমন আহত করতো যে সে বন্ধুদের এ নিয়ে কত সময় কত রূঢ় কথা পর্যন্ত বলেছে। একজন মানুষ কি কেবল নাক মুখ চোখ আর রং দিয়েই সুন্দর হবে নাকি? সৌন্দর্যের কি আর-কোনো সংজ্ঞা নেই? অথচ তার যুবকচিত্তকে প্রথম যে মেয়ে অমন সজোরে নাড়া দিলো সে মেয়ে সত্যিই সুন্দর। কিন্তু এতে তার কোনো হাত ছিলো না।

এম. এ. পাশ করবার পরে কলকাতার কাছাকাছিই একটা ছোটো শহরে ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ সে পেয়েছিলো। মাসিমার একান্ত অনিচ্ছা ছিলো—তিনি বললেন, 'এত ভালো পাশ করলি—একটু দেরি করলে নিশ্চয়ই এখানেই কোনো কলেজে চাকরি পেতিস।'

'পেলেই বা কী লাভ হ'তো মাসিমা'—সত্যশরণ মাসিকে বোঝালো—'কলেজের মাইনেই কি আর এর চেয়ে বেশি হ'তো!'

'তবু তো একটা সম্মান! একটা ইস্কুলের মাষ্টারি আর একটা কলেজের প্রোফেসারি।'

উচ্চ কণ্ঠে সত্যশরণ হেসে উঠলো—'মাসিমা গো—তোমার মতো অত আমার লোকের চক্ষে সম্মানী হবার বাসনা নেই। আর তাছাড়া এই অল্প টাকায় কলকাতা আমরা থাকবোই বা কেমন ক'রে। মফস্বলেই আমাদের ভালো।'

মাসিমা এবার টিপ্পনি কাটলেন, 'কিন্তু তোমার সব প্রাণের বন্ধুরা? তাদের নইলে তো তোমার একবেলা কাটে না।

'কী আর করা—' নিরুপায় কণ্ঠে সত্যশরণ বললো। তারপর চাকরি নিয়ে মফস্বলে সে এলো বটে, কিন্তু শনি রবিবার সে কলকাতা না এসে পারতো না। কলকাতা থাকতে আগে আড্ডাটা জমতো তার বাড়িতেই, এখন আড্ডার কেন্দ্রটা হ'লো রবির বাড়ি। এই রকম এক শনিবারের বিকেলেই সে রবিদের বাড়িতে লীলাময়ীকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। উপরের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলছিলো কার সঙ্গে; তার সেই ভঙ্গিতে কী ছিলো কে জানে, সত্যশরণের হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে। কিন্তু ব্যাপারটা চুকে যেতো এখানেই, যদি না ঠিক সেদিনই আনন্দবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হ'তো। এর পরে আরো দু'তিনবার তার দেখা হ'লো আনন্দবাবুর সঙ্গে এবং রবির মুখে সে শুনলো আনন্দবাবু বলেছেন এমন সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান ছেলেকে যদি তিনি জামাই করতে পারেন তাহ'লে এক্ষুনি এই মুহূর্তে রাজি আছেন।

সত্যশরণ কথাটা শুনে চকিতে রবির দিকে তাকালো তারপর। চোখ নিচু ক'রে বললে, 'এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কী হ'তে পারে।'

রবি ঠাট্টা করলো, 'ওরে বাবা, তুমি দেখছি হাত বাড়িয়েই আছো।'

সত্যশরণ লজ্জিত হ'লো এবং এতক্ষণে তার মনে হ'লো এটা রবির একটা কৌতুক।

রবি আবার বললো, 'তুমি লীলাকে দেখেছো ?'

জবাবটা কিন্তু নিতান্তই সহজ, তবুও সত্যশরণ থতমত খেয়ে গেলো।

—'দেখেছিলাম, কিন্তু সে তো নেহাৎই দৈবাৎ।'

'ও, তাই বলো।' রবি দেশলাইর উপর সিগারেট ঠুকতে-ঠুকতে বললো, 'তা নইলে এমন ঠোঁটের উপর এসে থাকে জবাব—ভালো—বলবো কাকাকে।' সত্যশরণ এবার রবির দু' হাত চেপে ধরলো। চোখে মুখে তার কাতরতা ফুটে উঠলো, কাকুতি ক'রে বললো, 'রবি কী সব বাজে বকছো—কক্ষনো বোলো না—বলো বলবে না—বলো—'

রবি হেসে বললো, 'না-বললে চলবে কেমন ক'রে—কাকা যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন তো একটা জবাব দিতেই হবে।'

'জিজ্ঞেস করবেন ? না ভাই, সত্যি ক'রে বলো—'

'আঃ, কী যন্ত্রণা সত্য, তুমি এবার সত্যিই প্রেমে পড়েছো—লিলিকে বলতে হবে সে একটি জিনিয়স, নইলে তোমার মতো একটি গ্রন্থকীটকেও সে এমন চঞ্চল করেছে এ তো বড়ো সোজা কথা নয়।'

এই গেলো বিবাহের ভূমিকা।

বিয়ে-টিয়ে চুকিয়ে যখন সত্যশরণ বৌ নিয়ে নিজের বাড়িতে এলো—তখন সে বুঝলো যে বিবাহ করাটা তার ভুল হয়েছে। অন্তরের মধ্যে ভারি একটা বেদনাবোধ তাকে আকুল ক'রে তুললো। কোনো এক সময় নিভৃতে লীলাময়ীর ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে সে বললো, 'লীলা, আমার উপর তুমি অবিচার করছো—আমি তো আমার দারিদ্র্য কখনো গোপন করিনি।'

লীলা জবাব দিলো না। সত্যশরণ আরো একটু কাছে স'রে এলো—সাগ্রহে কম্পিত হাতে সে লীলার হাত স্পর্শ ক'রে বললো, 'আমার কী দোষ—আমি যদি জানতাম গরিবকে তুমি ঘৃণা করো আমি কক্ষনো বিবাহে মত দিতুম না।'

লীলা আস্তে-আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সেখান থেকে চ'লে গেলো। সত্যশরণ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৈরি হ'তে গেলো ইস্কুলের জন্য। গিয়েও মনটা এমন ভার হ'য়ে রইলো যে ভালো ক'রে পড়াতে পারলো না এবং ছুটি হ'য়ে গেলেও অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরলো। বাড়ি ফিরে সে চা খেলো কিন্তু

খাবার-টাবার যেমন তেমনই প'ড়ে রইলো। মাসিমা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন, 'এ কী, কিছুই খেলিনে যে।' মলিন হেসে সত্যশরণ বললো, 'না, মাসিমা—একদম খিদে নেই।'

'কেন, কী হয়েছে--সেই সাত সকালে কী দু'টি মুখে দিয়েছিস, আর এই এতক্ষণেও তোর খিদে পেলো না?'—মাসিমা চিন্তিত মুখে সেখান থেকে উঠে গিয়ে লীলাকে পাঠিয়ে দিলেন।

লীলাকে দেখে সত্যশরণ অবাক হ'য়ে গেলো। বাড়িতেও যে মেয়েরা এ রকম সেজে থাকে এ-ধারণা তার ছিলো না। দামি শাড়ি সে ঘুরিয়ে পরেছে, মুখে পাউডরের গাঢ় প্রলেপ—পায়ে লাল টুকটুকে জরির কাজ-করা চটি। সে কাছে আসতেই সত্যশরণ মুখ নিচু করলো।

পরিষ্কার গলায় লীলা বললো, 'খেলে না যে?'

'খিদে নেই—'

'না, খিদে নেই, এ কখনো হয়—সেই দশটার সময় খেয়ে গেছো আর এখনো তোমার খিদে নেই?'

হঠাৎ সত্যশরণের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো। লীলার গলায়ও তাহ'লে মাসিমার কোমলতা আছে? মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'তুমি বলছো খেতে?'

লীলা হেসে ফেললো—'কী মুস্কিল—বলছি না তো কি ঠাট্টা করছি নাকি? নাও, খাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে সব।'

'তুমি খেয়েছো?'

'খেয়েছি।'

'কী খেয়েছো?'

'কী আবার খাবো, তুমি যা খাচ্ছো তাই খেয়েছি।'

'খেয়েছো খেয়েছো, আমার সঙ্গে আবার খাও।'

'পাগল!'

'বাঃ, পাগল আবার কে?'

'তা নইলে আমি খাব না।'

যৌবনের একটা ধর্ম আছে। এই দারিদ্র্যের জন্য লীলা সত্যশরণকেই দায়ী করে বটে এবং সত্যশরণকে সে প্রতারক মনে ক'রে ক্ষুব্ধ হয় তাও সত্য, কিন্তু সত্যশরণের স্নেহভরা অভিমান সে উপেক্ষা করতে পারলো না—সকালবেলার রূঢ়তার জন্যে তার মন এমনিতেই কোমল হ'য়ে ছিলো—এবার সে তা শোধ করলো—নিমকি থেকে ছোট্ট এক কণা ভেঙে মুখে দিয়ে বাকি সমস্তটা সে সত্যশরণের মুখের কাছে তুলে ধ'রে বললো, 'এক্ষুনি মাসিমা আসবেন—খাও।'

সত্যশরণ খাবে কী—তার গলা বন্ধ হ'য়ে গেলো, বুক যেন ভেঙে যেতে চাইলো সুখের চাপে।

এর পর সমস্ত সন্ধেটা সত্যশরণের মন লঘুপক্ষে ভর ক'রে কোথায় কোন স্বর্গরাজ্যে বিচরণ ক'রে বেড়াতে লাগলো। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে এ-কথা ও-কথার পরে লীলা বললো, 'আচ্ছা, এই পাড়াগাঁয়েই কি আমরা প'ড়ে থাকবো নাকি?'

'চেষ্টা তো করছি কলকাতা যেতে, কিন্তু তুমি তো জানো না, লীলা, চাকরি কী দুরূহ ব্যাপার।'

'চাকরির জন্য তোমার এত ভাবনা কী, বাবাই তো আছেন—কদ্দিন না-হয় ও-বাড়িতেই থাকলে, আর মা তোমাকে সে কথা ব'লেও-ছিলেন।'

'সে কি হয়?'

লীলা ফোঁস ক'রে উঠলো, 'কেন হয় না ? তোমার মতো পাঁচ শো মানুষ বাবা পুষতে পারেন।'

'তা পারেন হয় তো'—অত্যন্ত আহত কণ্ঠে সত্যশরণ বললো—'অসম্ভব দাম্ভিক তুমি।'

'বাবা যে তোমাকে কলকাতায় বাড়ি ক'রে দিতে চাইলেন তা নিলে না কেন ?' গড়গড় ক'রে লীলা ব'লে গেলো।

সত্যশরণ আবার বুঝলো বিবাহ ক'রে ভুল করেছে। লীলা অসহিষ্ণু হ'য়ে বললো, 'কী ? জবাব দিচ্ছো না যে ?'

'কী বলবো—তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ !'

'ছেলেমানুষ আমি মোটেও নই—কিচ্ছু না-নিয়ে বড়োমানুষি দেখালে কেন তা কি বুঝি না ? মনে করলে লোকে ভাববে তোমারই যথেষ্ট আছে।'

এ-কথার পরে সত্যশরণের মেজাজ খারাপ হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু স্বভাব তার অন্য রকম। কেবল অশান্তিতে সমস্ত মন ছেয়ে গেলো। বিছানার উপর উঠে ব'সে বললো, 'লীলা, তোমাকে কতবার বলবো যে আমি নিজেকে কখনো লুকোইনি,—কেন এ-রকম রূঢ় কথা ব'লে আমাকে কষ্ট দাও ?'

'না—আমি কিছুতেই থাকবো না এখানে'—উদ্ধত ভঙ্গিতে লীলাও উঠে বসলো বিছানায়—'তুমি স্বপ্নেও ভেবো না তোমার দারিদ্র্যের অংশ আমিও গ্রহণ ক'রে এখানে এই পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার ডিপোতে ব'সে থাকবো। কক্ষনো না। কক্ষনো না।'

সত্যশরণ ওর ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো—কথা বলতে পারলো না। একটু পরে আস্তে-আস্তে সে বিছানা ছেড়ে উঠে

এলো বাইরে—বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি ক'রে-ক'রে মনকে শান্ত ক'রে অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকলো। লীলা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, লণ্ঠনের মৃদু আলোতে নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকে দেখলো অনেকক্ষণ, তারপর আবার নিঃশব্দে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো।

শ্বশুরের পয়সায় বড়োলোক হবে এমন একটা হাস্যকর কথা ভাবতেই পারে না সত্যশরণ। এমন তো নয় যে সে খেতে পাচ্ছে না—আর শ্বশুর যে তাকে মেয়ে দিলেন তার চেয়ে যোগ্য দান কি আর-কিছু আছে? লীলা যে এ-কথাটাই কেন বোঝে না! আশ্চর্য!

৫

দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে, আসক্তি-বিরক্তিতে মিলিয়ে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, কিন্তু লীলা কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না সত্যশরণের এই দারিদ্র্যকে। তার আক্রোশটা আরো বেশি হ'লো এই ভেবে যে লীলাকে জব্দ করবার জন্যই এরা মাসি-বোনপো ইচ্ছে ক'রে প'ড়ে থাকছে এই পাড়াগাঁয়ে। সত্যশরণকে এ নিয়ে নিষ্ঠুরের মতো সে আঘাত করতো—নিজের জেদ বা ইচ্ছার উপর কারো কথাই সে মান্য করতো না—সংসারে একেবারে স্বতন্ত্র, একেবারে আলাদা মানুষ হ'য়ে রইলো সে। আর সত্যশরণ ব্যর্থ হ'য়ে শান্ত-সমাহিত চিত্তে অদৃষ্টের কাছে মাথা নত করলো। একটু অভিযোগ করলো না, একটু রাগ জানালো না, দুরূহ অতলে নিঃশব্দে ডুব দিলো মহত্তর শান্তির আশায়।

কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে লীলা তাকে ভালোবাসলো না, তার মনের গহনে কী কথার স্রোত তা তো আর চোখে দেখা যায় না, সেনিজেও বুঝলো না সেখানে কী আছে, কিন্তু বাইরের মনটা রইলো শক্ত হ'য়ে। আসলে এটাই ছিলো তার শিক্ষার দোষ, এমন একটা গর্ববোধের উচ্চ-শৃঙ্গে সে বড়ো হয়েছিলো যে তার জীবন-দর্শন ছিলো একান্তই আলাদা।

অজস্র আদরে আর অপরিমিত প্রশ্রয়ে তার মনে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ছিলো না—অপর্যাপ্ত বিলাসিতার মধ্যে এক স্বতন্ত্র জগতে তাকে তার মা মানুষ করেছিলেন। আনন্দবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন স্ত্রীর উপর ভার দিয়ে।

বিনয় ব'লে যে একটা পদার্থ সকল মানুষের চরিত্রেই থাকতে পারে, এমন আজব কথা তার মনেই এলো না। বিনয় করবে গরিবেরা, চাকরেরা—যাদের বিনয় না দেখালে, হাত জোড় ক'রে না-থাকলে চাকরি খোয়া যায়। আলাদা ঘর, আলাদা আয়া, আলাদা গাড়ি—একমাত্র তার জন্যই আনন্দবাবুর মাসে দু'তিনশো টাকা বেরিয়ে যেতো। সেই মেয়েকে যদি এখন দেড়শো টাকা আয়ে সমস্ত সংসার নির্বাহ করতে হয়, তবে মেজাজ যে একটু বিগড়োবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। অন্যায়টা হ'লো আসলে আনন্দবাবুর। মেয়েকে যখন এভাবেই তিনি শিক্ষা দিলেন সে অনুযায়ীই একটি পাত্র নির্বাচন করা উচিত ছিল তাঁর। আসলে তিনি তাঁর মেয়েকে চিনতেন না—তাঁর ধারণা ছিল মেয়ের শিক্ষাটা সত্যিই উচ্চ শিক্ষা হচ্ছে, আর তাঁর নিজের টাকা যে মেয়ের টাকা নয় এ-কথা তিনি মেয়ের বিবাহের পরেই প্রথম উপলব্ধি ক'রে থমকে গেলেন। এটা সত্যশরণ শ্বশুরকে স্পষ্টই বুঝতে দিলো যে অন্যের উপার্জনে লালিত হ'তে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বিবাহের মধ্যেই একদিন আনন্দবাবু প্রস্তাব করেছিলেন—সত্যশরণ এখন মাষ্টারি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা অন্য ভালো কাজের চেষ্টা করুক এবং তাঁর বাড়িতেই থাকুক।

সত্যশরণের কর্ণমূল লাল হ'য়ে উঠলো, মৃদু গলায় সে বললো, 'আমার মাসিমার কথা বোধ হয় আপনার মনে নেই।'

আনন্দবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন 'সত্যিই তো—সত্যিই তো—কিন্তু তা হলে এক কাজ কর না—টালিগঞ্জে আমার যে জমিটা প'ড়ে আছে তাতে আমি বাড়ি তুলে দি তোমাদের থাকবার জন্যে, আর যতদিন সেটা না হয় ততদিন একটা বাড়ি বরং কাছাকাছি ভাড়া ক'রে দি?'

সত্যশরণ বিমর্ষ মুখে বললো, 'চাকরি না-থাকলে কলকাতা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমি থাকবো কেমন করে?'

আনন্দবাবু হেসে সস্নেহে সত্যশরণের পিঠে হাত রেখে বললেন 'আমি আছি কী করতে।'

সত্যশরণের মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেল; একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনি কন্যাদান ক'রে আমাকে যথেষ্ট দয়া করেছেন—এর চেয়ে বেশি দান আমি আর মাথা পেতে নিতে পারবো না। আপনাকে তো আমি বলেছি, ছেলেবেলা থেকে আমি অনেক দুঃখে কষ্টে নিজে নিজেই বড় হয়েছি—এখন তো আমি তীর পেয়েছি কিন্তু এমন দিনও গেছে যখন হাবুডুবু খেতে-খেতে দম আমার বন্ধ হয়ে এসেছে—সেই সময়ও আমি কারো দয়া গ্রহণ করতে পারিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

আনন্দবাবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জামাইয়ের দিকে। নিঃশব্দে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন কেবল।

কিন্তু লীলা তো তার বাবার ছায়ায় মানুষ নয়; এখানেই হ'লো আসল ব্যবধান। উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করেছেন বাবা;—জামাই কী?—মস্ত বিদ্বান। ব্যস্! এর বেশি আর দেখবার দরকার নেই? অভিমানে লীলার চোখে জল আসে। সত্যশরণেরই দোষ। বাবার মন ভোলানো তো আর কঠিন কাজ নয় এবং সেই শঠতাই সত্যশরণ করেছে তাকে বিয়ে করবার জন্য। মনে-মনে অত্যন্ত জোর দিয়ে লীলা

এ-কথা চিন্তা করে, কিন্তু যতটা জোর দেবার তার ইচ্ছা ততটা জোর সে পায় না মধ্যে। এমন অদ্ভুত একটা শান্ত ভদ্র চেহারা লোকটার—আশ্চর্য!—লীলা মনে-মনে ভাবে—কিছুতেই কি লোকটাকে খারাপ ভাবা যাবে না? অথচ নষ্টের মুল সত্যিই সে। কোনো-কোনো দিন লীলার ভিতরকার ভালোমানুষটিও সাড়া দিয়ে ওঠে—সত্যশরণকে একটা কঠিন কথা বললে মনের মধ্যে যেন কেমন একটা কান্নার মতো অনুভূতি হয়—সত্যশরণের করুণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করে ক্ষমা চায়—মনে হয় কী হবে টাকা দিয়ে—সমস্ত অহংকার পুড়ে যাক,—কিন্তু পর মুহূর্তেই কোথায় কোন অহংবোধ চাড়া দিয়ে ওঠে অন্তরের মধ্যে, সমস্ত সুবুদ্ধি নিঃশেষে মিলিয়ে যায় মন থেকে।

৬

এই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই কাটলো এক বছর। দ্বিতীয় বছরে তাদের একটি মেয়ে হ'লো। সত্যশরণ এবার একটা উপায় পেলো তার অন্তরকে বিকশিত করবার। মেয়েকে নিয়ে সে বিভোর হ'য়ে গেলো। হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ স্নেহ একটা গতি পেলো যেন। আর সবচেয়ে ভালো লাগলো যা সেটা এই যে মেয়ে হ'লো তার স্ত্রীর প্রতিমূর্তি। মেয়েকে ভালোবাসতে-বাসতে এটাই সে বার-বার অনুভব করতে লাগলো যে লীলাকেই যেন আংশিকভাবে সে পাচ্ছে একেবারে তার বুকের মধ্যে।

এদিকে সন্তানের শুভ জন্মে লীলার অশান্তিতে একটুও ভাঁটা পড়লো না—বরং এটাই তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের কারণ হ'লো যে তার মেয়ে হ'য়েও আর পাঁচজন শিশুর মতোই এ-মেয়ে মানুষ হবে। এ-দুঃখ সে রাখবে কোথায়? মেয়েকে আট মাসের ক'রে সে পিত্রালয় থেকে ফিরেছিলো, এক বছরের হ'তেই সে প্রস্তাব করলো, 'এবার থেকে একে মার কাছে রাখবো—উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা—'

সত্যশরণ মেয়েকে আদর করতে-করতে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'মেয়ে নিয়ে খেলা চলবে না।' কথাটা একটু রূঢ় হ'য়েই বেরুলো তার গলা

দিয়ে—এমনিতে অত তো-সহিষ্ণু মানুষ কিন্তু মেয়ের বিষয় কিছু বলতে গেলেই সে অন্য মানুষের মতো কথা বলে।

লীলা তক্ষুনি জবাব দিলো, 'খেলা চলা না চলার কথা হচ্ছে না—খেতে দিতে পারবে না, পরতে দিতে পারবে না অথচ মুখের আদরে কিস্তিমাৎ করবে এ তুমি স্বপ্নেও মনে কোরো না।'

গম্ভীর মুখে সত্যশরণ বললো 'খেতে যদি না দিতে পারি খাবে না,—পরতে না দিতে পারি পরবে না—কিন্তু তাই ব'লে নিজের বাপ ছেড়ে অন্যের বাপের অন্নে আমার মেয়ে মানুষ হবে এ-কথাও তুমি মনে ঠাঁই দিয়ো না।'

'আমার বাবা ওর পর হ'লো?'—লীলার গলা প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

সত্যশরণ সেদিকে কান না দিয়ে বললো, 'অনেক দিন থেকেই মনে হচ্ছে তোমার কিছু পড়াশুনো করা দরকার—মেয়ে বড়ো হ'য়ে যেন তোমাকে কখনো ছোটো না ভাবে—কাল আমি তোমাকে কিছু বই এনে দেবো—পড়বে।' কথার ভঙ্গিতে এমন জোর ছিলো যে লীলা প্রতিবাদ করবার সাহস পেলো না।

একটু চুপচাপ থেকে সত্যশরণ বললো, 'আচ্ছা লীলা, তোমার মন কি কখনো শান্তি পাবে না? কী অভাববোধ তোমাকে রাতদিন এমন পাগল ক'রে বেড়ায় বলতে পারো?'

গভীর অভিমানভরে লীলা মুখ ফিরিয়ে ব'সেই রইলো, কোনো কথা বললে না।

সত্যশরণ কাছে গিয়ে সস্নেহে ওর মাথায় হাত রাখলো, বললো, 'লেখাপড়ার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই—টাকা কি মানুষকে আনন্দ দেয়? পাগলি—টাকা আনে স্বাচ্ছন্দ্য—টাকা মেটায় প্রয়োজন, কিন্তু

গভীর আনন্দের উৎস কোথায় জানো? মানুষে-মানুষে হৃদয়ের বিনিময়ে আর বইয়ের পাতায় পোরা জ্ঞানী-গুণীর সাধনায়।'

লীলার চোখ ছলছল করতে লাগলো, কী বলতে গিয়েও সে বলতে পারলো না। সত্যশরণ যখন তাকে আদর করে, সমস্ত প্রাণমন তার ভ'রে যায়, কিন্তু কিসের কাঁটা তার বুকের মধ্যে কেন রচনা করে এই ব্যবধান—কিছুতেই সে পারে না আত্মসমর্পণ করতে—দেহের আকুলতা মনের দম্ভের কাছে এইটুকু হ'য়ে ফিরে যায়। কষ্ট পায়, কিন্তু হার মানে না।

পরের দিন ইস্কুল থেকে সত্যশরণ এত বই নিয়ে বাড়ি ফিরলো—আগ্রহভরে লীলা বইগুলো নাড়াচাড়া ক'রে বললো, 'পড়তে আমি খুব ভালোবাসি কিন্তু গল্পের বই না হলে ভালো লাগে না।'

সত্যশরণ ওর আগ্রহে উৎসাহ বোধ ক'রে বললো, 'গল্পের বই? বেশ তো! কালকে আমি ডিকেন্সের বই আনব'খন! ডিকেন্স পড়েছো কিছু?'

মাসিমা ঘরের মধ্যে এলেন। 'তোর একটা চিঠি আছে, সত্য।'

সত্যশরণ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলো। মাসিমা চিঠিটা দিয়েই ঘর থেকে চ'লে গিয়েছিলেন। সত্যশরণ হাসিমুখে ডাকলো 'মাসিমা, সুখবর আছে।'

'কী খবর?' লীলা উৎসুক হ'য়ে তাকালো—মাসিমাও ঘরে এলেন।

সত্যশরণ বললো, 'আমি একটা ভালো কাজ পেয়েছি মাসিমা—লীলারই জয় হ'লো দেখছি।' হাসিমুখে সে তাকালো লীলার দিকে।

মাসিমা বললেন, 'দুর্গা দুর্গা—আগেই তড়পাস্‌নি সত্য—খুলে বল, কোথায়, কী কাজ—'

লীলার দিকে তাকিয়ে সত্য বললে—'বলো তো কোথায় ?'

লীলা চোখ বড়ো ক'রে কৃত্রিম শাসন জানিয়ে বললো, 'ফাজলেমি, না ?'

'আচ্ছা, কোথায় হ'লে তুমি সুখী হও ?'

'আমি এখানেই সুখে আছি।'

'বেশ! বারণ করে লিখে দি' তা হ'লে।'

লীলা স্বভাবসুলভ ছেলেমানষিতে অধীর হ'য়ে উঠলো—রাগ ক'রে সে ঘর ছেড়ে যাবার জোগাড় করতেই সত্যশরণ তার আঁচল টেনে ধ'রে বললো, 'দেখেছো, মাসিমা, কী রকম রাগ ?'

মাসিমা লীলার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'রাগ করবে না—তুই এখন দুষ্টুমি রেখে বল—'

'কাজটা আমাদের লীলার পিত্রালয়ের দেশে—আর কাজ হ'লো গলাবাজি—অর্থাৎ কলকাতার একটি কলেজে আমি—'

ঠোঁট উল্টিয়ে লীলা বললো, 'ও—'

এই শব্দটুকুর মধ্যেও যে আরেকজনের কত দুঃখ নিহিত থাকতে পারে তা সত্যশরণের মুখ দেখলে বোঝা যেতো—লীলার এই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সত্যশরণের মুখ থেকে দপ ক'রে যেন সমস্ত আলো নিবে গেলো। মাসিমা লক্ষ্য ক'রে আহত হ'য়ে রুষ্ট স্বরে বললেন 'বৌমার বুঝি মন উঠলো না কথাটায়—যোগ্য স্বামীর গৌরব করবে কেন, বড়োমানুষের একটা লম্পট পুত্র হ'লেই তোমার ঠিক হ'তো।

মাসিমার রূঢ়তায় সত্যশরণ দুঃখিত হ'য়ে বললো, 'কী বলছো মাসিমা—ও তো কিছু বলেনি।'

'ছাখ্ সত্য—আমার বুদ্ধিসুদ্ধি এখনো কিছু আছে—এখনো আমি

দৃষ্টিশক্তি হারাইনি। এখনো যদি তুই ওকে শাসন না করিস্—ফলভোগ তুই-ই করবি।' মাসিমা রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন।

কিসে থেকে কী হ'লো—বিমূঢ় সত্যশরণ নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে-দিতে মেয়ে কোলে ক'রে বেরিয়ে গেলো বাইরে। সে বেরিয়ে যেতেই মাসিমা চা আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন, লীলা ক্রুদ্ধমুখে দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে, সত্যশরণ ঘরে নেই। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সত্য কই?'

'আমি জানিনে।'

মাসিমা ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'জানো না মানে?—লোকটা সেই দশটার সময় দু'টি ডাল-ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেছে আর এসেছে এই পাঁচটায়—তোমার কাছ থেকে সে না-খেয়ে বেরিয়ে গেলো—তবু তুমি বলছো জানো না? কেন জানো না?'

লীলার চোখে হঠাৎ ভয় নেমে এলো—মাসিমাকে সে রাগ করতে দেখেনি কোনোদিন—ভীত চোখে তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে, কথা বলতে সাহস পেলো না।

মাসিমা বললেন, 'তোমার কি হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই—কত কপাল ক'রে সংসারে এসেছ ব'লে এমন স্বামী পেয়েছ—তাকে তুমি দরিদ্র ব'লে গঞ্জনা করো, অবহেলা ক'রো—এত বড় অভাগিনী তুমি—এই অবহেলার ফল কি তুমি পাবে না ভেবেছো? নিশ্চয়ই পাবে—কেঁদে জীবন যাবে তোমার।'

'আমাকে অভিশাপ দিলেন?' সহসা লীলা দু'হাতে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব হ'য়ে মাসিমা ওর কান্না দেখতে লাগলেন আর তাঁর মনে

হ'তে লাগলো এই কান্না সংক্রমিত হ'য়ে এক্ষুনি ছড়িয়ে গেলো," তাঁর মধ্যে, সত্যশরণের মধ্যে—সত্যশরণের মেয়ের মধ্যে—সমস্ত সংসারের ভিৎ যেন ন'ড়ে উঠলো লীলার এই কান্নায়। সচকিত হ'য়ে তিনি হাত রাখলেন লীলার মাথায়—'ও মা—ছি-ছি-ছি—এই ভরা-সন্ধেয় নাকি কেউ কাঁদে—ওতে যে অমঙ্গল হয়—তোমার একটা সন্তান আছে না! চুপ করো, চুপ করো।'

লীলা চুপ করলো না, বেগে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো চোখে আঁচল চেপে।

অনেক রাত্রিতে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে মাসিমা লীলাকে খাইয়ে ঘুমুতে পাঠিয়ে সত্যশরণকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন। একদিনে যেন তিনি আরো বুড়িয়ে গেছেন মনে হ'লো—সংকুচিত সত্যশরণ মুখ নিচু ক'রে তাঁর বিছানার পাশে ব'সে বললো, 'আমাকে কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, শোনো' - মাসিমা একখানা মোড়া টেনে সত্যশরণের একেবারে কাছে ব'সে বললেন, 'কলকাতায় তুমি যে কাজটা পেয়েছ তা'র মাইনে কত?

'মাইনে খুব বেশি নয়, কিন্তু'—

'কিন্তু কী—মাইনে যদি বেশি না হয় তবে ওখানে গিয়ে তো আরো কষ্ট হবে। আর সত্যি বলতে, এখানে তো আমরা কোনো কষ্টে নেই। স্বচ্ছন্দে চলছে সংসার।'

'উল্টো কথা বলছে মাসিমা, এক সময় তুমিই বলেছিলে ইস্কুল-মাষ্টারির চাইতে কলেজের মাষ্টারি অনেক সম্মানের :'

'তা তো ব'লেই ছিলাম—কিন্তু যখন বলেছিলাম সে সময়টা তো

আজ্ নেই—তখন এক রকমের হ'লে ভালো হ'তো, এখন আরেকরকম হ'লে ভালো হয়।'

'লীলার এখানে ভালো লাগে না—আর এটাও সত্যি কথা কোনো মানুষেরই এই পাড়াগাঁয়ে ভালো লাগা সম্ভব নয়।'

'তুমি কি মনে করো কলকাতা গেলেই লীলা সুস্থির হ'বে? সুস্থির হওয়া ওর স্বভাবে নেই।'

মাসিমার কথার প্রতিবাদ চলে না, কেননা কথাটা সত্যি এটা সত্যশরণের বুদ্ধিও বলে, কিন্তু তবু সত্যশরণ লীলার পক্ষ না নিয়ে পারে না। ঈষৎ উঁচু গলায় বললো, 'লীলার দিকটা তুমি মোটেও দেখছো না, মাসিমা। কী ভাবে ওর সময় কাটে বলো তো? সঙ্গী-টঙ্গী কেউ নেই—'

মাসিমা মৃদু কেশে গলা সাফ ক'রে বললেন, 'লীলার দিকটা কি একা তুমিই বুঝবে চিরদিন? লীলা কি কখনোই বুঝবে না তোমার দিকটা? এ-রকম অন্ধ ক'রে রাখাও কোনো কাজের কথা নয়, সত্য—ওর বুদ্ধি কম, দম্ভ বেশি. কিন্তু ভিতরে একটি ভালোমানুষও আছে—ওকে মানুষ করো—শক্ত হও একটু। এই তিনটি বছর—আমরা দু'টি প্রাণী ওকে যে আরো অধঃপাতে ঠেলে দিয়েছি। সকালবেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে শাশুড়ির হাতের তৈরি চা না-পেলেই এখন ওর রাগ হয়—এগারোটার মধ্যে তৈরি ভাত না পেলে খাবো না ব'লে শুয়ে থাকে--চারটার মধ্যে চা না পেলে আবার মাথাও ধরে। সত্য, তুই-ই বল তো এতখানি কি ওর আশা করা উচিত আমার কাছ থেকে? আমি যে ওকে করি—সেজন্য ও কৃতজ্ঞ নয়—ও মনে করে এটা প্রাপ্য—ওকে করবার জন্যই সংসারের সমস্ত লোক উন্মুখ থাকবে অথচ ও কারো জন্যেই কিছু করবে

না। গোড়াতেই যদি ওকে আমরা এতটা প্রশ্রয় না দিতাম তবে এতদিনে ও শুধরে যেতো।'

সত্যশরণ মুখ তুলে কিছুক্ষণ মাসিমার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো, তারপর মৃদু গলায় বললো, 'কলকাতা গেলে আমার মনে হয় ভালো হবে সব দিক থেকে।'

'সে কথাই বলছিলাম—ওখানে গেলে মাথা আরো বিগড়ে যাবে—এখানে তবু—'

হঠাৎ সত্যশরণ একটু উত্তেজিত হ'য়ে বাধা দিলো, 'তুমি ভুলে যাচ্ছো, মাসিমা, ও পাঁচ বছরের খুকি নয়। শাসন করবার আমরা কে? তুমিও নও, আমিও নই। আর কী ঘোর অন্যায় ও করেছে যা নিয়ে এত বিব্রত হ'য়ে পড়েছো তুমি!'

মাসিমা সত্যশরণের কথায় চম্‌কে গেলেন, মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও শুয়ে থাকো গে, রাত হ'লো অনেক।'

অপরাধীর মতো সত্যশরণ মাথা নিচু ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এর পর দিন তিনেক সত্যশরণ একটা সাংঘাতিক গুমোটে কাটালো। এদিকে মাসিমা, ওদিকে লীলা—কারো মুখের দিকেই সে তাকাতে পারে না। দিনের অধিকাংশ সময় ইস্কুলে কাটিয়ে বাড়ি এসেই মেয়ে নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পরে। মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে কত কৃতজ্ঞতা জানায় এই মেয়ের জন্যে। ছোট্ট তুলতুলে এইটুকু মেয়ে—মাথা ভরা কালো চুল, দু'হাত তুলে বাব্‌বা—বাব্‌বা ক'রে যখন তিনটে ছোটো দাঁত বার ক'রে সত্যশরণের দিকে এগিয়ে আসে, সত্যশরণের সমস্ত শরীর-মন যেন আনন্দে বিভোর হ'য়ে যায়।

চতুর্থদিন সে আবার মাসিমার ঘরে গিয়ে বসলো। মাসিমা শুয়ে ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন 'কী রে?'

'তুমি ঘুমুচ্ছো?'

'না—বোস্।'

এবার সত্যশরণ আর ভূমিকা না ক'রে বললো, 'চাকরিটা নেব কিনা তা তো কিছু বলছো না তোমরা—আমার তো কালকেই যাবার দিন।'

'নিবি বই কি—ভালো কাজ পেলে ছেড়ে দেয় নাকি কেউ?'

'তুমি যে সেদিন—' বলতে-বলতে সত্যশরণ চুপ করলো।

'ও, সেদিন?'—মাসিমা হেসে বললেন, 'সেদিনের কথা কি মনে রাখবার কথা নাকি? কালকে যদি যাস তবে আজকেই একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

সত্যশরণ গেলো এবার লীলার কাছে।—'তুমি কী বলো—কলকাতাই চ'লে যাই—'

'আমি কী জানি।'

'তুমিই তো জানো—তোমার জন্যেই তো ওখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম।'

'তোমার যেমন খুশি করো।'

'পাগল নাকি!—সত্যশরণ দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'এখনো রাগ ক'রে আছ? তোমার খুশি আর আমার খুশি আলাদা নাকি?'

এবার লীলার চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, মাথা গুঁজলো সে

সত্যশরণের কাঁধে। সত্যশরণ ঐকান্তিক আগ্রহে সে মাথা তার নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলো।

এর পরের দিন অত্যন্ত শান্তমনে সত্যশরণ কলকাতা গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা-শোনা ক'রে কাজে জয়েন করবার দিন ঠিক ক'রে এলো, এবং তার পনেরো দিনের দিন এখানকার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে তারা কলকাতা চ'লে গেলো।

৭

লীলা মেয়েকে নিয়ে প্রথমটায় এসে বাপের বাড়ি উঠলো আর সত্যশরণ মাসিমাকে নিয়ে মাসিমারই এক দেওরের বাড়ি উঠলো। তারপর চললো বাড়ি খোঁজা। বাড়ি খোঁজা না গোরু খোঁজা--লীলার কোনো বাড়িই পছন্দ হয় না। বলে—শেষে নাকি এ-বাড়িতে আমি থাকবো? বন্ধুবান্ধবদের আমি মুখ দেখাবো কেমন ক'রে।' অবশেষে সত্যশরণ মরীয়া হ'য়ে পঁয়ষট্টি টাকার এক ফ্ল্যাটে এসে উঠলো। মাসিমা চোখ কপালে তুলে বললেন,'তুই পাগল হ'লি, সত্য? মাইনে হ'লো তোর দেড়শো টাকা—বাড়ি ভাড়া দিবি পঁয়ষট্টি?

সত্যশরণ বললো, 'ও হ'য়ে যাবে।'

লীলার তবু মন উঠলো না, কিন্তু কী করা যায়। খুঁতখুঁত করতে-করতে এলো সেই পঁয়ষট্টি টাকার ফ্ল্যাটে। তারপর শুরু হ'লো বাড়ি সাজানো—লোক এলে বসতে দিতে হবে তো? ওর বাবার বাড়ির যে অংশটায় ও একলা থাকতো সেটাও যে এর চেয়ে বড়ো। সত্যশরণ লীলার মন জোগাবার কোনো উপায়ই আর দেখতে পায় না। ওকে সুখী করা—এ যেন সত্যশরণের তপস্যা।

মাসিমা সব বোঝেন আর মনে মনে গুমরে মরেন।

এবারেই ঠিক অভাবে পড়লো সত্যশরণ। মাসের পনেরো তারিখেই সব ফক্কিকার—তারপরে যে সে কী ক'রে সংসার চালায় তা লীলা জানেও না, জানবার অবকাশও তার নেই। আসছে নিত্য নতুন জুতো—বন্ধুবান্ধবদের সমকক্ষ হবার প্রতিযোগিতায় নতুন শাড়ি—নতুন ডিজাইনের গয়না—মেয়ের ফ্রক—এদিকে ধার করতে-করতে সত্যশরণের মাথার চুল পেকে গেলো। মাসিমা আর পারলেন না। নিরালা পেয়ে একদিন বললেন 'সত্য, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? স্ত্রীকে কি আর কেউ ভালোবাসে না? বিশ্ব-সংসারে কি আর কারো স্ত্রী নেই?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে? অবাক করলি—তোর সাধ্য আছে তুই লীলার মরজি মতো চলতে পারিস! আর দ্যাখ্, পুরুষ যদি পৌরুষ না দেখায়, কোনো মেয়ে কখনোই তাকে পছন্দ করে না।'

'পৌরুষ কেমন ক'রে দেখাতে হয় তা তো আমি জানিনে, মাসিমা।'

'নিশ্চয় জানিস, অবশ্য জানিস—সত্য, আমার মাথা খাস্, এ-ভাবে নিজেকে ফকির করিসনে।'

মৃদু হেসে সত্য বললো, 'তুমি কিছু ভেবো না মাসিমা—লীলার এ-পাগলামি ছেলেমানষি বই তো নয়— এ-ঝোঁক ওর কেটে যাবে।'

'কাটলেই ভালো কিন্তু যাতে কাটে তার চেষ্টাও তোর একটু করা উচিত।'

'চেষ্টা কেমন ক'রে করবো মাসিমা—কী অবস্থা থেকে কী অবস্থায় পড়েছে তা তো আমি বুঝি—আমার মতো জন্মদুঃখীর সঙ্গে ওর ভাগ্য না জড়ানোই উচিত ছিলো।'

মাসিমা বোঝেন ছেলের কাছে তাঁর এ-সব কথা একান্তই অরণ্যে রোদন—লীলার অপরূপ সুন্দর মুখ সত্যশরণকে সমস্তক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, সত্যশরণের সাধ্য নেই সে-মোহ সে কাটিয়ে ওঠে - তাই তিনি চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু দুপুরবেলা সত্যশরণ কলেজে গেলে লীলা যখন বাপের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো মাসিমা তাকে কাছে ডাকলেন— অত্যন্ত কোমল স্বরে বললেন, 'লীলা, রোজ-রোজ কি তোমার না-গেলেই নয়—তুমি তো সত্যশরণের অবস্থা জানো—প্রত্যেক দিন মেয়ে নিয়ে চাকর নিয়ে ট্র্যামে যাতায়াতে তো মন্দ পয়সা যায় না—'

লীলা বাধা দিয়ে বললো, 'আমার বাপের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠায় না কেন রোজ, তাই তো বলছেন আপনি ?'

মাসিমা এবার গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'গাড়ি পাঠানো না পাঠানোর কথা নয়—রোজ-রোজ তোমার যাওয়া উচিত নয় সে-কথাই আমি বলছিলাম।'

'মোটেও আপনি সে-কথা বলেননি—আপনি পয়সার কথাটাই বড়ো ক'রে ধরেছেন।'

মাসিমা চ'টে উঠলেন—'ধরলামই বা, তাতেই বা কী, ঠিকই তো, কেন তুমি একজনের শরীরের রক্ত জল-করা পয়সা এভাবে অপব্যয় করবে !'

'অপব্যয় আবার কী ? আমি তো আর হেঁটে যেতে পারি না, যাওয়া উচিত আমার মোটরে—কিন্তু উপায় নেই ব'লেই আমি ট্র্যামে যাই।'

'এবং উপায় নেই ব'লেই'—মাসিমা যোগ করলেন—'তোমার বাড়িতে ব'সে থাকা উচিত।'

লীলা চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো মাসিমার মুখের দিকে। মুখে-মুখে কথা বলার তার অভ্যেস নেই—কাউকে রাগ হ'তে দেখলে তার কেমন

ভয়ই করে। কিন্তু চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে এলো। মাসিমা নিষ্ঠুরের মতো বললেন, 'আহ্লাদ পেয়ে-পেয়ে তোমাদের চোখের জলও আহ্লাদি হ'য়ে গেছে। লজ্জা করে না এত সামান্য কথায় অত বড়ো বুড়ো মেয়ের চোখের জল ফেলতে।'

লীলা মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'ন্যাকামি যত'—মাসিমা বিরক্ত মনে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলেন সত্যশরণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধ'রে—মুখের ভাব এমন শক্ত যে মাসিমা একটু ঘাবড়ে গেলেন। চোখাচোখি হ'তেই সত্যশরণ বললো, 'আমার অনুপস্থিতিতে তুমি বুঝি বউকে শিক্ষাদীক্ষা দেবার চেষ্টা করো একটু?'

মাসিমা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন, 'হাঁ, করিই তো—গুষ্টিশুদ্ধ মাথা খাওয়াটাও কোনো কাজের কথা নয়।'—মাসিমা জোরে-জোরে পা ফেলে চ'লে গেলেন সেখান থেকে।

এদিকে লীলা স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে আরও বেগে কাঁদতে লাগলো। সত্যশরণ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জামা ছাড়তে-ছাড়তে বললো, 'কী হয়েছিল?'

লীলা জবাব দিলো না। সত্যশরণের পক্ষে এটা অপ্রত্যাশিত নয়, কেননা রাগের মুখে লীলা কথা বন্ধ করাটাই চরম শাস্তি মনে করে। তবু সত্যশরণ বললো, 'কথা বলছো না কেন?' এগিয়ে কাছে গিয়ে সে হাত দিলো লীলার মাথায়। লীলার সম্বন্ধে অদ্ভুত তার মনের গতি। ন্যায় নেই, অন্যায় নেই—বিচার বিবেচনা নেই—চোখের জল দেখলে সে পাগল হ'য়ে যায়। কী করবে, মনের সহজ অবস্থায় সে কিছুতেই থাকতে পারে না এ ক্ষেত্রে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে সে কাছে ব'সে পরম

মমতার সঙ্গে আদর করতে-করতে বললো, 'কাঁদে না, লক্ষ্মী তো, — মাসিমা তো আমাদের মা-ই, উনি বললে কখনো রাগ করতে হয় নাকি? বোকা, বোকা!' নিজের প্রশস্ত বুকের সঙ্গে সজোরে লীলার মাথা সে চেপে ধরলো। আহত কণ্ঠে লীলা বললো, 'আমি কী করি তোমার, কী ব্যয় করো তুমি আমার জন্য—আমি গয়না গড়াই, না শাড়ি কিনি—যা দেবার সব তো বাবা দেন—হাত পেতে গ্রহণ করো, আর আমাকে যা তা শোনাও।'

সত্যশরণের বুকেব মধ্যে লাগলো কথাটা। দুঃখিত হ'য়ে বললো, 'কী হাত পেতে গ্রহণ করি, লীলা—তুমি যে এটা-ওটা ওখান থেকে আনো তাতে কি কখনোই আমার সম্মতি পেয়েছ—বারণ করেছিলুম ব'লে খেপে গিয়েছিলে--'

'থাক্ থাক্'—লীলা ঝটকা দিয়ে সোজা হ'য়ে বসলো—'তোমাদের হচ্ছে গরিবের ঘোড়ারোগ! নিজেদের সামর্থ্য নিজেরা জানো না? আর গ্রহণ করা না করার কথা কী—এই যে বাড়ি ভরা ফার্নিচার—এই যে বাক্সভরা কাপড়—এই যে গা-ভরা গয়না—এ কি তোমার পয়সার? ভেবে দেখেছো সে কথা? আর এই যে মেয়েটা—তার যে নিত্য-নতুন জামা আসছে, কাপড় আসছে—রুপোর থালা রুপোর বাটি—এও বোধ হয় তোমার দেয়া?'

সত্যশরণের মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেলো, বললে, 'আমি তো বলেছি, লীলা—ও-বাড়ি থেকে কোনো বিলাসিতার সামগ্রী যেন আমার মেয়ের জন্য না আসে। তাঁদের মেয়েকে তাঁরা দেবেন এর উপরে আমি বলবো কী, কিন্তু আমার মেয়ে নিতান্তই গরিবের মেয়ে—তাকে যেন তাঁরা দয়া না করেন।' সত্যশরণ সরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে

তুললো—হাতের সোনার বালা, গলার হার—সমস্ত টেনে-টেনে খুলতে-খুলতে বললো 'এ-সব যেন আর কক্ষনো ওর গায়ে না ওঠে।' লীলা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলো—এত স্পর্ধা এই লোকটার? দরিদ্র—ভিখারীর অধম—স্ত্রী কন্যাকে খেতে দিতেই যার জিব বেরিয়ে আসে তার এত সাহস? দুই চোখ তার জ্ব'লে উঠলো আক্রোশে। হাতের মুঠোয় হার বালা সংগ্রহ করতে-করতে সে বললো, 'ইতর, ছোটোলোক'—তার মুখ দিয়ে আর-কোনো কথা বেরুলো না।

মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোর শ্বশুর এসেছেন, সত্য।' মেয়ে কোলে ক'রেই সত্যশরণ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাইরে বসবার ঘরে। আনন্দবাবু এসে ব'সে ছিলেন,—সত্যশরণ ঘরে ঢুকতেই হাসিমুখে বললেন 'এই যে এসো বাবা—লীলা কোথায়?' হাত বাড়িয়ে তিনি কোলে নিলেন নাত্‌নিকে।—'এসেছিলাম একটু এদিকে, ভাবলাম ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না—লিলি তো রোজই যায়। তুমি যাও না কেন?'

সত্যশরণ মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো। শ্বশুরকে দেখে তার গলা যেন বন্ধ হ'য়ে আসছিলো। এই এক ভদ্রলোক—দেবতার মত মান্য করে সত্যশরণ—ভালোবাসে বন্ধুর মতো।

আনন্দবাবু হঠাৎ সত্যশরণের মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকালেন—'কী হয়েছে তোমার? শরীর ভালো নেই?' এর উত্তরে সত্যশরণের চোখ ছাপিয়ে জল এলো—এবার উঠে এলেন কাছে, সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো তো, লীলা কী করছে দেখি।'

লীলা কান্নার অকূল সমুদ্রে ভাসছিলো—বাপকে দেখে একেবারে

গ'র্জে উঠলো, 'আমাকে নিয়ে যাও, বাবা, আমি আর এক মুহূর্ত থাকবো না এখানে।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'না, না, না'—ছোটো মেয়ের মতো লীলা বাপকে আঁকড়ে ধরলো।

আনন্দবাবু একটু বিব্রত হ'য়ে বললেন, 'কী পাগলামি করিস। কী হয়েছে তাই বল না।'

সত্যশরণের মাসিমা এতক্ষণ পরে ঘরে এলেন। বললেন, 'বেয়াই নিজের মেয়েকে নিজে চেনেন না? অত সুখে পালিত সে—সে কি শোভা পায় এই দরিদ্রের ঘরে। সত্য তো চায় মাথায় ক'রে রাখতে, কিন্তু যে মুকুট শোভা পায় রাজার মাথায়, সে কি ভিখারি-মাথায় ধারণ করতে পারে?'

সত্যশরণ মাসির এ-কথায় লজ্জিত হ'লো। আনন্দবাবু হেসে বললেন, 'সে কী কথা—রাজা কি সংসারে এক রকমই আছে, বেয়ান? কত রকমের—কোনো মানুষ অর্থ দিয়ে রাজা হয়—কোনো মানুষ যোগ্যতা দিয়ে রাজা হয়—আর সেই যোগ্যতায় রাজাই তো আমাদের সত্যশরণ। সংসারে কি এত দামি মুকুট আছে যা ওর মাথায় বসানো যায়। আমি তো রাজা বেছে ঠিকই বার করেছিলাম কিন্তু ওর যোগ্য মুকুটটাই দিতে পারলাম না।'

আনন্দবাবু মেয়েকে তুলে বসালেন। 'লীলা, পাগলামি করিসনে, মা—ত্যাখ, মেয়েটা কাঁদছে এখনো তুই ছোটোটি আছিস্ নাকি।' আদর ক'রে-ক'রে তিনি মেয়ের মান ভাঙাতে লাগলেন।

তারপর মেয়েকে উঠিয়ে শান্ত করতে-করতে তাঁর সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো। যাবার সময় তিনি সত্যশরণকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিভৃতে বললেন, 'তুমি ওকে ক্ষমা কোরো, বাবা—ও তো অবুঝ।'

৮

লীলা যে নিতান্তই অবুঝ এ-বিষয়ে কি সত্যশরণের মনেই কোনো সংশয় ছিলো! কিন্তু তবু তার আশা ছিলো একদিন লীলা সবই বুঝবে—একদিন তার নিশ্চয়ই মনে হবে যে সংসারে স্নেহ-মমতাটাও টাকার চাইতে কম মূল্যবান নয়। তা ছাড়া থুকু বড়ো হচ্ছে, এটাই আজকাল সত্যশরণের সবচেয়ে বেশি ভাবনার বিষয় হয়েছে। মা'র এই ব্যবহার তার পক্ষে শুভ নয়, এর ছায়া যদি কন্যার চরিত্রেও বর্তায় তা হ'লে তার চেয়ে বড়ো দুঃখ আর কী আছে? এ-জন্যেই সত্যশরণ আজকাল যেন আরো বেশি সহিষ্ণু, আরো বেশি চুপচাপ হ'য়ে গেলো। কোনো রকমেই যেন গণ্ডগোল না বাধে—কোনোরকমেই যেন লীলা বিরক্ত না হয়—এই হ'য়ে উঠলো তার সাধনা। কিন্তু মাসিমা হ'য়ে উঠলেন ততোধিক অসহিষ্ণু। হয় তো অত্যন্তই ছোটো কথা, নেহাৎই একটি তুচ্ছ ঘটনা—যার চেয়ে লীলার অনেক বড়ো-বড়ো অপরাধও তিনি হাসিমুখে সস্নেহে সহ্য করেছেন একসময়ে—তাই নিয়েই হয়তো তিনি একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধালেন। সত্যশরণ শান্ত করতে চেষ্টা করে—'চুপ

করো, চুপ করো, মাসিমা, এ কি ছোটোলোকের বাড়ি হ'লো ?' মেয়েটার কথা ভেবেও থামতে পারো না তোমরা ?'

মাসিমা রুখে ওঠেন—'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। বো'য়ের কাছে মুরোদ নেই, মাসিকে শাসন করতে আসে—লজ্জা নেই, কাপুরুষ ? পাঁচ বছর ধ'রে যে কেবল বো'য়ের পা-ই চাটলি, বৌ তোকে পুছলো ? বৌ তোকে—'

কানে আঙুল দিয়ে মেয়ে নিয়ে স'রে আসে সত্যশরণ। তখনকার মতো মনে হয় এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। বুকের মধ্যে সমস্ত দুঃখ পুষে রেখে তার দিন কাটে। অশান্তিতে উদ্বেগে আর হতাশায় তার মন অবিরাম পুড়ে যেতে থাকে।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন ধরমতলার মোড়ে তার দেখা হ'য়ে গেলো বিকাশের সঙ্গে। পুরোনো বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছিলো—এমন নয় যে কোনোকালেই তা'র সঙ্গে সত্যশরণের খুব একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো, তবু আজ অনেকদিন পরে বন্ধুটিকে দেখে সে সত্যি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলো। অতীতের কোনো এক শান্তিময় জীবনের আভা যেন এখনো সে দেখতে পেলো এই বন্ধুটির উজ্জ্বল চোখে-মুখে। পিছন থেকে গিয়ে আস্তে কাঁধে হাত রেখে ডাকলো, 'বিকাশ !' বিকাশ চমকে পিছন ফিরে অবাক হ'য়ে বললো, 'আরে, তুমি !'

দু'জনেই দাঁড়িয়ে গেলো রাস্তায়। দিল্লি থেকে বিকাশ ঘুরে এসেছে এখানে কয়েকদিনের জন্য। খানিকক্ষণ খবরাখবর চললো। সত্যশরণ বললো, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ ? চলো আমার ওখানে। না-হয় যে ক'দিন আছ ওখানেই থাকবে !' 'না, না, সে কি হয় ? হোটেলে যখন একবার উঠেছি—' মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সত্যশরণ বললো,

'হোটেল তো আর বণ্ড লিখে দাওনি যে একবার উঠলো আর অন্যত্র যেতে পারবে না। চলো, চলো।'

খুব বেশি আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিলো না বিকাশের। হোটেল তার পক্ষে সুখের নয়। একটু বলাবলিতেই গেলো। আসলে বহুদিনের বিচ্ছেদের পর এই মিলনে দু'পক্ষই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলো। সত্যশরণকে নিয়ে বিকাশ প্রথমে তার হোটেলে এলো,—দু'দিনকার ছড়ানো সংসার গুছোতে-গুছোতে চা-সহযোগে কত পুরোনো কথার জাবর কাটলো, তারপর একটা ট্যাক্সিতে মালপত্র চাপিয়ে রওনা হ'লো সে সত্যশরণের সঙ্গে।

বলাই বাহুল্য, স্বামীর এই নির্বুদ্ধিতাকে লীলা ক্ষমা করতে পারলো না। বিকেলে জিনিষ কিনতে বেরিয়ে, বলা নেই, কওয়া নেই, জিনিষের বদলে হুট ক'রে এক বন্ধুকে অতিথি ক'রে নিয়ে আসা যে তার পক্ষে কত অপরাধের তার আর সীমা দেখতে পেলো না সে। গরিবের ঘোড়া রোগ! নিজেদেরই নেই মাথা গোঁজবার জায়গা, তা আবার বোঝার উপর শাকের আঁটি। রাগ ক'রে সে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলো। অনুনয়ের সুরে চাপা গলায় সত্যশরণ বললো, 'ছি, লীলা, ওঠো। বাড়িতে কেউ এলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করা মানেই তাঁকে অপমান করা। ওঠো, ওঠো।'

ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত রেখে লীলা চুপ ক'রে রইলো। সত্যশরণ এগিয়ে এসে হাত ধ'রে বললো, 'ওঠো, লক্ষ্মী তো, একটু খাওয়া-দাওয়ার—'

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে বিরক্তিতে মুখর হ'য়ে উঠে লীলা বললো,

'কী বিরক্ত করছো বারে-বারে। বলেছি তো আমি পারবো না। যাও, প্যান প্যান কোরো না।'

ম্লানমুখে সত্যশরণ উঠে গেলো তার কাছ থেকে। দুঃখে, ক্ষোভে আর একটা অন্ধ রাগে তার গলা যেন বুজে এলো। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো একটু, তারপর মাসিমার শরণাপন্ন হ'লো। লীলার অনুপস্থিতিকে নিজের যত্ন দিয়ে যতটা সম্ভব পূরণ করবার চেষ্টা করলো সে। ছোটো বাড়ি—তারই মধ্যে আরামের সব রকম ব্যবস্থা ক'রে দিলো। তেতলার উপর ছোট্ট একখানা ঘর ছিলো, সেই ঘরে আবোল-তাবোল জিনিষের ভিড় সরিয়ে পরদিন সকালেই ধুয়ে-মুছে খাট পাতলো, ছোট একটি টেবিল আর চেয়ারে শোভিত হ'য়ে চারদিক খোলা ঘরখানা মুহূর্তে মনোরম হ'য়ে উঠলো। লজ্জিত হ'য়ে বিকাশ বললো, 'না ভাই, এ তুমি ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছো। এত বেশি অতিথিসেবা কিন্তু ভালো কথা নয়, শেষে আর নড়তে চাইবো না এখান থেকে।' 'ভালোই তো', মুখের উপর চোখ রেখে আগ্রহভরে সত্যশরণ বললো 'সত্যি, মাত্র সাতদিন থাকবে এ কি একটা কথা? অন্তত দু'সপ্তাহ তো নিশ্চয়ই।'

'তা তুমি যে রকম অতিথিপরায়ণ হ'য়ে উঠেছো তাতে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার স্ত্রী কোথায়? তিনি কি অসূর্যম্পশ্যা নাকি?'

আকর্ণ লাল হ'য়ে সত্যশরণ বললো, 'একটু অসুস্থ আছেন কিনা। দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি।' সত্যশরণ নিচে নেমে গেলো। নিজের ঘরের সামনে গিয়ে একটু দাঁড়ালো চুপ ক'রে। তারপর পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। লীলা আয়নার সামনে ব'সে পাউডার মাখছে মুখে, পোষাকেও তার প্রসাধনের ছাপ। সত্যশরণকে দেখে অত্যন্ত সহজ

গলায় বললো, 'কুই, তোমার বন্ধু কোথায়? ঠিকমতো চা পেয়েছিলে তো?

'হুঁ।'

'এখন কি কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে হবে? তোমার কলেজ ক'টায়?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে সত্যশরণ বললো, 'কোথাও যাচ্ছো নাকি?'

'কোথায় যাবো? বাড়িতে অতিথি—'

'ও।'

আসলে কাল নিজের ব্যবহারের জন্য লীলা নিজেই অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছিলো। একজন বন্ধুকে না-হয় ভালোবেসে বাড়িতে ডেকেই এনেছে, এটা এমন অপরাধ কী? কেন লীলা ও-রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করলো? সারারাত সত্যশরণের জন্য তার মন-কেমন করেছে। মাঝে-মাঝে তার এ-রকম অনুশোচনা হয়। মনে-মনে বিশ্লেষণ করেছে কেন সে সত্যশরণের সঙ্গে ও-রকম উদ্ধত অভদ্র ব্যবহার করে, অথচ সে তো কত সহ্য করে—কত প্রশ্রয় দেয় তাকে।

পরদিন সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়ে দিলো সে খাবার ঘরে। রাত্তিরে সত্যশরণের সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি। সকালবেলাও তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে সাহস করেনি, কিন্তু মনে-মনে আশা করেছিলো সত্যশরণ তাকে অন্তত চা খাবার সময়ে নিশ্চয়ই ডেকে নেবে। কিন্তু সত্যশরণের নীরবতা তাকে আরো ব্যাকুল করলো।

সত্যশরণকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে লীলা বললো, 'চলো তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে—কাল কী একটু বলেছি তাইতেই তুমি কী-

রকম রাগ ক'রে আছো ?' বলতে-বলতে স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ালো।

মাঝে-মাঝে লীলার ব্যবহারে একটা আশার বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে সত্যশরণের বুকের মধ্যে। ভারি গলায় বললো, 'চলো।' তার মনের ভার এক নিমেষে হালকা হ'য়ে উঠলো।

কলেজ থেকে ফিরে এসে কিন্তু সে আরো অবাক হ'য়ে গেলো। ইতিমধ্যেই বিকাশ চমৎকার জমিয়ে নিয়েছে লীলার সঙ্গে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বললো, 'আচ্ছা, দেখ তো কী অন্যায়—ইনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন কেন ?'

হাসিমুখে লীলা বললো, 'করবো না ? কেন মিছিমিছি—'

'মিছিমিছি ? খুকুকে কি আমি কিছু দিতে পারি না ? সত্যশরণের মেয়ের উপর কি আমার একটুও দাবি নেই। কী বলো ?' বিকাশ সত্যশরণের পিঠের উপর হাত রাখলো। সত্যশরণ বললো, 'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো দেখি আগে।'

'দেখো না', লীলা বললো, 'একটি রাজত্ব কিনে এনেছেন ইনি খুকুর জন্যে। এত তো চকোলেট—এত খেলা'—

'তা রাজকন্যাটি কোথায় ? তাকে তো দেখছিনে।' মেয়েকে দেখবার জন্য চারদিকে একটা তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সত্যশরণ।

হাসিমুখে লীলা বললো, 'অত সম্পত্তি রক্ষা করা কি সহজ ব্যাপার ? ভয়ানক ব্যস্ত সে।'

সত্যশরণ একটুখানি তাকিয়ে রইলো লীলার দিকে। স্ত্রীর মুখের এই সহাস্য সরস ভাবটি যেন হঠাৎ সে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলো না।

ভালোও লাগলো—আবার কোথায় যেন একটা ব্যথার মতো অনুভব করলো বুকের মধ্যে।

পরের দিন বিকাশ সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো ট্যাক্সি ক'রে। গঙ্গার ধারে খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে শেষে থামলো এসে মার্কেটে।

'আরে নামোই না,' বিকাশ তার হাত ধ'রে আকর্ষণ ক'রে লীলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি আসুন তো মেয়ে নিয়ে।'

মার্কেট সম্বন্ধে লীলার অফুরন্ত আগ্রহ। এ-আহ্বানে সে সুখী হ'লো, কিন্তু স্বামীর অনিচ্ছুক ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করছিলো বিকাশের আর-এক তাড়াতেই নেমে পড়লো।

একটি জুয়েলারি দোকানে ঢুকলো তারা। লীলার কানের কাছে মুখ এনে বিকাশ ফিসফিসিয়ে বললো, 'একটা গলার কোনো জিনিষ পছন্দ করুন তো।'

'কিনবেন?'

'দেখি।'

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই এ কার্যভারটি লীলা গ্রহণ ক'রে ঝুঁকে পড়লো শো-কেসটির উপর। উৎসাহদাতা বিকাশ—আর বেচারা সত্যশরণ নিতান্ত বিরস মুখে মেয়ে নিয়ে কোণে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে। একবার পিছন ফিরে বিকাশ বললো, 'এসো দেখবে।'

'না ভাই, ও-সব আমি বুঝি-টুঝি না।'

হাত তুলে লীলা বললো, 'মিছিমিছিই ওঁকে ডাকছেন—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং।'

'সত্যি, তুমি যেন কী!'—বিকাশ আবার মন দিলো ওদিকে।

অনেকক্ষণ পরে একটি জিনিষ পছন্দ হ'লো লীলার। উচ্ছ্বসিত

হ'য়ে বললো, 'কিনতে চান তো এটা কিনুন—চমৎকার। অবিশ্যি দামও চমৎকার।'

ঈষৎ চোখ টিপে মৃদু গলায় বিকাশ বললো, 'যার জন্যে, তিনি কিন্তু আরো চমৎকার।'

বিকাশের ভঙ্গিতে হঠাৎ যেন লীলা একটু চকিত হ'লো—মুখ তুলে বললো, 'কার জন্য?'

'একটা বিয়ের উপহার।'

'ও'—এবার লীলা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। বিকাশ বললো 'তা হ'লে এটাই পছন্দ করছেন আপনি?' দাম কত? পকেট থেকে টাকা বার ক'রে নেকলেসটি কিনে নিলো বিকাশ।

বাড়ি ফিরেই কেসটি সে লীলার হাতে দিয়ে বললো, 'দেখুন, আমাদের একটা দেশাচার আছে। বৌ দেখতে দর্শনী লাগে—বিয়েতে উপস্থিত ছিলুম না—দুর্ভাগ্য। কিন্তু—'

'ছি-ছি, এ অসম্ভব'—লীলা লাল হ'য়ে উঠলো।

দুঃখিত হ'য়ে বিকাশ বললো, 'অত্যন্ত সামান্য জিনিষ—কেবল আমার আনন্দের একটা প্রকাশ মাত্র। এ নিতেও যদি আপনি এত কুণ্ঠিত হন—'

বাধা দিয়ে সত্যশরণ বললো, 'বিকাশ, তুমি দয়া ক'রে যে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছো তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—বলাই বাহুল্য আমার মতো দরিদ্রের আতিথ্য খুব সুখকর নয়। অনেক অসুবিধে হচ্ছে তোমার, কিন্তু তাই ব'লে তুমি যদি ও-রকম লৌকিকতা করতে থাকো তা হ'লে বলতেই হয় গরিবখানায় টেনে আনবার এই শাস্তি—'

অত্যন্ত আহত হ'য়ে বিকাশ বললো, 'এ-কথা তুমি মনে আনতে

পারলে, সত্যশরণ? আনন্দ ক'রে বন্ধুর স্ত্রীর জন্যে একটা উপহার কেনা কি এতই অপরাধ!' বলতে-বলতে বিকাশ হাত বাড়ালো লীলার দিকে, বললো, 'দিন্, সত্যি যদি এটার জন্য আপনাদের তিলমাত্রও অসম্মান হয় এই মুহূর্তে এটা বর্জন করা ভালো।'

লীলা দিতে গিয়ে হঠাৎ ফিরিয়ে আনলো হাত—একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললো 'কেউ ভালোবেসে দিলে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবো না আমি কি এতই মূঢ়? বসুন—আমি চা করতে ব'লে আসি।'

নেকলেসের কেসটি হাতে নিয়ে লীলা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

৯

বিকাশের পৈতৃক জোর ছিলো চিরকালই। দু'হাতে খরচ করবার ঝোঁকও তার চিরকালের। সত্যশরণের সঙ্গে তার কখনোই কোনো মিল ছিলোনা—বি.-এ. ক্লাশে দু'বছর তারা একই ঘরে বসেছে এই পর্যন্ত—তারপর সত্যশরণ গেলো তাকে ডিঙিয়ে—বিকাশ আরো দু'বছর ব্যর্থ চেষ্টা ক'রেও আর তার নাগাল পেলো না! এম.-এ. তে ফার্ষ্ট হ'য়ে সত্যশরণ যখন চাকরির উমেদারিতে এ-দরজা থেকে সে-দরজায় ঘুরছে তখন বিকাশ গেলো বিদেশে।

বিদেশে গিয়ে সে অনেক পয়সা উড়োলো, অনেক সময় নষ্ট করলো, অবশেষে কৃষিবিদ্যা শিখে ফিরে এলো দেশে। বলাই বাহুল্য, দেশে ফিরে তাকে বেকার সংঘের মেম্বর হ'তে হ'লো না। কেননা যা'র খুঁটির জোর আছে তার সবই আছে। অতএব এসেই বাপের সুপারিশে মস্ত চাকুরে হ'য়ে বসলো।

প্রকৃতি তার চিরদিনই চপল। হয়তো শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় জীবনে এত ভারসাম্যের অভাব ঘটেছিলো। ছাত্রাবস্থায় এই চপলতার রূপটি একটু নিরীহ ছিলো—সাধারণত সহপাঠিনী বা আশেপাশের

তরুণীদের প্রতিই তার অনুরাগ আবদ্ধ থাকতো—কিন্তু বিলেত গিয়ে ভারি চালাক হ'য়ে গেলো। ফিরে এসেও সেই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রাটি যখন সংযত করতে পারলো না, বাপ অস্থির হ'য়ে উঠলেন বিবাহ দেবার জন্যে। অপরিসীম অবজ্ঞায় বিকাশ মৃদু হাসলো। জীবনটা কি এতই মূল্যহীন যে ঐ একটি সংকীর্ণ পরিধিতেই তার সমাপ্তি ঘটাতে পারে? বাপের চেষ্টা ব্যর্থ করলো সে।

বছর তিনেক পরে যখন পিতার মৃত্যু ঘটলো, হঠাৎ বিকাশ বড়ো একা হ'য়ে গেলো। একজন স্ত্রীলোককে কেন্দ্র না-করলে সত্যিই যে জীবনে কোনো প্রশান্তি আসে না এ-কথাটা সে বার-বার মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে লাগলো। নিজে থেকেই দমিত হ'য়ে এলো তার উচ্ছৃঙ্খলতা—কিন্তু বিবাহ করা আর ঘ'টে উঠলো না—কিছুতেই এমন একটা যোগাযোগ ঘটলো না যা শেষ পর্যন্ত বিবাহে পরিণতি লাভ করতে পারে।

এখানে সত্যশরণের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে বহুদিনের একটা বঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা যেন হঠাৎ মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। প্রথমত, সৌন্দর্যের প্রতি তার অপরিসীম লোভ—আর লীলা সত্যি-সত্যিই অপরূপ—তার উপরে দু'একদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো সত্যশরণকে লীলা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি। সে যে কী চায়, কিসের জন্য এই সংসার তাকে শান্তি দিতে পারলো না—বিকাশ যেন বুঝে ফেললো সেই গোপন কথাটা। প্রথম দর্শনেই তার চোখ আপ্যায়িত হ'য়েছিলো—লীলার মতি-গতি বুঝে এবার নিজের ইচ্ছাশক্তিটাও সে প্রয়োগ করলো তার প্রতি।

বিকাশের চেহারা সুন্দর—হাব-ভাব কথাবার্তায় পুরোদস্তুর সাহেব সে। গুনগুনিয়ে ইংরেজি গান ক'রে, শিষ দেয় জোরে-জোরে—পাইপ

মুখে দিয়ে পায়চারি করে খাবার ঘরে! অভাব নেই, অভিযোগ নেই, ভাবনা চিন্তা কী জানে না—যেন টগবগ করছে প্রাণশক্তিতে। চেহারায় তখনো সে অতি তরুণ। দু'বেলা ট্যাক্সি চ'ড়ে বেড়াতে বেরোয়, রাশি-রাশি ফল কিনে বাড়ি ফেরে—ভাবটাই অন্য রকম। অর্থাৎ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ করাটাই যেন তার পেশা—এই যেন তার পরম আনন্দ।

লীলা মুগ্ধ হ'য়ে গেলো! সাত দিনের জায়গায় বিকাশ যখন চোদ্দ কাটিয়েও যাবার নাম করলো না, তখনো তার মনে হ'লো দিনগুলো যেন বড়ো ছোট—বড়ো দ্রুত।

রাত্রিতে সত্যশরণের পাশে শুয়ে-শুয়ে লীলার আর ঘুম আসে না—রাত কাটলেই যে সকাল, এ-কথাটাই বারে-বারে তার বুকের মধ্যে শিহরণ তোলে। এঁর কাছে সত্যশরণ কী?—মনে-মনে লীলা ভাবে—অকালপক্ক বৃদ্ধ—যেন প্রাণহীন জরদ্গব! পুঁথি, পুঁথি, পুঁথি—এই মৃত অক্ষরগুলোর মধ্যেই যেন তার যত প্রাণরস নিহিত আছে। কল্পনার লঘুপক্ষে ভর ক'রে লীলার মন কোথায় চ'লে যায়—হঠাৎ এক সময়ে সচেতন হ'য়ে কেঁপে ওঠে—ছি, এ-সব কী ভাবছে সে? তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত সত্যশরণের দিকে পাশ ফিরে সে খুকুর বুকের উপর স্নেহভরে হাত রাখে—মনের মধ্যে যেন একটা অসহায় দুঃখ গুমরে গুমরে উঠতে থাকে।

ভাবগতিক দেখে মাসিমার কিন্তু ভালো লাগলো না। একটু সতর্ক হলেন তিনি। মনে-মনে ভাবলেন, লোকটা যায়ই বা না কেন। রাগ হ'লো তাঁর নিজের ছেলের উপরই। পৌরুষ যার নেই সে কেমন পুরুষ?

লীলা আজকাল বাপের বাড়ি যেতে পারে না। ঘরে অতিথি—কেমন ক'রে যাবে? নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা

করেন মাসিমা। এর মধ্যে একদিন তিনি দিবা-শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন আস্তে-আস্তে। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে খাবারঘরের কাছে আসতেই লীলার গলায় একটা সহজ হাসি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

'বেশ মানুষ তো—আমি হাত দিলেই মিষ্টি হ'য়ে যায় বলছেন।'

'নিশ্চয়ই! এ-কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে আপনাকে দেখলেও পেট ভ'রে যায়।'

'তা হ'লে তো কথাই ছিলো না—আপনার বন্ধু তাহ'লে ঘরেই ব'সে থাকতেন।'

'বন্ধু থাকেন না কেন জানিনে—আমি হ'লে থাকতুম।'

'থাকবার ব্যবস্থা করলেই তো হয়—বাংলাদেশে তো আর মেয়ের অভাব নেই।'

'মেয়ের অভাব নেই? কী বলছেন আপনি! আমি তো মাত্র একজন মেয়েই দেখলুম এদেশে।'

মাসিমার ভালো লাগলো না এ-রসিকতা,—কথাটার জন্য নয়, কথার ভঙ্গির জন্য। হ'লোই বা বন্ধুজন। আবার তাঁর সত্যশরণের উপরই রাগ হ'লো। ভাবতে-ভাবতে তিনি একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন এবং লীলা এর উত্তরে কী বললো তা তিনি শুনতে পেলেন না, কিন্তু বিকাশের কথা শুনে তাঁর শরীরে আগুন ধ'রে গেলো।

'জানতে চান কে সেই মেয়ে? আশ্চর্য, আপনি কি এখনো বোঝেন না সে-কথা? আমার হঠকারিতা মাপ করবেন, কিন্তু আজ যদি

ঈশ্বর আমাকে কোনো বর দিতে চান তাহ'লে আমি কী বর চাইবো জানেন?' এর পরেই বিকাশের স্বর অতিশয় খাদে নেমে এলো— মাসিমা শুনতে পেলেন না।

একটু পরেই লীলা আরক্তমুখে বেগে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মাসিমা ওর পায়ের শব্দ পেয়েই পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

সাড়ে-চারটা পর্যন্ত ক্লাশ ক'রে সত্যশরণ ফিরে এলো কলেজ থেকে। এসে সে হঠাৎ লীলার এমন একটা পরিবর্তন দেখলো যে তার মনের আকাশ ভ'রে গেলো একটা নতুন আশায়। কিছুদিন থেকেই সে সংসারে বড়ো ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিলো—কোনো আশা, কোনো উদ্যম যেন আর তার ছিলো না। কলেজ থেকে অভ্যেসমতো জামা না-খুলেই মেয়েকে আদর ক'রে চুমু খেলো। লীলা বসেছিলো খাটে, মুখখানা ঈষৎ মলিন। একবার চকিতে সে-মুখের দিকে তাকিয়ে লোভ গেলো ঘনিষ্ঠ হবার, কিন্তু নিজেকে সংযত করলো সে। হঠাৎ লীলা অভিমানের সুরে বললে, 'বা, আমি বুঝি কেউ না?'

সত্যশরণ বিস্মিত হ'য়ে লীলার মুখের দিকে তাকালো, সহসা জবাব এলো না তার গলায়।

লীলা কাছে এসে সত্যশরণের হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'দোষ না হয় আমি করিই, তাই ব'লে লঘুপাপে কি এই গুরুদণ্ড?'

সত্যশরণ লীলার নরম হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে বললো, 'কী গুরুদণ্ড আমি দিলাম তোমাকে? তোমাকে কোনো দণ্ডই আমি দিতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই পারো, যদি দণ্ডদাতা কেউ হয়, সে একমাত্র তুমিই। মনে ক'রে ছাখো তো, কতদিনের মধ্যেও ভালো ক'রে কথা বলো না।'

'কথা কি আমি বলি না—বলতে তো তুমিই দাও না।'

'আমি অবুঝ—আমাকে বুঝিয়ে দাও—আমাকে ভালোমন্দ শিখিয়ে দাও—' বলতে-বলতে লীলাব চোখ জলে ভ'রে গেলো।

অনেকক্ষণ ছ'জনেই চুপ ক'বে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলো।

১০

চা খেতে ব'সে লীলা বললো, 'আচ্ছা এই যে তোমার বন্ধু এসেছেন, ইনি যাবেন কবে বলতে পারো ?'

মুখ তুলে মৃদু হেসে সত্যশরণ বললো, 'হঠাৎ তার উপর এত বীতরাগ কেন ?'

'অনুরাগেরই বা কী দেখেছো !' লীলা আচমকা চ'টে উঠলো।

'কাজ ফুরোলেই যাবে', সত্যশরণ উদাস ভঙ্গিতে বললো।

'এসেছিলেন তো তিনদিনের জন্যে—প্রায় ষোলো দিন হ'লো। আশ্চর্য! তোমার মতো ভালোমানুষকে ঠকানো—' লীলা চুপ ক'রে গেলো।

'ঠকাতে যদি কেউ চায় তবে সে ঠকাবেই—আমি ঠেকাবো কেমন ক'রে ?'

লীলা চকিতে সত্যশরণের মুখের দিকে তাকালো। সত্যশরণ কি মানুষের অন্তঃকরণ দেখতে পায় ?

একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যশরণ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'স্থাখো লিলি, সংসারে যে প্রবঞ্চনা করে বঞ্চিত সে-ই হয়—আমি অন্তত তা ই বিশ্বাস করি।

লিলি ডাকটা বহুকাল পরে শুনতে পেলো লীলা। বিবাহের অনতিপরেই এই অন্তরঙ্গ ডাকটি সত্যশরণ গ্রহণ করেছিলো নিজের গলায়, কিন্তু কী যে ব্যবধান র'য়ে গেলো তাদের মধ্যে—কে যে পাথরের দেয়াল রচনা করলো মাঝখানে, ছ'পক্ষই এগুতে গিয়ে কেবল ছঃখ পেলো।

এ-কথা শুনে লীলা কেমন অস্থির হ'য়ে উঠলো—চায়ের কাপটা হাতে তুলে অকারণে একবার উঠে দাঁড়িয়ে তখুনি আবার ব'সে প'ড়ে বললো, 'চুরি করলেই কেবল চোর হয় না—চুরির যে প্রশ্রয় দেয়, চোরের চেয়ে অপরাধ তারই বরং বেশি।'

'তা হ'তে পারে'—আলস্য ভাঙতে-ভাঙতে সত্যশরণ উঠে দাঁড়ালো। —'বিকাশ কোথায় গেছে?'

'বিকাশ আমার কে যে রাতদিন বিকাশের খোঁজ আমাকেই রাখতে হবে?'—রাগে লীলা গ'র্জে উঠলো।

সত্যশরণ মৃহ্ব হেসে লীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'এই তো তুমি কত সহজে রাগ করো আর আমি কতো সহজে তা ক্ষমা করি। তাই ব'লে কি লোকে আমাকেও রাগি বলবে?'

এই কথার জবাব লীলা তক্ষুনি দিতে পারলো না, কিন্তু একটু পরে বললো, 'রাগি নাই-বা বললো, কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্রকে যে শাসন করতে পারে না—দোষ যে শুধরে দিতে পারে না, তাকেও লোকে এমন-কিছু বীরপুরুষ বলবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা',—সত্যশরণ সস্নেহে হাত বাড়িয়ে লীলাকে কাছে টেনে এনে বললো, 'এখন তুমি দরকারি কথাটা শোনো তো—তোমার বাবা আজ রাত্রে আমাকে একবার যেতে বলেছেন, তুমি যাবে নাকি ?'

এর মধ্যে দরজার ঘন নীল পরদা তুলে উঠলো এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বিকাশ এসে ঘরে ঢুকলো।

লীলা এবং সত্যশরণকে এত ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়েছিলো কিনা বলা যায় না, মুখে বললো, 'Sorry'.

কিন্তু লীলা বিদ্যুৎবেগে স'রে দাঁড়ালো সত্যশরণের সান্নিধ্য থেকে—মুখ তার টুকটুকে হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে।

'ক্ষমা করুন মিসেস সেন, আমি বড়ো অসময়ে এসে পড়লাম।'

সত্যশরণ সহাস্যে বিকাশের পিঠে হাত রেখে বললো, 'আরে তোমার ফরম্যালিটি রাখো তো'—বিকাশ যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলো, সত্যশরণের কথায় থমকে দাঁড়ালো।

লীলা সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি প্রস্তুত হ'য়ে নিইগে—তুমি বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।'

বিকাশকে যেন সে গ্রাহ্যই করলো না—বিনা সম্ভাষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে বিকাশের মুখ ছাইয়ের মতো শাদা হ'য়ে গেলো। সত্যশরণ বললো, 'বোসো, বিকাশ—ওর বাবা কী জানি কেন যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন,—একটু যেতে হবে।'

'বেশ তো, তোমরা যাও—আমাকেও একটু বেরুতে হবে।'

'এই তো বেড়িয়ে ফিরলে, এক্ষুনি আবার কোথায় যাবে হে ?'

'আছে একটু কাজ'—বলতে-বলতে সে অনুভব করলো লীলা এসে

আবার ঘরে ঢুকেছে—বললো, 'রাত্তিরেও বাড়ি ফিরতে পারবো কিনা জানিনে।'

লীলা এগিয়ে এসে বললো, 'কেন ?'

অত্যন্ত অন্যমনস্কতার ভাণ ক'রে বিকাশ চমকে ফিরে তাকালো লীলার দিকে। সে চোখের দৃষ্টিতে কী ছিলো কী জানি—হঠাৎ লীলার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো।

বিকাশ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'তোমরা ঘুরে এসো, সত্য—আমি চললুম।'

'আপনি চা না-খেয়ে যাবেন না।'

'না, দেখুন' – বিকাশ কিছু চলবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'লো, কেননা লীলা তার আদেশটা এতই যথেষ্ট মনে করলো যে বিকাশের কোনো কৈফিয়তে সে কান না-দিয়েই ঘর ছেড়ে চ'লে গেলো, আর বিকাশ নিতান্ত নিরুপায়ের মতো মুখভঙ্গি ক'রে সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু পরেই চায়ের পট্ হাতে লীলা ফিরে এসে সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাবার নিশ্চয়ই জরুরি কোনো কাজ আছে, তুমি না-হয় চট ক'রে একটু ঘুরে এসো গিয়ে।'

'তুমি তাহ'লে যাবে না ?'

'না, যাবো না তা বলছিনে, এই একটু—'

'দেরি হবে ?'—সত্যশরণের মুখ যেন শক্ত হ'য়ে উঠলো। দ্বিতীয় কথা না-ব'লে সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। সে ঘর থেকে বেরুতেই বিকাশ বললো, 'আপনি যান—আমি তো এখুনি চ'লে যাবো।'

'কোথায় যাবেন ?'

'যাবো—যেখানে হয়।'

'যেতেই হবে ?'

'যেতে হবেই।'

এ-কথার পরে দু'জনেই দু'জনের দিকে চোখ তুলে তাকালো—দৃষ্টি মিলিত রেখে বিকাশ আবার বললো, 'আপনিই বলুন—যেতে কি হবে না ?'

নীলা চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'একটু বসুন, আমি আসছি।'

নীলা শোবার ঘরে এসে দেখলো সত্যশরণ চুপ ক'রে একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। নীলার বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে উঠলো—সত্যশরণ কী ভাবছে ? আস্তে এসে সে পিঠে হাত রাখতেই সত্যশরণ চমকে উঠলো।

'কী ভাবছো ?'

'না তো।'

'নিশ্চয়ই ভাবছো।'

ম্লান হেসে সত্যশরণ বললো, 'আমার মন যদি তুমি বোঝোই তাহ'লে তুমিই বুঝে নাও না কী ভাবছি।'

'ভাবছো যে আমি বুঝি সত্যিই যাবো না—বুদ্ধি তোমার অনেক কিন্তু। ও-বাড়িতে ক'দিন ধ'রে যাই না জানো ?'

নীলার ভাবে-ভঙ্গিতে সত্যশরণ অবাক না হ'য়ে পারলো না। সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বললো, 'খুকু কোথায় ?'

'মাসিমা বেড়াতে নিয়ে গেছেন।'

সত্যশরণ ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবি টেনে গায়ে দিলো। নীলা

বললো, 'আমাকে ফেলেই যাবে ?' ম্লান হেসে সত্যশরণ বললো, 'আমি নিয়ে যাবার কে ?'

'সত্যি, তুমি যেন কী !' একটা লীলায়িত ভঙ্গি ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললো, 'আমি আসছি, যেয়ো না কিন্তু।'

বিকাশের তখনো চা খাওয়া শেষ হয়নি—লীলাকে দেখে বললো, 'কী, যাচ্ছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু—অনেকদিন যাই না।'

'আমি কিন্তু সত্যি আজ রাত্তিরে এখানে খাবো না।'

'শোবেন তো ?'

'তাও বলতে পারি না।'

'দেখুন—ব'লে গেলুম ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই।'

বিকাশ লীলার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এ কি দেবীর আদেশ নাকি ?'

'আদেশ উপদেশ জানিনে—যা বললুম তা যেন করা হয়।' এর পরে লীলা আর দাঁড়ালো না।

১১

লীলা আর সত্যশরণ চ'লে যেতেই বিকাশ নিজের ঘরে এসে অস্থির-ভাবে পায়চারি করতে লাগলো। বিবেকের কাছে এই প্রথমবারের জন্ম তার নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে হ'লো। লীলা মজেছে, কিন্তু মজালো কে? ক্রমাগত সে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো সত্যশরণের কথা। যে-মানুষ লক্ষজনের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সে? হঠাৎ কেমন একটা সমবেদনায় তার মন ভরে গেলো। হঠাৎ যেন নিজেকে বড়ো অসহায়, বড়ো ছোটো মনে হ'লো তার। লোকটা যে সত্যি কত ভালো, কত মহৎ সে কথাতো সে জানে? মনে মনে বিকাশের নতুন ক'রে সত্যশরণকে ভালোবাসতে ইচ্ছে গেলো। কিন্তু লীলার প্রতি আকর্ষণও তার কম নয়। সত্যশরণ যে নিজের স্ত্রীকে নিজের দিকে ফেরাতে পারে না সে দোষ কি তার? অমন সুন্দর পদ্মের মতো মেয়ে—সে-মেয়ে যদি তাকে ভালোবাসে সে তা

প্রত্যাখ্যান করবে এত বড়ো মূঢ়তারও অর্থ হয় না। —বিকাশ নিজের মনে-মনে নানারকম যুক্তিতর্ক ক'রে নিজের বিবেককে শান্ত করতে লাগলো, তারপর একসময়ে নিজের অসুখ ব'লে আরো পনেরো দিনের ছুটির একখানা দরখাস্ত লিখতে বসলো।

মাসিমা কোনোদিনও বিকাশের ঘরে আসেন না—প্রথম-প্রথম একটু-আধটু আদর-আপ্যায়ন করতেন, কিন্তু আজ প্রায় পাঁচদিনের মধ্যেও সে মাসিমাকে চোখে দেখতে পায়নি। দরখাস্তখানা লিখে উঠে দাঁড়াতেই দেখলো, মাসিমা এসে সত্যশরণের মেয়ের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন তার পিছনে। 'কী, মাসিমা?' সহাস্যে বিকাশ নিতান্ত অমায়িকভাবে এগিয়ে এলো মাসিমার কাছে। সত্যশরণের মেয়েকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে বললে, 'কী রে দুষ্টু, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

মাসিমা বললেন, 'ওরা কোথায় গেছে?'

'সত্যশরণ তো বললো ওর শ্বশুর নাকি ডেকে পাঠিয়েছেন।' মাসিমা কী যেন বলতে এসেছিলেন কিন্তু কেবলি তিনি ঢোঁক গিলতে লাগলেন। বিকাশ চালাক লোক—মাসিমা যে তাকে বিশেষ ভালো চোখে দেখছেন না আজকাল, এটা সে বুঝতে পেরেছে—লীলার সঙ্গে মেলামেশায় যে তাঁর অনুমোদন নেই এও সে জানে—অত্যন্ত বিনীতভাবে সে মাসিমাকে নানারকম অভ্যর্থনা ক'রে সত্যশরণের মেয়েকে আদর ক'রে ক'রে তাঁর মন জোগাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

খুকু বললো, 'বাবাল্ কাছে যাবো ঠাকুমা।'

'বাবাল্ কাছে যাবি?'—বিকাশ ওকে বুকে নিয়ে বললো, 'চল নিয়ে যাই—মাসিমা, একে একটু নিয়ে যাই বাইরে?'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার একটা কথা ছিলো।'—মাসিমা অনেক চেষ্টা ক'রে বললেন কথাটা।

বিকাশ চমকে উঠলো, মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নির্বোধের মতো।

মাসিমা বললেন, কিছু মনে কোরো না— লীলার না হয় বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, তাই ব'লে বুদ্ধিমান মানুষ হ'য়ে তুমিও কি ওর সঙ্গে নির্বোধের মতো ব্যবহার করবে? তুমি তো জানো যে, ও একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, ভদ্রলোকের মেয়ে।'

বিকাশের ফর্শা মুখ টুকটুকে হ'য়ে উঠলো নিমেষে। চট ক'রে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললো, 'আপনি কী বলতে চান মাসিমা? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়, বাবা—এখন শান্তি অশান্তির কথাতেই দাঁড়িয়েছে। সত্যশরণ যখন তোমার বন্ধু, তুমি তাকে অবশ্যই চেনো। তার মধ্যে পাপ নেই, দোষ নেই, কারো দোষও সে দেখতে পায় না। তার চোখে ধুলো দেয়া অতিশয় সহজ এ-কথাও বোধ হয় তুমি বোঝো।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, মাসিমা—যদি অজ্ঞাতে দোষ ক'রে থাকি—আমাকে ক্ষমা করুন।' বিকাশের মুখে একটা কারুণ্য ফুটে উঠলো।

মাসিমার কোমল মন ভিজতে সময় লাগে না—বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দুঃখ বোধ করলেন। ঘরের শত্রুই বিভীষণ, তিনি আর দোষ দেবেন কাকে। গলার স্বর নরম ক'রে বললেন, 'না, দোষ নয়, তবে একটু বিবেচনা ক'রে চোলো, এই আমার ইচ্ছা। দ্যাখো, আজকালকার মানুষ তো নই আমি—স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশায় আমি

অভ্যস্ত নই—আজকালকার ছেলেমেয়েদের ঠাট্টা-তামাশা আমার ভালো লাগে না।'

দুপুরবেলার কথা যে মাসিমার কানে গেছে, এ-কথা হঠাৎ মনে হ'লো বিকাশের।

এদিকে মাসিমাও খুকুকে দেখতে না-পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন।

মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বিকাশ টেবিলের কাছে গিয়ে টুকরো-টুকরো ক'রে দরখাস্ত খানা ছিঁড়ে ফেললো, তারপর ব্র্যাকেট থেকে একটা জামা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

এ-রাস্তায় ও-রাস্তায়,—পার্কে—ট্র্যামে এই ভাবে ঘুরে-ঘুরে রাত যখন প্রায় সাড়ে-ন'টা, হঠাৎ সে ঢুকে পড়লো চৌরঙ্গিপাড়ার এক সিনেমায়।

এদিকে লীলা পিত্রালয় থেকে ফিরে এসেই দেখলো বিকাশ বাড়ি নেই—আত্মসম্মানে ঘা লাগলো তার। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে খাওয়া-দাওয়াও শেষ করলো—শুতেও গেলো তবুও বিকাশ ফিরে এলো না। সত্যশরণ বললো, 'ব'লেই তো ছিলো আজ সে রাত্তিরে কোথায় যাবে।' লীলার চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে আবার বললো 'বিকাশ তো ছেলেমানুষ নয়, লীলা—ভয় নেই, ও হারিয়ে যাবে না।'

লীলা চটে উঠলো এ-কথায়, 'বাজে বকা তোমার বদভ্যাস—বিকাশ তোমার বন্ধু, আমার নয়।'

'তা কিন্তু মনে হয় না'।

'কী মনে হয় ?'—বিছানা থেকে উঠে বসলো লীলা। তার 'যুদ্ধং দেহি' মূর্তিতে সত্যশরণ চুপ ক'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে

করেছিলো, কিন্তু কী জানি কেন সে হঠাৎ ব'লে ফেললো, 'মনে হয়, আমিই বিকাশ আর বিকাশই সত্যশরণ।'

কথাটা ব'লে ফেলেই সত্যশরণ সভয়ে একটা সাংঘাতিক জবাবের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো। লীলা কিন্তু এ-কথার জবাব দিলো না—সত্যশরণের উপর রাগ করা উচিত ছিলো তাও সে করলো না—চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে যেন কথাটা উপলব্ধি করতে লাগলো। সত্যশরণ অস্পষ্ট আলোতে লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি মমতা বোধ করলো। কঠিন কথা বলা তার স্বভাব নয়, বিশেষত লীলাকে। অথচ আজ দু'তিন দিন থেকে তার মনের মধ্যে যেন কেমন করছে, ইচ্ছে করে রাগারাগি করতে, কাউকে খুব কঠিন কথা বলতে। কতক্ষণ পরে আস্তে সে লীলাকে টেনে কাছে এনে সমস্ত শরীরে গভীর ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে দিলো।

পরের দিন খুব সকালেই লীলার ঘুম ভেঙে গেলো। কেন ভাঙলো, কী আশায় ভাঙলো, তার একটা অস্পষ্ট কারণও যেন সে খুঁজে পেলো মনের মধ্যে। অমনি নিজের উপর তার ঘৃণা হ'লো—রাগ হ'লো—ছি, এটা সে কী করছে। তার স্বামী দরিদ্র হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর মতো মহৎ তো বিকাশ নয়? তবু বিকাশের উপর তার এ কি দুর্দমনীয় আকর্ষণ! মনকে সে বিবেকের শাসনে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো, কিন্তু এ-নেশা বড়ো নেশা—এখানে ধর্ম নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই—কেবল টেনে নিয়ে যায়—জলের ঘূর্নিতে পড়লে মানুষ যেমন কেবলই তলিয়ে যায়। ছোটো খাটে শুয়ে তখনো খুকু অঘোরে ঘুমুচ্ছে—লীলা ঝাপটে তাকে কোলে তুলে নিলো—বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে-ধ'রে অস্পষ্ট গুঞ্জনে বলতে লাগলো, 'সোনা রে, রক্ষা কর তোর মা-কে—তোর

ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখ।' হঠাৎ তার কান খাড়া হলো। বাইরে কে কড়া নাড়ছে না? খুকুকে শুইয়ে সে ত্রস্তা হরিণীর মতো উঠে দাঁড়ালো, তারপর ছুটলো ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে।

দরজার বাইরে বিকাশকে দেখেই অভিমানে তার মুখ থমথমে হ'য়ে উঠলো, চোখে চোখ পড়তেই চোখ নিচু করলো। বিকাশ এই অভিমানের ভাষা জানে, মৃদু হেসে বললো, 'কী হয়েছে? অতো বিষণ্ণ কেন?'

লীলা জবাব দিলো না। বিকাশ দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে থেকেই হাত জোড় ক'রে বললো, 'শুনুন—কালকে আপনার আদেশ যে রক্ষা করিনি সেজন্যে কিন্তু আমি দায়ী নই, আমার এতখানি সাহস নেই যে আপনার কথা অমান্য করবো।' এবার লীলা চোখ তুললো। বিকাশ হেসে বললো, 'ঠিক জানি সে-জন্যে ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু যাই বলুন, আপনার কাছে লাঞ্ছিত হবারও যে যোগ্যতা আমার আছে সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না-জানিয়ে পারছিনে।'

'কথায় আপনি সকলের ওপরে—নিন, দয়া ক'রে এবার ভিতরে আসুন।'

বিকাশ দরজা বন্ধ ক'রে লীলার পিছনে-পিছনে বসবার ঘরের দিকে আসতে-আসতে বললো, 'কেউ ওঠেনি?'

'এটা কি কারো উঠবার সময়?'

'কেন, আমি আর আপনি কি কারুর মধ্যে গণ্য নই?'

'বর্তমানে নয়।' ব'লেই লীলা ফিরে তাকালো বিকাশের দিকে—বিকাশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে বললো, 'বর্তমানটাই ভবিষ্যতের প্রতিনিধি কিন্তু।'

লীলা জবাব না দিয়ে সরে এসে বললো, 'বসুন, কালকে ছিলেন কোথায় ? আর এত ভোরেই বা এলেন কেমন ক'রে ?

'ছিলুম এক বন্ধুর বাড়ি, আর এলুম মনের পাখায় ভর ক'রে।'

'মনের যদি পাখাই ছিলো তবে সে-পাখা কাল রাত্তিরে ওড়েনি কেন ?'

'মনের যেমন পাখাও আছে, মনের তেমন খাঁচাও আছে—বেশির ভাগ সময়েই তো মনকে খাঁচায় তালাবন্ধ ক'রে রাখি—ঝটপট ক'রে-ক'রে কত ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবু কি খুলতে পারি খাঁচার মুখ ?'

লীলার কর্ণমূল আরক্ত হ'য়ে উঠলো—বিকাশ বললো, 'দেখুন, পাখি হ'লেই তার নজর থাকে ভালো ফলের দিকে—কিছুতেই এ-কথা ভেবে সে ক্ষান্ত হয় না যে এ-ফল অন্যের বাগানের।'

'বিকাশবাবু'—লীলা ঈষৎ রুষ্টস্বরে বললো, 'ভুলে যাবেন না যে পাখি মানুষ নয়।'

'মানুষও তো পাখি নয়, লীলা দেবী, তাই তো সমাজের এই কড়া বাঁধুনিতে মাথা খুঁড়ে মরি।'

'বাঁধন একটু কড়া থাকাই ভালো—আজকাল এতদিনকার বাঁধন ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে এমন একটা জায়গায় এসেছে যে একটু টানলেই ছেঁড়বার সম্ভাবনা, তাই না আপনি এতখানি কথা আমাকে অনায়াসেই ব'লে যেতে পারলেন।'

লীলার কথায় বিকাশ অবাক হ'য়ে গেলো। চুপ ক'রে থেকে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চা হ'লে আমাকে ডাকবেন—আমি ঘরে আছি।' যেতে-যেতে একটু থেমে পেছন ফিরে লীলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখুন, আজ দশটার মধ্যে আমার এক

বন্ধুর ওখানে যেতে হবে—অত শিগ্‌গির বোধ হয় আপনাদের রান্না হবে না, না?'

'কেন, বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে কেন?'

'দেখা করতে—আজ তুফান মেলেই তো আমি চ'লে যাবো।'

'তাই নাকি? এটা আবার কখন ঠিক হ'লো? এইমাত্র বোধ হয়।'

বিকাশ আর কথা বললো না—কেবল লীলার চোখের উপর দু'বার চোখ ফেলে গম্ভীর মুখে চ'লে এলো নিজের ঘরে।

কালকে রাত জাগবার কোনো চিহ্ন এখনো মুখে অবশিষ্ট আছে কিনা সেটাই সে সর্বাগ্রে আয়না দিয়ে দেখতে লাগলো। এখানে আসবার আগে সে যথেষ্ট ফিটফাট হ'য়ে এসেছিলো কোনো এক সেলুন থেকে—গালে এতটুকু দাড়ি নেই—ঘাড়ে এতটুকু বাড়তি চুল নেই, একেবারে পরিপাটি পাউডর মাখা মুখ। তবুও চোখের কোলটা যেন ব'সে গেছে। শরীরটাও ক্লান্ত লাগছিলো—আয়নাটা রেখে সে জুতোসুদ্ধ পা নিয়েই বিছানার উপর কাৎ হ'লো। খানিক পরেই চা এলো ঘরে,—চা খেতে-খেতে বিকাশ মনে করলো, এই ভালো হ'লো, ওদের সঙ্গে গিয়ে একসঙ্গে চা খেলে সত্যশরণের মুখোমুখি তো বসতে হতো? চা খেয়ে সে আবার শুয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো তার লীলার ডাকে। তাকিয়ে দেখলো রোদে ভ'রে গেছে ঘর। হাসিমুখে লীলা বললো, 'চমৎকার।'

ঘুম-জড়ানো চোখে বিকাশকে বড়ো সুন্দর দেখালো। গৌরবর্ণ মুখে ঘুমের আমেজ—বড়ো-বড়ো ঈষৎ লাল চোখে যে কত স্বপ্ন মাখা—লীলা মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো বিকাশের দিকে। হাই তুলে উঠে

বসতে-বসতে বিকাশ বললো, 'ঈস, এ যে দেখছি অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।'

'বেলার তো বড়োই অপরাধ।'

'বেলার অপরাধ বলছি না তো—অপরাধ সব আমারি।'

'ও বাবা'—লীলা অন্তরঙ্গভাবে হেসে বললো—'রাগ হয়েছে দেখছি।'

'কেন? রাগ দেখলেন কোথায়?'

'একেও যদি রাগ না বলি—উঠুন—চানটান নেই? আজ তো দশটার সময় যাওয়া হ'লো না বন্ধুর বাড়ি—তুফান মেলটাও বোধ হয় মিস্ করবার ইচ্ছে আছে।'

'ইচ্ছেটা সময়মতোই দেখানো ভালো। সত্যশরণ কোথায়? কলেজে চ'লে গেছে?''

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করলে যে তাঁর চাকরি থাকে না।'

বিকাশ হাসলো। ও-ঘর থেকে লীলা মাসিমার গলা পেয়ে আর দাঁড়ালো না, যেতে-যেতে বললো, 'আপনি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন—আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

মাসিমা বোধ হয় এ-দিকে আসছিলেন, লীলাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'কোথায় ছিলে?'

'বিকাশবাবুকে চান করতে বলছিলাম।'

'বিকাশবাবুকে চান করতে বলবার জন্য বাড়িতে কি লোকের অভাব? লীলা, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ—আমার কথা শুনলে তোমার ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। তুমি এ-রকমভাবে ঐ ছেলেটির সঙ্গে মেলামেশা কোরো না।'

লীলা চুপ ক'রে শাশুড়ির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'মেলামেশা কার সঙ্গে করবো না করবো, তাও কি আপনি ব'লে দেবেন?'

মাসিমা স্নেহভরে লীলার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া—আমি বলতে পারি বই কি। তুমিও নিজের মনে বিবেচনা ক'রে দেখো।'

'আপনাদের মনে যদি এত কালি ছিলো তবে আমাকে বললেন না কেন আগে থেকেই আমি অন্তঃপুরচারিণী হ'য়ে থাকতুম। এখন তো তা আর সম্ভব হয় না।'

'তুমি অনর্থক রাগ করছো, লীলা—তুমি এ-কথা সর্বদাই মনে রেখো আমি তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর আমার বয়স তো অনেক হ'লো—অভিজ্ঞতাও তোমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি।' লীলা আর কথার জবাব দিলো না, নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

সত্যশরণের বেলা দুটো অবধিই ক্লাশ ছিলো—বাড়ি ফিরে এসে সে দেখলো মেয়ে নিয়ে লীলা পিত্রালয়ে গেছে। মাসিমার খোঁজ করবার আগেই তিনি এ-ঘরে এলেন—তাঁর চোখমুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ। সত্যশরণ জামা-কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বললো, 'ওরা কোথায়?'

মাসিমা বললেন, 'বাপের বাড়ি গেছে।'

'কেন?'

'কেন আবার কী—কখনো কি যায় না?'

'আজকাল কম যায় ব'লে বলছিলাম।'

মাসিমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'রাগ করেছে আমার উপর।'

সত্যশরণ পিছন ফিরে প্যাণ্ট ভাঁজ করছিলো—এ-কথায় সে ফিরে দাঁড়ালো—'আবার কী হ'লো তোমাদের ?'

'হয়েছে কিনা সে-কথাটা আমিও ভালো জানি না, কেননা তোমার বৌর কাছে আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি যাতে তিনি রাগ ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে যেতে পারেন।'

'আর ভালো লাগে না।'

মাসিমা বললেন, 'ভালো তোমার আরো অনেক লাগবে না—এ তো সবে সূত্রপাত। আমি বলছি, সত্য—ভালো চাও তো বাড়ি থেকে ও-আপদ তুমি বিদায় ক'রো।'

'কী বলছো তুমি ? কার কথা বলছো ?' সত্যশরণ অত্যন্ত বিরক্ত-ভাবে মাসিমার মুখের দিকে তাকালো।

'বিরক্তই হও, আর যাই হও —আমি একটা আপদ যদ্দিন আছি, তদ্দিন ভালোমন্দ না ব'লে পারবো না। বিকাশকে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

এ-কথায় সত্যশরণের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। ঢোঁক গিলে বললো, 'কেন—কী হয়েছে ?'

'এখনো কিছু হয়নি, কিন্তু হ'তেও দেরি নেই।'

'যাও, যাও—' অস্বাভাবিক জোরে সত্যশরণ ব'লে উঠলো।

মাসিমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, 'এর চেয়ে বেশি আর আমি কী বলবো, এখন তোমার বুদ্ধি আর ঈশ্বরের ইচ্ছা।' ব'লেই তিনি দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন। হাতের প্যাণ্ট হাতেই রইলো, হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সত্যশরণ কী ভাবতে লাগলো। আরো কতক্ষণ সে এ-ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতো বলা যায় না,

বিকাশের ডাকে সে চমকে উঠলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিকাশ বললো, 'সত্য, আমি আসতে পারি?'

'এসো', সত্যশরণ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো দরজার দিকে। ঘরে এসেই বিকাশ বললো, 'আমি ভাই আজই যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে তো দেখাশোনা হয়ই না মোটে, আমি যখন কাজে যাই তুমি থাকো বাড়িতে, আর আমি এলেই তুমি ছোটো কলেজে।'

বিকাশ একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

সত্যশরণের মনে হ'লো বিকাশ বোধ তাদের কথাবার্তা শুনেছে, মাসিমার কাণ্ড—লজ্জায় যেন সে ম'রে গেলো। বাড়িতে একজন অতিথি এলে তাকে যোগ্য সমাদর করাই ভদ্রতা—লীলাদের শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরকম—তাই মাসিমার চোখে যেটা বেমানান মনে হয় সেটাই হয়তো তাদের ভদ্রতার রীতি। নিত্যান্ত অপরাধীর মতো মুখ ক'রে বললো, 'আজই যাবে? কেন?'

'বা, যেতে হবে না? কতদিন থাকলাম—এবার যাওয়াই দরকার।'

'তোমাকে কিছু যত্ন-আদর করা গেল না—আমি তো জানোই সামাজিকতা একেবারেই জানি না, আমার স্ত্রী আশা করি—' এটুকু বলতেই সত্যশরণের গলা যেন হঠাৎ আটকে গেলো।

বিকাশ হেসে বললো, 'নাঃ, তুমিও শেষে ফরম্যালিটি আরম্ভ করলে দেখছি,—' সত্যশরণের দু'হাত জড়িয়ে ধ'রে সে বললো, 'নাথিং, নাথিং—খুব ভালো ছিলাম, খুব সুখে ছিলাম—মনে-মনে এখন এই-ই বলছি যে তোমার উপর যেন আমার চিরদিন কৃতজ্ঞতা থাকে—মনে নেই, হস্টেলে থাকতে আমার একবার অসুখ করেছিলো, আর তুমি—

'থাক থাক'—সত্যশরণ নিজের প্রশংসা শুনতে হবে ভেবেই তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললো, 'আজকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?'

থাকবার ইচ্ছে বিকাশের পুরোমাত্রায়, কিন্তু বিবেকের কাছে তো একটা কৈফিয়ৎ আছে? আর সত্যশরণের মুখের দিকে তাকালে তার সত্যিই নিজেকে একটা পশু মনে হয়। তবু সে লোভ দমন করতে পারলো না। একটু ইতস্তত ক'রে বললো, 'পারি না এমন নয়, তবে কী দরকার।'

যে-মুহূর্তে বিকাশ এ-কথা বললো সেই মুহূর্তে সত্যশরণের মনটা ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেলো। অথচ ভাবতে গেলে এর তো কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। যখন সে বিকাশকে থাকবার জন্য অনুরোধ করলো তখন যে সে নিছক ভদ্রতার জন্যেই বলেনি এ-কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি তার মনের তলায়ও মাসিমার মনটাই বাসা বেঁধেছে? মুখখানা বিষণ্ণ হ'য়ে গেলো তার। বিকাশ সে-মুখ লক্ষ্য করলো কিনা বোঝা গেলো না, তক্ষুনি বললো, 'আজকেই যাবো—মন করেছি যখন চ'লেই যাই।'

অসম্ভব ব্যাকুলভাবে সত্যশরণ বিকাশের হাত চেপে ধ'রে বললে, 'না, না, আজকের দিনটা থেকে যাও।'

'আশ্চর্য মানুষ তুমি—' বিকাশ কথাটা ব'লেই নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললো, 'আমি উপরে আমার ঘরে চললুম। তুমি যখন চা খাবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, কেমন?' খানিক গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, 'আচ্ছা, সত্য, তোমার মেয়ের কোনো নাম রাখোনি কেন? চিরদিন ও খুকু থাকবে নাকি।'

'তুমি রাখো না একটা নাম?'

'আমি রাখবো? অত বড়ো পণ্ডিত বাপের মেয়ে—তার নাম রাখবো নাকি আমি?'

'উঁহু'—সত্যশরণ মাথা নেড়ে বললো, 'পণ্ডিত মানুষের মগজটা বেশি ভালো থাকে না, স্ত্রী--কন্যার যোগ্য হবার ক্ষমতা তাদেরই সবচেয়ে কম।'

কথাটায় বিকাশ একটু যেন ধাক্কা খেলো, কিন্তু সামলে নিয়ে বললো, 'শকুন্তলার মতো একটা সুন্দর নাম আমি তো আর দেখিনে, বেশ ছোটো করে কুন্তলাও ডাকা যায়—চমৎকার! রাখো না নামটা।'

'বেশ তো!' অকৃত্রিম উৎসাহে সত্যশরণ বললো, 'খুব ভালো নাম—আমারো এ-নামটা খুব পছন্দ। তাছাড়া লীলার সঙ্গে কুন্তলা তো চমৎকার শোনাবে। অনেক ধন্যবাদ, বিকাশ।'

'ভালো কথা—সত্য, আজ কিন্তু বিকেলে বেরিয়ে যেয়ো না—এক সঙ্গে একটু ফুর্তি করা যাবে।'

'আজ? বিকেলে? কেন, কী করবে?'

'এই একটু সিনেমা-টিমেমা। নতুন ফিল্ম-টিল্মের খোঁজ রাখো নাকি?'

সত্যশরণ হেসে বললো,' 'ও বালাই আমার নেই ভাই। নিতান্ত ভালো কিছু না হ'লে'—

'তোমার স্ত্রীও যান না?'

'কেমন ক'রে যাবেন—সঙ্গী বলতে তো এই একটামাত্র আমিই।'

'যেতে চান না?'

'চান বই কি—কিন্তু কী করবো, বলো তো, ও আবার বাংলা ছবির

পোকা আর আমি পৃথিবীর সব কষ্টের মধ্যে ব'সে-ব'সে বাংলা ছবি দেখবার কষ্টটাই মারাত্মক মনে করি।'

'তাই ব'লে'—

'আমার খুব অন্যায় স্বীকার করি কিন্তু আমার এও ইচ্ছে নয়, বিকাশ, যে লীলার ও-সব ভালো লাগে।'

'যা, যা,'—বিকাশ হেসে বললো, 'এ তোমার বাড়াবাড়ি। আজ চলো যে-কোনো একটায় ঢুকে পড়া যাবে'খন—আরে ত্যাখো না ওরা কী করছে, দেশটা তো ব'সে নেই, নিশ্চয়ই এগিয়েছে অনেক।'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'আচ্ছা দেখা যাবে'খন—'

বিকাশ উঠে এলো নিজের ঘরে।

দোতলার ফ্ল্যাট—তেতলায় ছোটো একখানা ঘর—মাত্র একখানাই, এবং ঐ ঘরখানাতেই বিকাশ থাকে। ঘরে এসেই সে আড়মোড়া ভেঙে একটা চেয়ারে বসলো—যাওয়াটা যে স্থগিত হ'লো এবং তা যে একান্তই সত্যশরণের ইচ্ছায় এ-কথাটা ভেবে মনে-মনে সে খুব আরাম পেলো এবং একটু পরেই চেয়ারে ব'সেই তার চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

১৩

বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সত্যশরণের মাথায় যত রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। বেড-কভারে ঢাকা খাটটার উপর আধোশোয়া অবস্থায় হাতে মাথার ভর রেখে একটা বইয়ে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো বটে, কিন্তু একটা অক্ষরও তার মগজে ঢুকলো না। রাগ হ'লো তার মাসিমার উপর—বুড়োমানুষদের কি মাথা খারাপ হ'য়ে যায়? তিনি কী বলতে চান? তিনি কি সন্দেহ করেন লীলাকে? আর সেই সন্দেহের বীজ তিনি ঢোকাতে চান তার মাথায়? ছি-ছি, এর চেয়ে যে মৃত্যু ভালো। যদি লীলা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে এ-কথা, কী ভাববে সে? কত কষ্ট হবে তার! লীলার কষ্ট হবে ভাবতেই তার মনটা বেদনায় ভ'রে উঠলো। ঘন ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের তলায় শাদা ধব্‌ধবে কপাল—পদ্মের মতো অপরূপ মুখ—কী সুন্দর—হঠাৎ সত্যশরণ উঠে দাঁড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবিটা টেনে গায়ে দিলো এবং জুতোর মধ্যে পা গলাতে-গলাতে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মাসিমা।'

ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি এক কাপ চা নিয়ে ঘরে এলেন—আরেকটা প্লেটে সামান্য কিছু খাবার। নামিয়ে রেখে বললেন, 'এ কী, বেরুচ্ছিস নাকি?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

একটু লজ্জিত মুখে সত্যশরণ বললো, 'খুকুদের নিয়ে আসি।'

'চা-টা খেয়ে যা।'

'দাও—' অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সে চায়ের কাপটি শূন্য ক'রে বললো, 'খাবার-টাবার রেখে দাও এখন, এক্ষুনি আসবো—এসে খাবো।'

মাসিমা গম্ভীরদৃষ্টিতে একবার তাকালেন ছেলের মুখের দিকে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আনন্দবাবু বসবার ঘরে ব'সে-ব'সেই বই পড়ছিলেন, সত্যশরণকে ঢুকতে দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন—'এসো, এসো, তোমাকে তো দেখতেই পাইনে।'

মাথা নিচু ক'রে সত্যশরণ বললে, 'সময়ই পাইনে মোটে—আজ এই শনিবারটাই যা কিছু কম কাজ।'

'ঈস্! কী খাটুনি ছাখো তো—ক'টা টিউশনি করো তুমি?' জামাইয়ের কষ্টটা আনন্দবাবুর মুখেই যেন ফুটে উঠলো।

সত্যশরণ বললো, 'তিনটে।'

'তিনটে?'—আনন্দবাবু আঁৎকে উঠলেন—একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এ-ভাবে ক'দিন চালাবে তুমি? শরীরটা তো দেখতে হবে? আর আমি কি তোমার কেউই নই?'

শেষের কথাটা এমন ক'রে বললেন, যে সত্যশরণের দস্তুরমতো মমতা হলো আনন্দবাবুর জন্য। বললো, 'এ আপনি কী বলছেন, আপনি ছাড়া আমার সত্যিই তো কেউ নেই। আমার বাবা বেঁচে থাকলেও হয়তো আমি এর চেয়ে বেশি মনে করতুম না।'

'তা হ'লে একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে—না বলতে পারবে না তুমি—' আনন্দবাবু সত্যশরণের দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। সত্যশরণ বললো, 'আপনি আদেশ করলে আমি তো তা অমান্য করতে পারিনে।'

'তবে তুমি আমাকে এই অনুমতি দাও আমার জমিটা তুমি নেবে এবং বাড়িটা আমি তোমার নামে তুলে দেব।'

'বেশ তো। লীলা যদি রাজি হয়—'

'নিশ্চয়ই, এতে আবার লীলার মতামতের কথা ওঠে নাকি?'

আনন্দবাবু উৎসাহে ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে-বেড়াতে বললেন, 'ছোটো বাড়ি—এই ধরো খান ছ'য়েক ঘর—একখানা বড়ো ঘর তোমাদের শোবার—আর একখানা ছোটো তোমার স্টাডি—দু'খানা, আর একখানা বেয়ানঠানকুরুনের হ'লো তিনখানা, একখানা দিদিমণির খেলাধুলো করবার, আর দু'খানার মধ্যে একটা খাবার ঘর আর একটা বসবার—কেমন হ'লো তো? পছন্দ হলো?' ব'লেই তিনি টেবিল থেকে কাগজ-কলম তুলে নিয়ে সত্যশরণের দিকে না-তাকিয়েই প্ল্যান আঁকতে বসলেন—'এই যে, এই যে, এইখানা হ'লো শোবার, এইখানা হ'লো স্টাডি—বলতে-বলতে তিনি সত্যশরণের দিকে তাকিয়েই চুপ ক'রে গেলেন।

সত্যশরণ ইতস্তত ক'রে বললো, 'আমি বলছিলাম কী, লীলাকে—'

'লীলার জন্যে ভাবছো কেন?' আনন্দবাবু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন

সত্যশরণের দিকে। সত্যশরণ বুঝলো আনন্দবাবু ঈষৎ উত্তেজিত হয়েছেন, আর কথা না কেটে বললো, 'তা হ'লে আপনার খুশিমতোই সব হবে।'

ইতিমধ্যে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি লীলার মা। বোধ হয় জামায়ের গলা পেয়েই তিনি উঠে এসেছেন, তবুও আশ্চর্য হ'য়ে বললেন 'ও মা, সত্যশরণ যে, কখন এলে?' তারপরেই একটু হেসে স্বামীকে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'তুমিও যেমন! পড়েছো শ্বশুরের খপ্পরে, আর কি তোমার সাধ্য আছে নাকি উঠে যাবার! চলো, ভিতরে চলো।' আনন্দবাবু বললেন, 'কেন? কেন যাবে ভিতরে? ভিতরে কী আছে—তোমাদের সঙ্গে কথা ব'লে কোনো আরাম হয় মানুষের?'

'একটুও না'—স্বামীকে আর গ্রাহ্য না ক'রে তিনি জামাইকে নিয়ে এলেন শোবার ঘরে। চেঁচিয়ে ডাকলেন 'খুকু, তোর বাবা এসেছেন!' —বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে খুকু ছুটে এলো এ-ঘরে, ঝাঁপিয়ে সে মুখ লুকোলো সত্যশরণের দুই হাঁটুর মধ্যে। সত্যশরণ ওকে বুকের মধ্যে জাপটে তুলে নিলো—দুই গালে চুমু খেয়ে বললো, 'তুমি যে আমাকে ফেলে চ'লে এসেছো?'

'আমি বুঝি, মা'ই তো আমাকে নিয়ে এলেন।'

'তুমি এলে কেন? বলতে পারলে না আমি যাবো না বাবাকে ফেলে।'

'আর আসবো না—কেমন?' কেমনটা বলতে গিয়ে একদিকের ঘাড়টা সে এত সাংঘাতিক নিচু করলো যে সত্যশরণ আর লীলার মা দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

লীলার মা বললেন, 'না বাপু, তোমার মেয়ে বড়ো বেইমান, আমি যে এত করি আমার নামটিও করবে না, ওদিকে বাপের কথা বললেই

মুখে আর হাসি ধরে না। দুষ্টু!' সজোরে উনি খুকুর গাল দুটো টিপে দিলেন। 'তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।'—জামাইকে বসতে ব'লেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই লীলা এসে দাঁড়ালো। সত্যশরণ একবার চোখ তুলে তাকিয়েই আবার ঘুরিয়ে নিলো চোখ। নীলাম্বরী শাড়ি পরেছে, চুল মেলে দিয়েছে পিঠ ভ'রে—এটা একটা অভিনব সাজ নয়, কিন্তু লীলার দিকে তাকিয়ে সত্যশরণ মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'বাড়ি যাবে না?'

'আজ আমি এখানে থাকবো।' লীলার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে সত্যশরণ বললো, 'বাড়িতে অতিথি, তোমার কি ভালো দেখায় এখানে থাকাটা?'

'অতিথি যদ্দিন আছেন তদ্দিন আমি এখানেই থাকবো।'

'কী যে ছেলেমানুষি করো।' সত্যশরণ কাছে এগিয়ে এলো। লীলা খুকুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'খুকু, তুমি বাইরে গিয়ে খেলা করো—' খুকু নিতান্ত অনিচ্ছায় বাবার কোল থেকে নেমে চ'লে গেলো। লীলা দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে বললো, 'ছেলেমানুষি বলো আর যাই বলো, মোট কথা, তোমার বন্ধু থাকতে আর আমি ও-বাড়ি যাবো না।'

'কেন যাবে না?'

'না।'

'শোনো'—সত্যশরণ বললো, 'এ-রকম যদি করো তা হ'লে আমি ভয়ানক কষ্ট পাবো। আর, আমাকে তুমি সত্যিই কি কষ্ট দিতে পারো কখনো?'

হঠাৎ লীলার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো, মাথা ঝেঁকে বললো, 'আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না, আমার না-যাওয়াই ভালো।'

'মাসিমা বুড়োমানুষ, তাঁর উপর কি আমাদের রাগ করা উচিত?' ওঁদের সময় ছিলো অন্য রকমের, ওঁদের মনও তো অন্য রকমের হবে? তুমি কি বোঝো না—তুমি কি অবুঝ হ'য়ে যাবে?'

লীলা চোখ তুলে সত্যশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলো সেখানে কে জানে কী, সহসা দু'চোখ বেয়ে তার কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়লো। সত্যশরণ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'সোনা, লক্ষ্মী, কে তোমাকে কাঁদিয়েছে? তুমি কাঁদলে কি আমি সইতে পারি?'

লীলা চুপ ক'রে রইলো।

'আর রাগ নেই? বলো—মাসিমাকে তুমি ক্ষমা করেছো।'

বিষণ্ণ মুখে লীলা বললো, 'ক্ষমা আমি কাকে করবো, নিজেই আমি ক্ষমার অযোগ্য।'

এত বিনীত, এত সুন্দর কথা লীলা কখনোই বলে না কিন্তু, কয়েকদিন ধ'রেই সত্যশরণ লক্ষ্য করছে লীলা যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে, তার কথা, তার ব্যবহার সবই যেন অন্য মানুষের মতো। সত্যশরণ আজকের এই ব্যবহারও আশা ক'রে আসেনি—একটা আসন্ন ঝড়ের জন্যই সে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন অনুভব ক'রে কতক্ষণ পর্যন্ত সত্যশরণ কোনো কথা বলতে পারলে না। একটু পরে বললো, 'যে জানে সে ক্ষমার যোগ্য নয় সেই তো সবচেয়ে ক্ষমার যোগ্য। স্বীকৃতির মতো পুণ্য কি আর আছে।

'স্বীকৃতি! কিসের স্বীকৃতি?'—লীলা আঁৎকে উঠে স'রে গেলো

সত্যশরণের সান্নিধ্য থেকে। 'কী বলতে চাও তুমি?' লীলার চোখে সত্যিকারের লীলা ফুটে উঠলো এবার।

সত্যশরণ নিতান্ত উদাসীনভাবে বললো, 'আমি কিছুই বলতে চাইনে —আমি কেবল বলছি আর বেশিক্ষণ আমি এখানে বসবো না, বিকাশ অপেক্ষা করবে চায়ের জন্য—তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'তা ছাড়া ও বলছিলো আমাদের নিয়ে সিনেমায় যাবে। আমি তো বাংলা ছবি ভালোবাবিনে, তুমি যেয়ো।'

ঈষৎ বিচলিত স্বরে লীলা বললো, 'আজকে না উনি চ'লে যাবেন বলছিলেন?'

'আমি যেতে দিলুম না।'

'কেন?' লীলা বিরক্তির সুরে বললো।

'কেন আবার, ইচ্ছে করলো না, তাই।

'আমি যাবো না সিনেমায়।'

'আপাতত বাড়ি চলো, লীলা। সত্যি বিকাশ চায়ের অপেক্ষায় ব'সে থাকবে।'

একটু ভেবে লীলা বললো, 'মাকে বলতে হয় তা হ'লে, উনি নিশ্চয়ই তোমার খাবার জোগাড়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুনি যাও, বারণ করো গিয়ে, সত্যশরণ ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। লীলা ঘরের বাইরে পা দিতেই দেখলো মা এদিকেই আসছেন —কাছে আসতেই বললো, 'মা, তুমি চায়ের ব্যবস্থা ক'রো না—ও এক্ষুনি চ'লে যেতে চাইছে।'

'কে? সত্যশরণ? চাইলেই হ'লো?' তিনি মেয়ের কথায় কান না দিয়ে ঘরে এসে বললেন, 'তুমি নাকি না-খেয়েই যেতে চাইছো—সে কখনো হয়? আর আমি তো রাত্রেও তোমাদের না-খেয়ে যেতে দেবো না।'

সত্যশরণ কিছু বলবার আগেই লীলা এসে ব্যগ্র হ'য়ে বললো, 'না মা, আজ না, আজ না—আরেকদিন এসে হবে।'

হঠাৎ সত্যশরণের মনের মধ্যে আবার ধাক্কা লাগলো। কেন এই ব্যগ্রতা লীলার? এ-কি শুধু অতিথিপরায়ণতাই, না আরো কিছু? নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'আমার বাড়িতে যে অতিথি রয়েছেন, এতক্ষণ তিনি চায়ের জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন, তার উপর রাত্তিরের খাওয়া—সে কেমন ক'রে হবে?'

'বেশ তো, অতিথিকে এখানেই আনিয়ে নাও না।'

সত্যশরণ লীলার দিকে তাকাতেই লীলা বললো, 'তা উনি আসবেন না।'

'কেন?' লীলার মা বললেন, 'তুই আর তোর বাবা গিয়ে নিয়ে আয়, নিশ্চয়ই আসবেন। আজ আমি সত্যকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না—এইটুকু তো পথ, আসে নাকি কখনো?'

সত্যশরণ বললো, 'আমার বন্ধুটির আজ লীলাদের নিয়ে সিনেমায় যাবার ইচ্ছে ছিলো—আমি এ-জন্যেই ওদের নিতে এসেছিলাম—'

লীলার মা বাধা দিয়ে বললেন, 'বেশ তো! এখানে আসুক—এলে চা খেয়ে সবাই তোমরা সিনেমায় যাও। তারপরে এখানেই ফিরে এসে খেয়ে বাড়ি যেয়ো। তোমার মাসিমাকেও আমি চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি।'

'তা হ'লে তুমি যাও তোমার বাবার সঙ্গে'—সত্যশরণ লীলার মুখের দিকে তাকালো। লীলা একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমার আবার যাবার দরকার কী, বাবাই তো যাবেন।'

লীলার মা বললেন, 'না, না, সে ভালো দেখায় না—তা ছাড়া তোর বাবার উপর ভরসা আছে? উনি কী বলতে কী বলবেন, হয়তো আসল কথাই না-ব'লে চ'লে আসবেন।'

লীলা সত্যশরণকে বললো, 'তা হ'লে তুমিই সঙ্গে যাও।'

'আচ্ছা'—ব'লে সত্যশরণ উঠে দাঁড়াতেই লীলা বললো, থাক, আমিই যাই, একটু দরকারও ছিলো বাড়িতে—' কথাটা যে অছিলা এটা অনুভব ক'রে লীলা নিজেই ভয়ানক লজ্জিত হ'লো আর সত্যশরণ নিঃশ্বাস ফেলে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে প'ড়ে বললো, 'তাই ভালো, আমি বড়ো ক্লান্ত।'

মীমাংসা হ'য়ে গেলো দেখে লীলার মা স্বামীকে বলতে গেলেন এবং লীলাও কিছুক্ষণ সেখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে গেলো।

১৪

বাড়ি গিয়ে লীলা তার বাবাকে বসিয়ে দ্রুত পায়ে তেতলায় উঠে গেলো। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে ঘরের আরম্ভও সেখানেই। দরজাটা একেবারে হাঁ ক'রে খোলা। ঘরের সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পেলো লীলা। জানালার ধারে ছোটো টেবিল পাতা—চেয়ারে ব'সে সেই টেবিলে পা তুলে দিয়ে বিকাশ চোখ বুজে আছে। লীলা একটু কাশলো, শব্দ করলো, কিন্তু বিকাশের কোনো ইন্দ্রিয়ই সজাগ হ'লো না। অবশেষে সে ঘরে ঢুকে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'ঘুমুচ্ছেন?'

বিকাশ যেন স্বপ্ন দেখে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো এবং তক্ষুনি টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে বললো, 'Sorry.'

বিনা ভূমিকায় লীলা বললো, 'চলুন।'

'চা হয়েছে?'

'আজ্ঞে।'

'বোধ হয় অসুবিধে হ'লো—আপনি এলেন কখন ?'

'এই মাত্র।'

'সত্য কই ?'

'তিনি বর্তমানে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ?'

'শ্বশুরবাড়ি ? বাঃ, সে তার শ্বশুরবাড়ি, আর আপনি এখানে ?'

'মন্দ কী ! সে তার শ্বশুরবাড়ি, আমি আমার শ্বশুরবাড়ি।—কিন্তু না—সময় নিতান্ত কম—আমার বাবা নিচে ব'সে অপেক্ষা করছেন আপনাকে নিয়ে যাবেন ব'লে।'

'আমাকে ? কোথায় ? বিস্মিত হ'য়ে বিকাশ লীলার মুখের দিকে তাকালো এবং চোখে চোখ পড়তেই মৃদু হেসে বললো, 'দুষ্টুমি, না ?'

'দুষ্টুমির সময় নেই—শিগগির উঠুন।'

'বা রে, কোথায় যাবো, কেন যাবো, কিছু বলবেন না। —

'তা হ'লে আমি চললুম—' লীলা পা বাড়াতেই বিকাশ জোরে ধ'রে লীলার হাতটা ধ'রে ফেললো এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ছেড়ে দিয়ে বললে, 'রাগ করলেন ?'

লীলার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমার বাবা আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। এখন গিয়ে চা খাবেন এবং রাত্তিরে ভাত। আমি নিচে যাচ্ছি, আপনি আসুন।'

লীলা চ'লে গেলো। বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলো, তারপর যে-হাত দিয়ে লীলার হাত সে চেপে ধরেছিলো সে-হাতে চুম্বন করলো।

লীলা দোতলায় নেমেই গেলো শাশুড়ির ঘরে। পিছন ফিরে তিনি শুয়ে ছিলেন—লীলার পায়ের শব্দেই মুখ ফেরালেন। লীলা বললো,

'মাসিমা, মা একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে।' মাসিমা লীলার মুখ লক্ষ্য ক'রে আশ্বস্ত হলেন। নাঃ, মেয়েটার রাগ নেই, আর যাই হোক। মাসিমা হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখি।' চিঠি প'ড়েই তিনি উঠে বসলেন, 'ও মা, তোমার বাবা এসেছেন নাকি? কই তিনি?' মাসিমা বিছানা ছেড়ে কাপড় ঠিক ক'রে বসবার ঘরে এলেন। আনন্দবাবু হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই যে বেয়ান, আসুন, আসুন, আমি এসেছিলাম ঐ ছেলেটিকে নিয়ে যেতে।'

মাসিমার মুখের হাসি মলিন হ'য়ে গেলো। 'কাকে? বিকাশকে? কেন? ওর জন্যে তো আমিই বাড়িতে রয়েছি।'

'না, না, সে কি হয়!' এই কথোপকথনের মধ্যে লীলা আর দাঁড়ালো না। শোবার ঘরে এসে আলমারি খুলে সে কালো সিল্কের সোনালি পাড়ের একখান শাড়ি বার করলো—গলার, হাতের, কানের সমস্ত সোনা খুলে জড়োয়ার সেট্ প'রে নিলো এবং শাড়িখানা আর একজোড়া দামি সুয়েডের হীল তোলা জুতো খবরের কাগজে মুড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আনন্দবাবু বললেন 'কই, ছেলেটি এলো না? ডাকিস নি?'—'না, এই যাই।'—মাসিমার মুখোমুখি এই মিথ্যে কথাটা ব'লে বিনা দ্বিধায় লীলা আবার তেতলায় উঠে এলো।

বিকাশ বেরিয়ে আসছিলো ঘর থেকে। ঈষৎ বাদামি রংয়ের সিল্কের স্যুট পড়েছে, মুখ যথাসম্ভব পালিশ, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা—লীলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বিকাশের দিকে। বাঙালি ছেলের এমন চেহারা হয়!

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে খুব কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বিকাশ বললো, 'কী দেখছেন?'

লীলা জবাব দিলো না। বিকাশ সিগারেটটা জুতোর তলায় ঘ'ষে নিবিয়ে দিয়ে বললো, 'রাগ করেছেন ?'

'যদি করি ?'

'আমি কি আপনার ক্ষমার যোগ্য নই ?' অত্যন্ত মনোহর ভঙ্গিতে সে তাকিয়ে রইলো লীলার দিকে। লীলা অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'সে-কথাই যদি বলেন, তা হ'লে কি আমি আপনি কেউই ক্ষমার যোগ্য ?'

'শরীরকে আমি থামাতে পারি বলপ্রয়োগ ক'রে, কিন্তু হৃদয়ের উপর কি মানুষের হাত আছে ?'

'আছে, মানুষ তো সেইজন্যেই মানুষ যে মনের উপরও তার প্রচণ্ড সংযম', ব'লেই লীলা নিচে নামতে-নামতে সহজ গলায় ডাকলো, 'আসুন বিকাশবাবু, বড়ো দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।'

আনন্দবাবুর কাছে এসে বললো, 'চলো, বাবা। মাসিমা, আমরা দশটা এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসবো।'

বিকাশ নেমে আসতেই লীলা বললো, 'এই যে আমার বাবা, আর ইনি বিকাশ পাকড়াশী। আমাদের বন্ধু।' প্রথম পরিচয়ের পালা সেরেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো, হঠাৎ কী মনে পড়ায় বিকাশ বললো, 'আপনারা নামুন, এক্ষুনি আসছি।' ব'লেই সে তিন লাফে আবার তেতলায় উঠে গেলো। আনন্দবাবু আর লীলা নিচের সিঁড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। একই সিঁড়ি তেতলা পর্যন্ত উঠে গেছে একেবারে সোজা হ'য়ে—একটু পরেই নিচে থেকে লীলা দেখতে পেলো বিকাশ নেমে আসছে দ্রুত পায়ে এবং কয়েক সিঁড়ি নামতেই হঠাৎ পা ফসকে সে গড়িয়ে পড়লো। গেলো গেলো ক'রে আনন্দবাবু আর লীলা

দৌড়ে গিয়ে ধরতে-ধরতেও সে কয়েক সিঁড়ি গড়ালো। আনন্দবাবু বললেন, 'লেগেছে? খুব লেগেছে? কোথায়?'

বিকাশ ওঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু আর্তনাদ ক'রে তক্ষুনি ব'সে পড়লো। লীলা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো, 'কোথায়? পায়ে? পায়ে লেগেছে?' নিচু হ'য়ে সে পায়ে হাত রাখলো। উপর থেকে মাসিমা ছুটে এলেন—চাকররা নিদ্রা ভেঙে দৌড়ে এলো, তারপর ধরাধরি ক'রে তোলা হ'লো বিকাশকে, লীলার শোবার ঘরের খাটেই তাকে শুইয়ে দেয়া হ'লো। মুহূর্তে এমন একটা বিপর্যয় ঘটতে পারে এটা কেউ আশাই করেনি। চোট পেয়েছে সাংঘাতিক—সবচেয়ে বোধ হয় কোমরে আর পায়ে—কপালের একটা দিকও দেখতে-দেখতে ফুলে উঠলো। লীলা ব্যাকুল হ'য়ে চাকরদের বললো, 'ওরে, তোরা দৌড়ে যা, বরফ নিয়ে আয়, বাবা, তুমি ডাক্তারকে বরং খবর দাও, আর ওঁকে—'

বিকাশ হাত নেড়ে বললো, 'ব্যস্ত হবেন না, এখুনি ক'মে যাবে, কিছু দরকার নেই ডাক্তারের।' কিন্তু অসহ্য ব্যথায় সে কাতর হ'য়ে ক্ষীণস্বরে কঁকিয়ে উঠলো।

লীলা দৌড়ে গিয়ে বালতি ভরে বাথরুম থেকে জল নিয়ে এলো—জলপটি দিতে লাগলো কপালে—কখনো বুলুতে লাগলো পায়ে—মাসিমা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর ব্যাকুলতা দেখে নিঃশ্বাস ছেড়ে স'রে গেলেন সেখান থেকে।

আনন্দবাবু বললেন, 'তুই অত ব্যস্ত হোসনে, লিলি, আমি যাচ্ছি, এক্ষুনি সত্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দেবো।' বিকাশের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'কোথায় লেগেছে বাবা? এখানে? কোমরে? বড্ড লেগেছে?'

'বড্ড'—কাতরকণ্ঠে বলতে গিয়ে ব্যথায় বিকাশের চোখ ভ'রে জল এলো। আনন্দবাবু আর দেরি করলেন না, তক্ষুনি নেমে গেলেন। বিষণ্ণমুখে লীলা মাথার কাছে ব'সে রইলো।

একটু পরেই সত্যশরণ ব্যস্ত হ'য়ে ফিরে এলো। লীলা মাথার কাছ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কী কাণ্ড হ'লো বলো তো।'

'কেমন ক'রে প'ড়ে গেলো?'—বলতে-বলতে বিকাশের কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বিকাশ!'

'উঁ।'

'কোথায় বেশি লেগেছে? পা-টা মচকে-টচকে যায়নি তো?'

চোখ মেলে বিকাশ বললো, 'কোমরটাতেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে! আমার মনে হয় ওখানেই কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।'

'ডাক্তার আসছেন এক্ষুনি, সব কষ্ট বোলো তাঁকে। ছি, ছি, কী দুর্ভোগ বলো তো।' সত্যশরণ স্নেহভরে বিকাশের গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। লীলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ কী, তোমার শাড়ি যে একেবারে ভিজে গেছে, যাও, শাড়িটা ছেড়ে এসো, আর চায়েরও একটু ব্যবস্থা কোরো। গলা যেন আমার শুকিয়ে আসছে।'

বিকাশ বললো, 'আমার জন্যেই তোমাদের কত কষ্ট, সেই কখন এসেছো কলেজ থেকে।'

'তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না বিকাশ, তোমারও তো চা খাওয়া হয়নি এখনো।'

লীলা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন বিকাশকে, চিন্তিতমুখে বললেন,

'আপাতত ব্যথাটা কোমরে হ'লেও আমার মনে হয় হাঁটুই ওঁর জখম হয়েছে। একস্-রে না করলে তো বোঝা যাবে না।'

'একস্-রে? তবে কি হাড় ভেঙেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে! অবশ্যি তা নাও হ'তে পারে, কেননা এমন অনেক দেখা গেছে যে মনে হয় হাড় ভেঙেছে কি সরেছে অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে মচকালেও ও-রকম হয়। দেখছেন না কত অল্প সময়ে কী রকম ফুলে উঠেছে পা-টা।'

প্যাণ্টটা তুলে হাঁটুটা দেখাতেই সত্যশরণ আঁৎকে উঠলো।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে হাত ধুতে-ধুতে বললেন, 'আজ রাতটা একটু কষ্ট পাবে ব্যথায়—সামান্য জ্বরও হ'তে পারে, ভাববেন না কিছু, আমি কাল সকালবেলা আবার আসবো।'

ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চ'লে গেলেন, সত্যশরণও সঙ্গে-সঙ্গে নিচে গেলো।

লীলা ডাক্তারের যাবার অপেক্ষাই করছিলো, চ'লে যেতেই চাকরকে দিয়ে চা নিয়ে ঘরে এলো। বিকাশের মাথার কাছে এসে বললো, 'একটু চা দি, কেমন?'

'না।'

'না কেন?' লীলা কপালে হাত রেখে বললো, 'ডাক্তার বলছিলেন জ্বর হবে—কই, গা তো খুব ঠাণ্ডা।'

বিকাশ লীলার হাতের উপর হাত রেখে বললো, 'জ্বর কি তখুনি আসে—হয় তো বেশি রাত্তিরে হবে—আর সমস্তটা রাত ছটফট ক'রে কাটবে।'

হাতের উপর হাত পড়তেই লীলা কেঁপে উঠলো, কিন্তু সরিয়ে নিলো না, আবিষ্টের মতো নিঃশব্দে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘর অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, আলো জ্বালা নিতান্ত দরকার, কিন্তু সে-খেয়াল তার ছিলো না। সহসা সিঁড়িতে সত্যশরণের পায়ের শব্দে সে চমকে উঠে হাত সরিয়ে আনলো বিকাশের হাতের তলা থেকে এবং সুইচ টিপে তক্ষুনি সমস্ত ঘর আলোয় প্লাবিত ক'রে দিলো। চায়ের ট্রের সামনে একটা চেয়ার টেনে ব'সে চা ছাঁকতে মন দিলো বটে, কিন্তু হাত তার থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

সত্যশরণ ঘরে এসে বিমর্ষমুখে বললো, 'লীলা, শুনেছো ডাক্তার কী বললেন ?'

মুখ না-তুলেই লীলা বললো, কী ?'

'ওকে এক্স-রে করা দরকার, হাঁটুর কোনো হাড় ভেঙেছে ব'লেই তাঁর বিশ্বাস।'

লীলা চায়ের কাপটি সত্যশরণের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'তুমি ব্যস্ত না-হ'য়ে একটু সুস্থিরে চা খাও। বিকাশবাবু, আপনিও একটু খান, দেখবেন ভালো লাগবে।' মাথার কাছে একটা ছোটো টিপয় রেখে সে এক কাপ চা এগিয়ে দিলো।

সত্যশরণ বললো, 'খুব ব্যথা করছে, না হে ?'

'না, খুব কিছু তো মনে হচ্ছে না, জানি না রাত্তিরে কী হবে।'

লীলাকে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে সত্যশরণ বললো, 'তুমি চা নিলে না ?'

'নেবো, শিঙাড়া ভাজতে বলেছিলাম ওদের—আসুক, তোমাকে দিয়ে নি।'

'না, না, তুমি চা নাও, ওরা আসুক না—আর ঐ মিষ্টিই তো আছে, দাও না, ওতেই হবে।'

'মিষ্টি দিয়ে মানুষ কখনো চা খেতে পারে—'

'হ্যাঁ, আমি পারি। তুমি চা নাও।' সত্যশরণ নিজের হাতের কাপ নামিয়ে রেখে লীলার জন্য চা ঢেলে বললো, 'খুকুকে এখন আনিয়ে নেয়া উচিত, না?'

চায়ের কাপটা সত্যশরণের হাত থেকে নিয়ে বিমর্ষমুখে লীলা বললো, 'আমি তো ভেবেছিলাম বাবাই নিয়ে আসবেন।'

বিকাশ বললো, 'সত্য, তোমার স্ত্রীকে বলেছো তোমার মেয়ের নাম আমি কী রেখেছি?'

'বলবো আর কখন?'—সত্যশরণ হেসে বললো, 'যা একখানা কাণ্ড তুমি করলে।'

লীলা বললো, 'কী নাম?'

'শকুন্তলা। শকুন্তলা নামটা আপনার ভালো লাগে না?'

'মন্দ না, আমি কিন্তু আরেকটা নামও খুব ভালোবাসি।' এতক্ষণে লীলার গলায় একটু সহজ সুর বেরুলো।

সত্যশরণ দরজায় ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঐ তোমার শিঙাড়া এসেছে লীলা।'

নামের প্রসঙ্গটা চাপা প'ড়ে গেলো—শিঙাড়া সহযোগে চা পান করতে-করতে নানা রকম গল্পগুজবের মধ্যে খানিকটা সময় মন্দ কাটলো না।

একটু পরেই আনন্দবাবু এলেন খুকুকে নিয়ে। বিকাশের কপালে

হাত রেখে বললেন, 'না, গা বেশ ভালো। খুব কিছু মারাত্মক না-ও হ'তে পারে।'

সত্যশরণ বললো, 'ডাক্তার তো বলেছেন এক্স্-রে করা দরকার।'

আনন্দবাবু দুঃখিতস্বরে বললেন, 'কিসে থেকে কী হ'লো দেখো তো। বড্ড খারাপ লাগছে আমার।'

বিকাশ হেসে বললো, 'কী হয়েছে তাতে, এ আমার দু'তিন দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।'

এদের কথার ফাঁকে লীলা খুকুকে নিয়ে উপরের ঘরে চ'লে এলো। চিন্তা করলো শোবার কী ব্যবস্থা করা যায়। বিকাশের যা খাট তাতে তাদের কুলোনো অসম্ভব। খাটের উপর না-হয় একা সত্যশরণ শুক, খুকু আর ও নিচে বিছানা ক'রে শোবে। চাকর ডাকিয়ে সে ঘর পরিষ্কার ক'রে বিছানা করিয়ে নিলো। দুপুরে ঐ মাসিমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে থেকেই তার শরীর-মন যেন কেমন অসুস্থ লাগছিলো—তারপরে তো এই হাঙ্গামা—বিছানা পেতে সে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বললো, 'খুকুন, সোনা—তুমি নিজে-নিজে আজ খেয়ে এসো তো, মা।'

'তুমি চলো—' খুকু আব্দার ধরলো।

'তুমি যদি যাও, নিশ্চয় তোমাকে কাল চকোলেট কিনে দেবো।'

'না, তুমি চলো'—খুকু যখন কিছুতেই ছাড়ে না, অবশেষে লীলা রাগ ক'রে বললে, 'দাঁড়া, যেমন কথা শুনিস না তেমন আমি তোদের বাড়ি থেকে চ'লে যাবো, আর ফিরে আসবো না, তারপর একদিন ম'রে যাবো—আর আমাকে মা ব'লে ডাকতে পাবিনে।'

খুকু অধীর হ'য়ে মা-কে জড়িয়ে ধরলো, 'তুমি যেয়ো না, আমি রোজ নিজে-নিজে খাবো—' বলতে-বলতে অভিমানে তার ঠোঁট ফুলে উঠলো—

আর লীলার দুই চোখ অনর্থক জলে ভ'রে গেলো। একটু পরেই চাকর এসে নিয়ে গেলো খুকুকে খাওয়াতে আর লীলা কখন গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো তার সত্যশরণের ডাকে। ঘুম ভেঙে উঠে তাকিয়ে দেখলো তার ভাত ঢাকা দেয়া আছে সামনে, আর সত্যশরণ শিয়রে একান্ত কাছে ব'সে তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। সে তাকাতেই সত্যশরণ স'রে ব'সে বললো, 'খাবে না? কতক্ষণ থেকে ডাকছি।'

আড়মোড়া ভেঙে লীলা উঠে ব'সে বললো, 'অনেক রাত হয়েছে নাকি? ইস, কী রকম ঘুমিয়েছিলাম।'

'আর রাত কোরো না, মুখ ধুয়ে এবার খেয়ে নাও।'

'তুমি খেয়েছো?'

'হ্যা, বিকাশও খেয়েছে। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

'ভাত আবার আনালে কেন, আমি তো নিচে গিয়েই খেতে পারতাম।' কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার সত্যশরণের দিকে তাকালো, কিন্তু তাকিয়েই সে তক্ষুনি চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো, কেননা সে দেখলো অস্বাভাবিক একটা উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে সত্যশরণ তাকিয়ে আছে তার দিকে—সে-দৃষ্টি লীলা সহ্য করতে পারলো না।

পাশে ঘুমন্ত খুকুর গায়ে একবার হাত বেখেই সে চোখ ধুতে উঠে এলো জানলার ধারে।

সত্যশরণ বললো, 'স্থাখো, তুমিই ঐ খাটে শোও গিয়ে, আমি এখানে খুকুর পাশে শুই।'

'কেন?'

'এই মাটিটার মধ্যে ভয়ানক শক্ত লাগবে যে।'

'তোমার লাগবে না ?'

'আমার তো জানোই পশুর ঘুম, ইঁটের পাঁজায় শুলেও ওর ব্যাঘাত হয় না।'

গম্ভীর মুখে লীলা খেতে বসলো, কোনো জবাব দিলো না, আর সত্যশরণ এদিকে হাত পা মেলে আরামসূচক ধ্বনি ক'রে মাটির বিছানায় শুয়েই চোখ বুজলো।

লীলা তাকিয়ে-তাকিয়ে নিঃশব্দে আহার সমাধা ক'রে মুখ ধুয়ে যখন ঘরে ফিরে এলো তখন হয় তো সত্যশরণ ঘুমিয়ে পড়েছিলো—চকিতে লীলার একবার বিকাশের কাছে যাবার কথা মনে হ'লো, আর সেই মুহূর্তে সে দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে দিয়ে বসলো এসে সত্যশরণের মাথার কাছে। মুখ নিচু ক'রে ডাকলো তুমি ঘুমিয়েছো ?'

সত্যশরণ বালিশের উপর মাথাটা ঠিক ক'রে বললো, 'না।'

'এখানে শুলে যে! ওঠো, খাটে যাও।'

'তুমিই যাও লীলা, আমার বড়ো ঘুম পেয়েছে, বেশ আরাম ক'রে য়েছি।'

অসহিষ্ণু হ'য়ে লীলা বললো, 'আচ্ছা, আমি কি এ-বাড়ির অতিথি না পর যে তুমি সব সময়ে আমার সঙ্গে কেবল ভদ্রতা করো ?'

সত্যশরণ একই ভাবে শুয়ে থেকে বললো, 'তুমি আমার পরও না, অতিথিও না। তোমার সঙ্গে আমি ভদ্রতাও করি না। কিন্তু আপাতত তুমি ঘুমিয়ে পড়ো গে।'

লীলা জেদ ক'রে বললো, 'না, আমি এইখানেই শোবো।'

'শোও।'

'যাও তুমি খাটে।'

'কেন, আমি এখানে শুলে তুমি শুতে পারো না?'

'এতটুকু জায়গায়?'

'তোমার-আমার পক্ষে এতটুকু নয়।'

সত্যশরণ উঠে বসলো আর সঙ্গে-সঙ্গে লীলা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকের উপর—'ইচ্ছে ক'রে তুমি আমাকে কাঁদাও, তোমার জোর নেই, কেড়ে নিতে পারো না আমাকে? কাপুরুষ! কাপুরুষ! স্ত্রীর উপর যে জোর করে না সে কাপুরুষ ছাড়া কী?' আকুল হ'য়ে কেঁদে ফেললো লীলা। সত্যশরণের মুখ অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিলো না—কিন্তু তার চোখ অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করতে লাগলো—লীলার ভিতরটা যেন একটি নিমেষে তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেলো। আয়নার মত স্বচ্ছ পরিষ্কার সে দেখতে পেলো ওর বিক্ষত হৃদয়কে। বুক ভেদ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো আর চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে শুনতে লাগলো ওর ফুঁপিয়ে কান্না। একটু শান্ত হ'লে আস্তে সে শুইয়ে দিলো ওকে বালিশে, তারপর নিঃশব্দে খাটে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

১৫

কাটলো দীর্ঘ রাত্রি। সমস্ত রাত সত্যশরণের চোখে এক ফোঁটা ঘুম এলো না। সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো ব'লে পরের দিন উঠতে তার যথেষ্ট বেলা হ'লো। চোখ মেলে দেখলো মাথার কাছে পুবের জানালাটা খোলা ছিলো ব'লে এতক্ষণ তার গায়ে মাথায় সমস্ত রোদটা লেগেছে, আর সেই জন্যে খুকু ব'সে একমনে জানালার ছিটকিনি বন্ধ করবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে।

সত্যশরণ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনলো। খুকু বাবার গায়ে হাত রেখে বললো, 'তোমার গা একদম গরম হ'য়ে গেছে বাবা, জানালাটা ভারি খারাপ, কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিলো না।'

'আমাকে ডেকে দাওনি কেন?'

'ডাকতে তো যাচ্ছিলাম, মা যে তোমার ঘুম ভাঙাতে বারণ ক'রে গেছেন।'

'মা? আমার? কেন?' সত্যশরণ শোয়া অবস্থা থেকে অর্ধেক উঠে বসলো।

'মা বললেন, কাল নাকি তুমি মোটেই ঘুমুতে পারোনি। আমি কিছু গণ্ডগোল করছিলাম না, তবু মা আমাকে বকেছে বাবা।'

খুকু সুযোগ পেয়ে একটা নালিশ জানালো।

সত্যশরণ আদর ক'রে খুকুকে চুমু খেয়ে বললো, 'মা ভারি দুষ্ট, আমি ব'কে দেবো মা-কে।'

রাত্রিতে যে লীলারও দু'চোখের পাতা এক হয়নি এটা বুঝতে পেরে সত্যশরণ দুঃখিত হ'লো। সারা-রাত বেচারা ঘুমোয়নি তাহ'লে? তারই দোষ—উচিত ছিলো লীলাকে ঘুম পাড়িয়ে শুতে যাওয়া। সে কাপুরুষ। সে কেবল ছেড়ে দেয়, ধ'রে রাখে না পৌরুষের জোরে। কিন্তু সত্যশরণ এ-কথাও না-ভেবে পারলো না যে ভালোবাসা দিয়েই যাকে বাঁধা গেলো না সে কি বশ হবে তার পৌরুষের জোরে? ভালোবাসার কি কোনো মূল্য নেই তাহ'লে? তবে কি এ-সব কেবল ফাঁকা কল্পনা? উঠি-উঠি ক'রেও সত্যশরণ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো বিছানায়।

বাবার গম্ভীর মুখ সহ্য করতে না-পেরে একসময় খুকু উঠে গেলো সেখান থেকে। একটু পরেই লীলা এলো ঘরে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো সত্যশরণ। এরি মধ্যে স্নান হ'য়ে গেছে লীলার। লাল টকটকে পাড়ের একখানা বম্বাই 'মলের' পাতলা শাড়ি পরেছে, গায়ে ঈষৎ নীলাভ রঙের পাতলা ব্লাউজ। কাছে এসে বললো, 'কাল ঘুমোতে পারোনি ব'লে ডাকিনি, কিন্তু তাই ব'লে মানুষ নাকি এত বেলা অবধি ঘুমোয়? ইস, রোদ্দুরে একেবারে ভ'রে গেছে বিছানাটা।'

লীলা অত্যন্ত একটা সহজ ভঙ্গিতে সত্যশরণের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। লীলার স্নিগ্ধ স্নাত শরীরের দিকে তাকিয়ে সত্যশরণের মনটা অভিভূত হ'য়ে গেলো। একবার ইচ্ছে হ'লো তাকে ছুঁতে, কিন্তু ইচ্ছাকে সে তক্ষুনি সামলে নিয়ে খাট থেকে নামলো—বাজুর উপর থেকে টেনে গেঞ্জিটা গায়ে দিতে-দিতে বললো, 'বিকাশ কেমন আছে?'

'বোধ হয় জ্বর হয়েছে একটু।'

'টেমপারেচার নিয়েছিলে, না কি হাতের আন্দাজ?' সত্যশরণের কথায় বিদ্রূপ ছিলো কিনা বোঝা গেলো না, কিন্তু লীলা চ'টে উঠে বললো, 'প্রথমটা তো মানুষ হাতের আন্দাজেই উত্তাপ দেখে, এত কৈফিয়তের কী তাতে?'

বিস্মিত চোখে সত্যশরণ শুধু বললো, 'আশ্চর্য! তার পরেই সে চটিতে পা গলিয়ে চটপট নেমে এলো নিচে। প্রথমেই সে বিকাশের ঘরে এলো। কপালে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিলো। বিকাশ সত্যশরণের জুতোর শব্দে চোখ খুলে তাকালো। 'কেমন আছো?' বলতে-বলতে সত্যশরণ হাত রাখলো ওর কপালের ওপর—ঈষদুষ্ণ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি খারাপ লাগলো তার বিকাশের চোখ-মুখের চেহারা দেখে। অমন সুন্দর মুখশ্রী ব্যথায় একেবারে মলিন হ'য়ে গেছে। মাথায় হাত রেখেই সত্যশরণ বললো, 'রাত্রে ঘুম হয়নি? চেহারাটা যে বড্ডই খারাপ দেখাচ্ছে।' বিকাশ মৃদু হেসে বললো, 'উঃ এমন রাত্রি যেন আর জীবনে দ্বিতীয়বার না আসে, সত্য—কী অসহ্য যন্ত্রণায় আমার রাত কেটেছে—' বিকাশ একটা কাতরোক্তি করলো।

সত্যশরণ ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে বললো, 'ছি ছি, আমার কালকে এখানেই শোয়া উচিত ছিলো। আমি ভাবলাম, তুমি যখন একবার

ঘুমিয়েছো, তখন রাতটা হয়তো বিশেষ কিছু হবে না। আর তা ছাড়া এখানে শোবার কথা আমার খেয়ালও হয়নি।'

'তাতে কী হয়েছে, তুমি শুতে চাইলেই আমি এখানে শুতে দিতাম নাকি? এমনিতেই তোমার উপর কত অত্যাচার করলাম, আরো কত করবো তার ঠিক নেই'—

খুকু এসে বললো, 'বাবা চা খেতে এসো, মা ব'সে আছেন।'

ব্যস্ত হ'য়ে বিকাশ বললো, 'হ্যাঁ ভাই যাও, তোমার স্ত্রীরও বোধ হয় চা খাওয়া হয়নি। আমাকে তোমার মেয়ে এসে অনেকক্ষণ আগে চা দিয়ে গেছে। আমি তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করলাম, বললো যে বাবা ঘুম থেকে ওঠেননি, মা বলেছেন বাবা উঠলেই তখন তিনি খাবেন।'

আশ্চর্য হ'য়ে সত্যশরণ বললো, 'কেন, লীলা এ-ঘরে আসেনি একবারও?'

'না তো। তোমার মেয়ে একবার এসে খুব গিন্নিপনা ক'রে গেছে। বলে, কাকা তোমার জ্বর-টর হয়নি তো? আমি ব'লেছি, হ্যাঁ হ'য়েছে, কিন্তু তুমি কাছে থাকলেই সেরে যাবে। কয়েক সেকেণ্ড বুড়ির মতো ব'সে থেকে পালিয়ে গেলো।'

'ও। আচ্ছা আমি এখানেই চা নিয়ে আসছি, দাঁড়াও। তোমার মুখ ধোবার জল-টল—'

'সে-সব আমি ঠিকমতোই পেয়েছি, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না।'

সত্যশরণ চিন্তিত মনে খাবার ঘরে এসে দেখলো, চা নিয়ে গালে হাত দিয়ে লীলা চুপ ক'রে ব'সে আছে। সে আসতেই কোজি তুলে টীপট থেকে এক কাপ চা ছেঁকে এগিয়ে দিলো সত্যশরণের দিকে, তারপর রুটিতে মাখন লাগাতে বসলো।

সত্যশরণ বললো, 'এক কাপ কেন? তুমি খাবে না?'

লীলা জবাব দিলো না।

'কী হয়েছে ?'

'কী হবে ?'

'তবে চা নিলে না কেন ?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'তাহ'লে আমারও ইচ্ছে করছে না।' চায়ের কাপ ঠেলে সত্যশরণ উঠে দাঁড়ালো।

লীলা একটুও বিচলিত না-হ'য়ে সে-রকম নিঃশব্দেই ব'সে রইলো। সত্যশরণ কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'কেন তুমি এতক্ষণ কিছু না-খেয়ে ব'সে আছো ? চা-ই বা খাবে না কেন ? কী হয়েছে তোমার ?'

'খাবো না—ইচ্ছে নেই, এর উপরেও তুমি জোর করবে নাকি ?'

'জোর ! জোর তো আমি করতে জানি না, সে তো তুমিই বলেছো।'

'জানবে না কেন ? কোনো-কোনো বিষয়ে বেশ জানো।'

'লীলা, আমার সঙ্গে তোমার কী অশুভ মুহূর্তে দেখা হ'য়েছিলো বলতে পারো ? আমি যা বলি তাইতেই তুমি বিরক্ত হও, সব কথাই তুমি ভুল বোঝো।'

লীলা চুপ ক'রে রইলো। সত্যশরণ আরেক কাপ চা ঢেলে লীলার কাছে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি জানি যে আমি যদি এখন রাগ ক'রে না-খেয়ে থাকি তা হ'লে কোনো উদ্বেগই হবে না তোমার, কিন্তু এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে তুমি না-খেয়ে থাকলে আমি কোনো-রকমেই শান্তি পাবো না।'

লীলা নিঃশব্দে চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিলো। সত্যশরণ তার পাশে ব'সে বললো, 'লিলি, ভালোবাসা মানুষকে উদারও করে, নীচও করে। এর তুল্য মহৎও কিছু নেই, আবার এর মতো মারাত্মকও আর কিছু হ'তে পারে না।'

লীলা কেমন এক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সত্যশরণের মুখের দিকে। সত্যশরণ আস্তে একখানা হাত লীলার কাঁধের উপর রেখে বললো, 'কাল তো তুমিও ঘুমোতে পারোনি, আমি সে-কথা জানতাম না, কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারছিলে যে আমি ঘুমুইনি— তবে কেন আমার কাছে উঠে এলে না? আমাকে তোমার কাছে ডাকলে না?'

বলতে-বলতে সত্যশরণ অত্যন্ত আবেগভরে লীলার দিকে ঝুঁকে এলো এবং টেবিলের উপর লীলার প্রসারিত ডান হাতটির উপর মাথা রাখলো।

সত্যশরণের এই আবেগে লীলা অভ্যস্ত ছিলো না। মানুষটিকে সে যতই অপরাধী ভেবে থাকুক, যতই অবহেলা করুক, তবু তার ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ত্ব তার উদারতা ভিতরে-ভিতরে তাকে স্বতঃই একটা ঘা দিত। এটুকু অন্তত সে মনে-মনে অনুভব করতো যে মানুষ হিসেবে সত্যশরণের কাছে অনেক মানুষই একটা তুচ্ছ মাটির ঢেলা। আজ সেই মানুষটির এই বিহ্বলতায় সে শুধু অবাক হ'লো না, স্তম্ভিত হয়ে একইভাবে হাত রেখে চুপ ক'রে ব'সে রইলো, নড়বার চড়বার ক্ষমতাও যেন তার লুপ্ত হ'য়ে গেলো। একটু পরেই সত্যশরণ সংযত হ'য়ে মুখ তুললো। অনেক দিনের অনেক ছাইচাপা আগুন যেন লক-লক ক'রে জ্ব'লে উঠেছে তার মুখে। ঈষৎ লালাভ চোখ, একমাথা

রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল— সমস্তটা মিলিয়ে তার অপূর্ব পৌরুষদীপ্ত অভিনব মুখশ্রীর দিকে লীলা তাকাতে পারলো না।

দুই হাতে কপালের চুল উপরের দিকে তুলে দিতে-দিতে সত্যশরণ বললো, 'বিকাশ অত্যন্ত অসুস্থ এবং আমাদের আশ্রিত, তবুও সকাল থেকে একবারও তুমি ওর কাছে যাওনি খোঁজ নাওনি, এটা কি তোমার উচিত হয়েছে? চলো ওখানে গিয়েই চা খাই।' লীলা তক্ষুনি বাধ্য মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালো। ভীত চকিত চোখে সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চলো।'

১৬

বিকাশের পা ভাঙাটা যত শক্ত ব্যাপার ভাবা গিয়েছিলো আসলে ঠিক ততটা কিছু হয়নি। পরের দিন ডাক্তার এসে বললেন, মচকেই গিয়েছে তবে একটু বেশি রকম মচকেছে, দিন পনেরো অন্তত ভোগাবে। মেডিকেল সারটিফিকেট নিয়ে সত্যশরণ ছুটির জন্য দরখাস্ত ক'রে দিলো বিকাশের আপিশে। বিকাশ মনে-মনে একটা আরামের নিশ্বাস ছেড়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশ ফিরলো।

লীলার গম্ভীর মুখ বিকাশ সকাল থেকেই লক্ষ্য করছিলো। মনের মধ্যে যে তার একটা যুদ্ধ চলেছে বিকাশ তা বুঝতে পারছিলো; তাই ভেবেছিলো এ-নিয়ে আর কিছু বলবে না আজ, কিন্তু সত্যশরণ কলেজে চ'লে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লীলাও যখন তার ঘর থেকে অদৃশ্য হ'লো তখন সে অস্থির হ'য়ে উঠলো। খাওয়া-দাওয়া তার সত্যশরণ থাকতেই হ'য়ে গিয়েছিলো—লীলাই মাথা ধুইয়ে দিয়েছে, খাবার নিয়ে

এসেছে, কিন্তু সে মুখে কেবল কর্তব্যেরই ছায়াপাত ছিলো। দুপুর-বেলাটা ক্রমেই বিকাশের অসহ্য মনে হ'তে লাগলো। অথচ এমন কী কারণ আছে যার জন্য লীলাকেই আসতে হবে। আজে-বাজে অনেক কথা সে চিন্তা করলো এবং একসময়ে ভয়ানকভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠে ভীষণ কাৎরাতে সুরু করলো। দরজার ধারে গামছা পেতে শুয়েছিলো বাচ্চা চাকরটা। লীলার ডাকে তার তন্দ্রা ছুটে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললো, 'বাবু, কী হয়েছে?

বিকাশ বললো, 'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, মা-কে একবার ডেকে আনতে পারো?'

চাকরটা ছুটে গেলো লীলার ঘরে। লীলা পাটি পেতে মেঝের উপর সত্যশরণের যত সব টুটা-ফাটা জামাকাপড় নিয়ে স্তূপ ক'রে ব'সে ছিলো। একটা পাঞ্জাবিও আস্ত নেই, কাপড়গুলোও অধিকাংশই পুরোনো জিরজিরে, ছোট্টো একটা চাবিভাঙা সুটকেস থেকে এইসব সম্পত্তি বার করতে-করতে লীলা নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলো। আশ্চর্য মানুষ!

এমন সময় হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে এলো রমণী। হন্তদন্ত হ'য়ে বললো, 'বৌদি একবার শিগগির আসুন, বাবুর ভয়ানক ব্যথা লেগেছে।'

কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই লীলা স্প্রীঙের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো এবং তক্ষুনি ধপ ক'রে ব'সে পড়লো খাটের উপর। অবসন্নভাবে বললো, 'আমি তার কী করবো? আমি কি ডাক্তার?'

চাকরটা একটু বিব্রত হ'য়ে বললো, 'বাবু যে আপনাকে ডেকে দিতে বললেন।'

'আমাকে ?' ভুরু কুঁচকে লীলা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো রমণীর দিকে, তারপর মোহগ্রস্ত রোগীর মতো ধীর পায়ে নেমে এলো নিচে। দরজার বাইরে থেকেই বিকাশের কাতরোক্তি শোনা গেলো। লীলা ঘরে ঢুকে এগিয়ে এসে বললো, 'কী হয়েছে? হঠাৎ আবার ব্যথা হ'লো কেন?' বিকাশ জবাব দিলো না, চোখ বুজে তেমনি প'ড়ে রইলো। লীলা একটু অস্বস্তি বোধ ক'রে বললো, 'একটু সেঁক দিয়ে দেবো কি?' বিকাশ চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলো এবার। লীলা চোখ নামালো, বিকাশ বললো, 'কিছু করতে হবে না, আপনি যান, ঘুমিয়ে থাকুন গে।'

কথার সুরে লীলার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়লো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমাকে ডেকেছিলেন—'

'তাই আমাকে দয়া করতে এসেছেন? আর কত দয়া নেবো আপনাদের বলুন তো?' বলতে-বলতে বিকাশ উঃ-আঃ ব'লে পাশ ফেরবার চেষ্টা করতেই তার পায়ে সত্যিই ভয়ানক লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠলো। লীলা নিচু হ'য়ে আস্তে পায়ের তলার বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই সে ফিরে এলো গরম জলের ব্যাগ হাতে নিয়ে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে স্তব্ধ মুখে ব'সে-ব'সে সেঁক দিতে লাগলো, কথা বললো না একটিও। বিকাশও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আড়চোখে লীলার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'ভাবছি কবে পা'টা একটু শায়েস্তা হবে, আর কবে যাবো। তা আশা করছি এ-রকম সাংঘাতিক ব্যথা আর দু'একদিনের বেশি থাকবে না।'

লীলা বললো, 'হুঁ।'

হঠাৎ বিকাশ হাত বাড়িয়ে দিলো লীলার হাতের উপর, তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে ডাকলো, 'লীলা।'

লীলার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। মাথা আরো নিচু হ'য়ে গেলো, কিন্তু রাগ ক'রে সে উঠে দাঁড়ালো না।

বিকাশ বললো, 'লীলা, বিধাতার এ কী খেলা বলোতো? আমি কী পাপ করেছি যার জন্য আমার এই চির বিরহ?'

আস্তে লীলা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো, তারপর শান্তস্বরে বললো, 'আপনার মাথা আজ প্রকৃতিস্থ নেই, আপনি শান্ত না হ'লে আমার এখানে থাকা উচিত নয়।'

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বিকাশ বললো, 'মাথা আমার খুবই ঠাণ্ডা আছে, আমি মোহগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত হইনি, কিন্তু আমি কী করবো, কী করলে আমার শান্তি হবে, কেন দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে—কেন এর পরেও আমি বেঁচে থাকবো, কী হবে এই ব্যর্থ জীবন ব'য়ে বেড়িয়ে—'বলতে-বলতে বিকাশ প্রায় অর্ধেক উঠে বসলো।

তাড়াতাড়ি লীলা তাকে দু'হাত দিয়ে জোর ক'রে শুইয়ে দিয়ে ভীতস্বরে বললো, 'আপনি কি খেপে গেলেন? আপনার কি এতটুকুও জ্ঞান নেই? ডাক্তার বলেছেন, আপনার পায়ে যেন কোনোরকমেই চোট না লাগে।'

'লাগুক! লাগুক! যাক ভেঙে-চুরে—সব ভেঙে যাক—' বিকাশের দুই চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, আর লীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

এ-ভাবে আরো কতক্ষণ কাটতো বলা যায় না—হঠাৎ সিঁড়িতে

জুতোর শব্দ শুনে লীলা সচকিত হ'য়ে উঠলো। দরজার কাছে এগিয়ে এসে দেখলো, আনন্দবাবু উঠে আসছেন, পিছনে ওর মা।

'ও মা, তুমিও এসেছো?'

মা মৃদু হেসে বললেন, 'কেন, আমি কি তোর বাড়িতে আসতে পারি না নাকি?'

'কোথায়? এই নিয়ে হয়তো দু'বার কি তিনবার হ'লো।'

আনন্দবাবু বললেন, 'কেমন আছেন সেই ভদ্রলোক? আমি আর সকালে কিছুতেই আসতে পারলুম না।'

'ভালোই আছেন। এসো।'

আনন্দবাবু ঘরে ঢুকে সহাস্যে বিকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিকাশ বালিশের তলা থেকে রুমাল বার ক'রে ভালো ক'রে মুখটা মুছে নিয়ে বললো, 'বসুন। কী দুর্ভোগেই ফেললুম এঁদের।'

'কী যে বলেন, দুর্ভোগটা কি এঁদের না আপনার! বলতে গেলে আমিই উপলক্ষ্য—আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'সে কী কথা! আমার অনেক ভাগ্য যে আপনাদের কাছে আছি, আমি তো কখনো ভাবতেই পারি না যে অন্য কোথাও এর চেয়ে আরামে, এর চেয়ে আনন্দে আর কখনো থেকেছি।'

লীলা তার মার সঙ্গে বিকাশের পরিচয় করিয়ে দিলো। মনোরঞ্জনে বিকাশ স্বভাবনিপুণ। একটুখানি সময়ের মধ্যেই সে লীলার মা-র সঙ্গে জমিয়ে ফেললো মা ডেকে। এমন সময় মাসিমা এলেন ঘরে। তার আঁচল ধ'রে ঘুম-ভাঙা চোখে খুকু। এঁদের দেখে মাসিমা মৃদুহাস্যে যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'কী ভাগ্য আজ, বেয়ান যে এসেছেন।' লীলার মা হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে

বললেন, 'আমার তো এ-ভাগ্য এ-জীবনেও হ'লো না। কত বলি সত্যশরণকে যে তোমার মাসিমাকে একদিন নিয়েসো – তা সে নিজেই যায় না – আর আপনার বৌও তো তার মা-কে প্রায় ভুলতে বসেছে।' কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই বিকাশ আর লীলার চোখাচোখি হ'য়ে গেলো। লীলা আরক্ত মুখে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে যেতে-যেতে বললো, 'মাসিমা, আপনি বসুন এখানে, আমি একটু আসছি।' /

লীলা সেখান থেকে সোজা উঠে এলো তেতলার ঘরে। এসে সে নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো খাটের উপর। যেখানটায় বিকাশ হাত রেখেছিলো, বারে-বারে মুছে ফেললো সে-জায়গাটা, তারপর এক সময়ে সেখানটাতেই মুখ রেখে কাঁদতে লাগলো আকুল হ'য়ে। সে মরেছে, এর থেকে আর তার অব্যাহতি নেই। বিকাশ যে তার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে আছে এ-কথা সে এই প্রথমবার না-হ'লেও এই প্রথমবারই এত তীব্র, এত ভয়ানকভাবে অনুভব ক'রে নিজের কপালে চাপড়াতে লাগলো। /.

সত্যশরণকে সে প্রকাশ্যে ঘৃণা করে দরিদ্র বলে—বিশ্বাস করে যে তার বাবাকে সে ভুল বোঝবার অবকাশ নিশ্চয়ই দিয়েছিলো, কিন্তু মনের অনেক গভীরে হয়তো সত্যশরণের একনিষ্ঠ ভালোবাসা তাকে অভিভূত ক'রে রেখেছিলো—সেখানেই ছিলো তার আসন। দুঃসহ বেদনায় তার বুক ভেঙে যেতে লাগলো। প্রেমের যে-আনন্দ, যে-মধুরতা তা আর সে ভোগ করতে পারলো না। হয়তো তার প্রতি ঈশ্বরই নিষ্ঠুর—তা নইলে মানুষের কথনো এমন ভবিতব্য হয়? সত্যশরণের সঙ্গেও হ'লো তার ব্যর্থ মিলন—কোনো আনন্দ কোনো মাধুর্যই ছিলো না তার বিবাহিত জীবনে—আর এই বিকাশ—এই যে

এমন দুর্নিবার আকর্ষণে অহোরাত্র তাকে আকৃষ্ট করে, তাতেই বা সে কী আনন্দ পেলো? তা ছাড়া ন্যায় অন্যায় ব'লেও তো কিছু আছে? সে কি মূঢ়? সে কি পাথর? সে কি বোঝে না সত্যশরণকে? সে কি অনুভব করে না সত্যশরণের শান্ত সমাহিত ভালোবাসা? সমস্ত সংসারময় ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে সতশরণের স্নিগ্ধতা। কিন্তু বিকাশ?

লীলা প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মুখ-চোখ ধুয়ে নিচে নেমে এলো। রান্নাঘরে গেলো সে চায়ের ব্যবস্থা করতে, যতটা সম্ভব নিজেকে যেন সে লুকিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে। কিছু দরকার ছিলো না, তবু সে বসলো ময়দা মাখতে।

'তুমি কেন? সুরেন নেই?'

চমকে লীলা পিছন ফিরে দেখলো সত্যশরণ এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। তার মুখের দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু ক'রে লীলা বললো, 'আছে। তুমি কখন এলে?'

'এই তো এইমাত্র, কিন্তু তুমি কেন এসেছো এই গরমের মধ্যে? ওঠো।'

ময়দা মাখতে-মাখতেই সে বললো, 'তা কী হয়েছে। রমণী আজ বিকাশবাবুর কাছেই আছে সর্বক্ষণ, সুরেন কি একা-একা পেরে উঠবে।'

'যা পারে তাই করবে'—

লীলার মাও এলেন পেছন থেকে 'তুই করছিস কী? বড়োই যে গিন্নি হয়েছিস। উঠে আয়—'

'দেখুন তো—' সত্যশরণ শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে লজ্জিতমুখে বললো, 'এই গরমের মধ্যে'—

লীলা ময়দা রেখে উঠে এলো—সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি কাপড় ছাড়োনি ?'

'রমণী তো খুঁজে পেলো না—'

'আমি দিচ্ছি', মা-র দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা তুমি একটু বোসো গিয়ে আমি ওঁকে কাপড়টা দিয়ে আসছি। মা ফিরে এলেন বিকাশের ঘরে। সত্যশরণ আর লীলা উঠে এলো উপরে। উপরে এসেই লীলা বললো, 'আচ্ছা, রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে যে এতগুলো টাকা উপার্জন করো তাতে তোমার নিজের কী সুখ হয়, শুনি ?'

সত্যশরণ লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—বুঝতে পারলো না লীলা কী বলতে চায়।

'একটা জামা আস্ত নেই, দু'খানার বেশি তিনখানা ধুতি নেই,—জুতোটা ছেঁড়া—তোমার কি ভদ্রলোকের মতো থাকতে ইচ্ছা করে না ?'

'ও' সত্যশরণ বুঝলো এবার কথাটা।

'না, সত্যি এ-ভাবে তোমার থাকা হবে না—সকলের সব হয় আর তোমারই হয় না ?'

'আঃ, লীলা—ও-সব কথা থাক। নিচে তোমার বাবা মা-কে একলা বসিয়ে রেখে এসেছো মনে আছে ?'

'খুব মনে আছে—কিন্তু তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও।'

'কী জবাব দেবো, বলো ? যদি মনে করো দরকার, তবে তুমিই আমাকে দিও। তোমারি তো সব।'

হ্যাঁ আমিই দেবো—আজই আমি বাবার সঙ্গে বেড়িয়ে তোমার ধুতি জামা জুতো সব নিয়ে আসবো।'

'দিয়ো! দিয়ো' সত্যশরণ পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলো। লীলা একটা পরিষ্কার কাপড় এনে হাতে দিতেই সে তাকে দু'হাত বাড়িয়ে টেনে আনলো বুকের কাছে, মৃদুকণ্ঠে বললো, 'লিলি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই কিছু নেই, তাই মাঝে-মাঝে যেন কেমন ভয় করে আমার, মনটা ছোটো হ'য়ে যায়, চেষ্টা ক'রেও নিজেকে ধ'রে রাখতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

'তোমাকে ক্ষমা!' লীলা বিষণ্ণ মুখে হেসে বললো, 'তোমার মহত্ত্ব দিয়ে আমার সমস্ত কালি তুমি যে দিন মুছে দেবে সেদিন আমি তোমাকে ক্ষমা করবো।'

সত্যশরণ দুই হাতে শক্ত ক'রে লীলাকে জড়িয়ে ধরলো—তারপর মুখেচোখে পাগলের মতো চুম্বন করতে লাগলো।

'ছাড়ো, ছাড়ো,' লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে আনবার প্রচণ্ড চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু তার লতার মতো পাতলা নরম শরীরের স্বাদে সত্যশরণ তখন অভিভূত। একটু পরেই দরজায় খুকুর মুখ দেখা গেলো— দৌড়ে এসে সত্যশরণকে জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'তুমি কখন এলে, বাবা?'—মুহূর্তে লীলার সান্নিধ্য ছেড়ে খুকুকে কোলে তুলে নিলো সে।

নিচে নেমে আসতেই আনন্দবাবু সত্যশরণকে বললেন, 'দেখ হে, আমার তো মনে হয় এঁকে একবার ডাক্তার দে'কে দেখানো উচিত। খুব ভালো সার্জন উনি।'

'ডাক্তার ব্যানারজি তো আজ সকালে ভালো ক'রে দেখলেন, বললেন, খুব সিরিয়স কিছু নয়, তবে ভোগাবে।'

লীলার মা বললেন, 'ওঁর ঐ এক ডাক্তার দে—তুমিও যেমন তোমার শ্বশুরের কথায় ভোলো।'

সলজ্জ হেসে সত্যশরণ বললো, 'না, না, ডাক্তার দে সত্যিই খুব ভালো ডাক্তার। এখন ব্যথাটা কেমন, বিকাশ?

'আছে—এ তো থাকবেই কিছুদিন।'

লীলার মা বললেন, 'এঁকে আমরা বড্ড বিরক্ত করছি। রোগীর কাছে অত হৈ চৈ না করাই ভালো।'

আনন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই। চলো সত্য আমরা বরং ও-ঘরে গিয়ে বসি। আর বেলাও তো নেই।—চারটা তো বেজে গেছে দেখছি। লিলি, এঁকে এবার খেতে দে—বুঝলেন—' আনন্দবাবু বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাওয়াটাই হচ্ছে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার আসল ওষুধ। এই চারটা বাজলো, আপনি এক্ষুনি খেয়ে নিন।' বলতে-বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

ঘর থেকে সবাই চলে যেতেই লীলার দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললো, 'আমার খাবার জন্য তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না। দুপুরের খাওয়াই আমার যেন হজম হয়নি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লীলা বললো, 'বিকাশবাবু, আপনার মতো লোকেদের কখনো কাদা ছুঁড়তে পারার মতো কাছে আসতে দিতে নেই। আমাকে তুমি বলবার অধিকার আপনি পেলেন কোথায়?'

এ-কথায় বিকাশ খুব বিচলিত হ'লো না, বললো, 'অধিকার পেয়েছি আমার মন থেকেই। আমি যদি মনে-মনে তোমাকে তুমিই বলি প্রকাশ্যে আপনি বললে কি মনকে অবমাননা করা হবে না?'

'আপনার মনের কথা শোনবার ইচ্ছা বা ধৈর্য আমার নেই—কিন্তু এটুকু আপনি জেনে রাখুন যে স্পর্দ্ধারও একটা সীমা থাকা দরকার', ব'লেই লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর রমণীকে দিয়ে

বিকাশের দুধ, ফল ও ডাক্তারের নির্দেশ-মতো অন্যান্য খাবার পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এলো বসবার ঘরে। আনন্দবাবুকে বললো, 'বাবা, তোমাদের এখন চা দিক ?'

'বেশ তো, সত্যর নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে—যাই বলো, তোমাদের চাকরিকে লোকে যতই ঈর্ষা করুক আমি করি না। যতটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন, ঐ একটানা বক্তৃতা ! উঃ ! আমার যেন ভাবলেই পরিশ্রম হয়।'

'তুমি ?' লীলার মা হেসে ফেললেন—মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলি, লিলি, তোর বাবার কথা ? তার নাকি আবার বক্তৃতায় পরিশ্রম হয় !'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আনন্দবাবু বললেন, 'আহা, তুমি ও-সব বোঝো না। যার সঙ্গে কথা ব'লে সুখ হয় তার সঙ্গে অনর্গল বলা যায়—ধরো আমাদের সত্যশরণ—ওকে পেলে আমি তো সমস্ত দিন রাত কেবল কথা ব'লেই কাটাতে পারি, কিন্তু তোমার সঙ্গে দুটোর বেশি তিনেট বলতেই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।'

লীলার মা সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলে তোমার শ্বশুরের কথা ! এবার থেকে যখন ওখানে যাবে তখন আমাদের পশ্চিমের ঘর দিয়ে যেয়ো, সামনের বৈঠকখানার দিকে সাবধান—ওখান দিয়ে গেলেই ইনি ধ'রে ফেলবেন।'

সত্যশরণের মাসিমা হেসে বললেন, 'তা বেয়ান, আপনি যতই বলুন, সত্য কিন্তু তার শ্বশুরের নিতান্তই অনুগত জামাই।'

আনন্দবাবু হেসে বললেন, 'বা রে, তা হবে না? আমিই বুঝি ওর কম অনুগত? এ্যাঁ, কী বলো?' পরম স্নেহে তিনি সত্যশরণের পিঠে হাত দিলেন।

মাঝখানে লীলা বললো, 'বাবা, আমি আজ তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।'

'বেরুবি? কোথায় যাবি?'

'যাবো একটু কাজে।'

মা বললেন, 'জানো না বুঝি, তোমার মেয়ে যে আজকাল বড্ডই কাজের মানুষ হ'য়ে গেছে। দেখছো না কেমন গিন্নি-গিন্নি ভাব মুখে।'

সত্যশরণ মৃদু হেসে বললো, 'ইনি না-থাকলে সংসার অচল কিনা, তাই বোধ হয় মুখের ভাবে কিছুটা সে-ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন।' আনন্দবাবু ও তাঁর স্ত্রী হাসলেন এ-কথায়। একটু পরেই রমণী চা নিয়ে ঘরে এলো।

চায়ে আর গল্পে বেরুতে-বেরুতে তাদের একেবারে সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো। স্ত্রীকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে লীলা আর খুকুকে নিয়ে আনন্দবাবু বেরুলেন দোকানে। যেতে-যেতে বললেন, 'কী কিনবি রে?'

লীলা লজ্জিত মুখে বললো, 'ছাখো না, একেবারে জামাকাপড় কিছু নেই, তাই ভাবছিলাম—'

'কার? সত্যশরণের?'

লীলা মাথা নাড়লো। আনন্দবাবু মনে-মনে খুশি হলেন মেয়ের ব্যবহারে। বললেন, 'ওরা হচ্ছে জাতপণ্ডিত—বেশভূষায় কি আর ওদের খেয়াল থাকে? কিন্তু তোর যে ওর প্রতি এতটা মনোযোগ আছে এতে সত্যি আনন্দিত না-হ'য়ে পারছিনে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে লীলা বললো, 'ত্যাখো বাবা, সংসারে পণ্ডিতেরও যত প্রয়োজন, অর্থের তার চেয়ে তিলমাত্র কম প্রয়োজন নয়। তা ছাড়া সর্বদা সমানে-সমানেই মেলে। ধনীর সঙ্গে ধনীর, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের আর মহতের সঙ্গে মহতের। এ-সত্যটা যদি তুমি বুঝতে তা'হলে আমার জীবনে এই গরমিল হ'তো না।'

আনন্দবাবু মেয়ের কথায় অবাক হ'য়ে বললেন, 'গরমিল? তুই কি বলিস যে সত্যশরণের সঙ্গে বিয়ে না-দিলেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ করতুম?'

খুব শান্তকণ্ঠে লীলা বললো, 'আমি তো তাই মনে করি। দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি।'

'লিলি!'

'হ্যাঁ বাবা, তোমার খামখেয়ালির জন্য শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি তা বুঝতে পারছিনে। অন্ধকার হ'য়ে গেছে আমার ভবিষ্যৎ।'

লীলার কথা শুনে আনন্দবাবু স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। উত্তর ভেবে পেলেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'আমি জানতাম চন্দনের সঙ্গে থাকলে যে-কোনো কাঠই চন্দনই হ'য়ে ওঠে, ভেবেছিলাম সে-সৌরভ তোর দেহমনকেও সুবাসিত ক'রে তুলবে, তুই আসবি নতুন জগতে, নতুন আলোয় স্নান ক'রে তুই জ্যোতির্ময়ী হ'য়ে উঠবি। মনে হয়েছিলো সত্যশরণের সঙ্গে যেদিন তুই একসঙ্গে এসে দাঁড়াবি আমার কাছে,তোর সেই সিঁদুর মাখা আনন্দময় মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত জীবন সার্থক হ'য়ে উঠবে। সে-মুখ আমার আজো বুকের মধ্যে ছবি হ'য়ে আছে। কিন্তু প্রথমবার যখন এলি তখনই আমার মনটা কেমন ক'রে উঠেছিলো—

ভেবেছিলাম সে আমার কল্পনা। তারপরে আরো দু'একবার সত্যশরণের ব্যথিত মুখ আমাকে দুঃখ দিয়েছে, আমি বুঝেছি তুই তাকে বুঝিসনি, কিন্তু তুই যে এত বড়ো মূঢ় তাও আমি বুঝিনি। লিলি, তুই আমার একমাত্র—তুই আমার সর্বস্ব, তোকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র সার্থকতা।'

এই ভর্ৎসনায় লীলা রাগ করলো না, একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তোমার কাছে তিনি সমুদ্রের মতো বিরাট, আর আমি হলাম কূপের মতো সীমাবদ্ধ। তবে তাই যদি জানো তা হ'লে তো তোমার জানা উচিত ছিলো যে কূপের জলের সঙ্গে কখনোই সমুদ্রের মিলন হয় না।'

'আমার উপর তুই এ-অভিমান রাখিসনে। আমি জানতাম না, মানুষের কাছে মানুষের চেয়েও অর্থটাই বেশি লোভনীয়। আর সেই লোভী মানুষটি কিনা আমারই সন্তান!' আনন্দবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভুল হয়েছিলো। কিন্তু ছাখ লীলা, অর্থটা স্রোতের মতো, ওটা আসে আর যায়। আমি জানি এই সত্যশরণের ঘরেও হয়তো একদিন রুপোর হাট ব'সে যাবে। কিন্তু কতগুলো মানুষ থাকে যারা আর সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র—যাদের হৃদয়বৃত্তি আর সকলের চেয়ে অনেক উপরে—এ-ধরনের মানুষ সংসারে বিরল। এরা সংসারের পাঁকে পদ্মের মতো, কচুপাতায় যেমন জল ধরে না এদের মধ্যেও কোনো দোষ ধরে না—সত্যশরণও সেই দুর্লভ মানুষের মধ্যে একজন। এদের বিচার অর্থ দিয়ে করবার মতো মূঢ়তা আমার ছিলো না—আমি সত্যশরণকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম আর সেই মুগ্ধতাই তোর কাল হ'লো। লিলি, সত্যি কি তুই এত নির্বোধ! সুখী হবার উপকরণ কি তোর কাছে

কেবলই টাকা? আমি কি তোকে এই কথা শিখিয়েছিলাম? তোকে সুখে রেখেছি, স্বচ্ছন্দে রেখেছি, তাই ব'লে কি ঐটাই সর্বস্ব?—তাছাড়া এ-কথা তো তুই জানিস যে তোর আর অংশীদার নেই, আমার বাড়িঘর জিনিষপত্র সবই তোর!'

খুকুকে কাছে টেনে আবার আনন্দবাবু বললেন, 'আর এই? এই যে চাঁদের মতো সন্তান পেলি তুই, তাতেও তোর মন ভরলো না?'

খুকুর কথায় হঠাৎ লীলা সচেতন হ'য়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলো তাকে, তারপর নিঃশব্দে ব'সে রইলো বাইরের দিকে তাকিয়ে।

১৭

রাত্তিরে শুতে গিয়ে লীলা সত্যশরণকে বললে, 'ছাখো, আমি ক'দিন মার কাছে গিয়ে থাকি—'

'কেন?'

'কেন কী আবার? গিয়ে কি দু'দিন থাকতে নেই?'

চুপ ক'রে থেকে সত্যশরণ বললে, 'বেশ তো।' আরো একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললো, 'বিকাশ যে-কদিন আছে—'

আচমকা লীলা চ'টে উঠে বললো, 'বিকাশের জন্য আমি ব'সে থাকবো? সময়মতো চ'লে গেলেই তো এই যন্ত্রণাটা হতো না।'

'যন্ত্রণাটা কার, তোমার না ওর—'

'আমারও, ওঁরও—'

'হুঁ।

'হুঁ মানে?'

'না, কিছু না—'সত্যশরণ পাশ ফিরলো।

একটু চুপচাপ কাটবার পরে লীলা বললো, 'ঘুমুলে নাকি?'

'হুঁ'।

'আমার কথার জবাব দিলে না?'

'কী কথার?'

'বারে-বারে বলতে পারি না—'লীলা অসহিষ্ণু হ'য়ে বললো, 'ভদ্রলোক এ-অবস্থায় কদ্দিন থাকবেন কে জানে, আর রাতদিন ঐ নিয়ে মাথা ঘামানো সে আমাকে দিয়ে হবে না।'

সত্যশরণ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'তোমাকে তো কেউ জোর করেনি, লীলা, মাথা তোমার নিজে থেকেই ঘামছে। ছাখো না ঘাম দিয়ে যদি জ্বরের ভূতটা নামাতে পারো।'

'তার মানে?' লীলা লাফিয়ে উঠে বললো—'তুমি কী ভাবো মনে-মনে? কী তোমার মনের কথা তাই আমি জানবো আজ।'

'আমার মনের কথা?' সত্যশরণ মৃদু হেসে বললো, 'আগুনে পুড়লে যেমন সোনা খাঁটি হয়, আমি চাই তুমিও সে-রকম খাঁটি হও পুড়ে-পুড়ে। নিজেকে নিয়ে পালালেই তো পালানো যায় না, মনটা যাবে কোথায়? সেখান থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।'

'কী বললে?' গর্জন ক'রে লীলা উঠে বসলো। 'দরিদ্র যে, সে অন্তরেও দরিদ্র হয়, বুঝলে? তা নইলে নিজের স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে?'

সত্যশরণ শান্তস্বরে বললো, 'লীলা, রাগ কোরো না—কেন অনর্থক শরীর খারাপ করছো।'

'না, আমি এর একটা বিহিত করতে চাই।'

'সে-বিহিত তোমার মনের সঙ্গে কোরো, এখন শোও।' সত্যশরণ তার হাত ধ'রে কাছে আনবার চেষ্টা করলো। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে লীলা ব'লে উঠলো, 'ছাড়ো হাত, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।'

সত্যশরণ ঐ আবছা অন্ধকারে লীলার মুখের দিকে একদণ্ডকাল তাকিয়ে রইলো, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বালিশে মাথা গুঁজলো।

দিন পনেরোর মধ্যেই বিকাশ আস্তে-আস্তে বেশ ভালো হ'য়ে উঠলো। নানারকম ভালো খেয়ে, নিয়মে থেকে আর সর্বোপরি লীলার ঐকান্তিক যত্নে এ-ক'দিনেই তার ফর্শা রং টকটকে হ'য়ে উঠলো, ঈষৎ ফোলা গাল আরো গোল হ'লো এবং এর আরো সাতদিন পরে সে এতখানি ভালো হ'লো যে অনায়াসে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে পারে। ডাক্তারের ইচ্ছামতো সকাল-বিকাল সে খানিকটা হাঁটতে শুরু করলো। এর মধ্যে একদিন মাসিমা বললেন, 'সত্য, অনেক দিন তো সংসার করলাম, তুই মানুষ হলি, বড়ো হলি—এবার আমার ছুটি দে।'

'ছুটি মানে?'

'কাশী যেতে চাই, সঙ্গীও জুটেছে অনেক।'

'কেন, তোমার ভালো লাগছে না আমার কাছে?' কথার সুরে একটু অভিমানের আভাস ছিলো। মাসিমা কাছে এসে পিঠে হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর কাছে ছাড়া আমার আর ভালো লাগবার জায়গা আছে?'

'তবে তুমি যেতে চাও কেন?'

মাসিমা চুপ ক'রে রইলেন। কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সত্যশরণ বললো, 'লীলার সংস্পর্শ তোমার ভালো লাগে না, এই তো?'

ইতস্তত ক'রে মাসিমা মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কথা যখন তুললি তখন সত্য কথাই বলা ভালো। তুই কি চাস যে স্ত্রীলোক হ'য়ে আমি স্ত্রীলোকের এত বড়ো সর্বনাশ ব'সে-ব'সে দেখবো ?'

চকিতে একবার মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যশরণ বললো, 'যাতে দেখতে না হয় তার ব্যবস্থা করলেই পারো।'

'তার ব্যবস্থার জন্যই তো আজ তোর কাছে এসেছি। হয় এ বাড়ি থেকে আমি দূর হবো, নয় দূর করবি ঐ কালসাপকে। ও আরো একমাসের ছুটির দরখাস্ত করেছে এবং আমি এও জানি যে ছুটি না-পেলেও ও চাকরির জন্য পরোয়া করে না, কেননা ওর বাপের পয়সা আছে।'

হঠাৎ সত্যশরণ চ'টে উঠে বললো, 'তোমার এই কাজ—আড়ি পেতে-পেতে অন্যের কথা শোনো—লজ্জা করে না ?'—টেনে ব্র্যাকেটের এক রাশি জামাকাপড় ফেলে একটা জামা হাতে ক'রে সে ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেলো।'

মাসিমার দুই চোখ জলে ভ'রে গেলো। 'আমার মরণ নেই কেন, হে ঈশ্বর, দয়া করো, দয়া করো আমাকে।' গুনগুনিয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন।

লীলা বিকাশকে স্নান করবার জন্য তাড়া দিতে এসেছিলো, অত্যন্ত নিচু গলায় বললো, 'আশ্চর্য আলসে তুমি সত্যি—কখন থেকে বলছি—' সমস্ত মুখে এক মধুরতার আভা ছড়িয়ে বিকাশ বললো, 'জানো তো আলসেমিটা নিতান্তই নবাবি—আর অহোরাত্রি কাজ করবার ইচ্ছেটা একান্তই কুলিমজুরদের। তা ছাড়া আমার হাত-পা কাজ করছে না বটে, কিন্তু চোখের তো বিশ্রাম নেই। লীলা, তোমাকে দেখে-দেখে

আমার আরো দেখবার তৃষ্ণা বেড়ে যায় কেন? আমি তো আর চিরদিন পাবো না তোমাকে, তবু কেন মন—'

লীলা চোখ ইশারা করতেই থেমে গেলো বিকাশ। ঈষৎ উঁচু গলায় লীলা বললো, 'আপনি স্নান করতে যান—ওঁর আজকে তাড়াতাড়ি কলেজ—' বলতে-বলতেই মাসিমা ঘরে ঢুকলেন আর লীলা ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলো।

মাসিমা বিকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো ভূমিকা না-ক'রেই বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, বিকাশ—প্রায় দু'মাস হ'তে চললো, তুমি এখানে এসেছো, এখন বোধহয় তোমার যাবার আর-কোনো বাধা নেই।'

হঠাৎ বিকাশ থতমত খেয়ে গেলো এই প্রশ্নে। জবাব দিতে গিয়েও হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো মাসিমার মুখের দিকে।

মাসিমা কঠোর মুখে বললেন, 'ভাখো, তুমি আমার সন্তানের বয়সি, তোমার চালাকি আমি বুঝবো না এটা না-ভাবলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে। লীলা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী একটি নির্বোধ ও দাম্ভিক মেয়ে, আর সত্যশরণ অপরিসীম ক্ষমাশীল মানুষ—সেই সুযোগটার তুমি যথেষ্ট ব্যবহার করছো। একটা সংসার ভেঙে দিয়ে কী লাভ হবে তোমার? তোমার কী শত্রুতা করেছে সত্য?' বলতে-বলতে মাসিমার গলা কেঁপে উঠলো।

বিকাশ নিজেকে সামলে নিলো এবার, ধীরে-ধীরে বললো, 'কী জন্য আপনি আমাকে দায়ী করছেন জানি না, জানি না আপনি কেন অযথা আমাকে এ-রকম অপমান করছেন। আপনার মনে যদি আমাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ গ'ড়ে উঠে থাকে তা হ'লে জানবেন সেজন্য দায়ী একমাত্র আপনার ছেলে। তার মতো বোকা ভালোমানুষ সংসারক্ষেত্রে অচল।'

'আমার ছেলে সত্য? সত্য!'—মাসিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'তোমার মতো অকৃতজ্ঞ ভণ্ডকেও সে নির্বাক হ'য়ে ক্ষমা করতে পারছে, এই তো তার অপরাধ? তুমি কি মনে করো সে কিছু বোঝে না, সে কিছু দেখতে পায় না?'

'কী দেখতে পায় না?'—লাফ দিয়ে লীলা ঘরে এসে দাঁড়ালো মাসিমার মুখোমুখি।

চড়া গলায় মাসিমা বললেন, 'দেখতে পায় তোমার ব্যভিচার, তোমার পশুত্ব!'

'মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনাদের অনেক দাসত্ব আমি করেছি, কিন্তু আর না। আপনার ছেলেকে আপনি যতই দেবতা ভাবুন, আমি তা ভাবি না। তিনি তাঁর শঠতা দিয়েই আমার বাবাকে বশ করেছেন—তা নইলে—'

হঠাৎ দরজার ধারে এসে সত্যশরণ দাঁড়ালো। সঙ্গে-সঙ্গে লীলার গলা বন্ধ হ'য়ে গেলো, বিকাশ চোখ নিচু করলো আর মাসিমা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলের দিকে, 'সত্য, আমাকে এও দেখতে হ'লো, এও শুনতে হ'লো?' দেয়ালে তিনি মাথা ঠুকতে লাগলেন। সত্যশরণ মাসিমাকে শান্ত করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে লীলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর সুরে বললো, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' নিঃশব্দে লীলা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বিকাশের দিকে তাকিয়ে সত্যশরণ বললো, 'বিকাশ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু না-ব'লে পারলুম না যে এখন আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। কথাটা আমি ক'দিন থেকেই বলবো-বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু ভদ্রতায় বেধেছে। কিন্তু ভদ্রতার সকল সীমাই তো তুমি লঙ্ঘন করেছো—'

এ-কথার উত্তরে বিকাশ সত্যশরণের মুখের দিকে অনেকক্ষণ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা।' আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না সে, একটা ট্যাক্সি ডেকে জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। সুটকেসটা রমণী মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছিলো নিচে, ট্যাক্সিতে উঠে বিকাশ একটা কাগজে কী লিখে ওর হাতে দিয়ে বললো, 'এটা মার হাতে দিবি। আর কারো হাতে না, বুঝলি?' সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে দুটো টাকা হাতে দিয়ে বললো, 'মনে থাকে যেন, আর কারো হাতে না—মার হাতে।—এই, চলো' ট্যাক্সি স্টার্ট দিলো, আর রমণী এতখানি মাথা হেলিয়ে তার সম্মতি জানালো।

অভুক্ত সত্যশরণ বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে, মাসিমা উনুনে জল ঢেলে শুয়ে রইলেন—আর খুকুকে নিয়ে লীলা চ'লে গেলো তার পিত্রালয়ে, এবং যাবার মুখে রমণী তাকে সেই কাগজটি হাতে দিলো।

১৮

এর পরে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেলেও লীলা যখন নিজে থেকে ফিরে এলো না—মাসিমা ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'ওদের এবার আনালে হয় না?'

বই থেকে চোখ তুলে সত্যশরণ বললো, 'কাদের?'

'কাদের আবার! এতদিন হ'য়ে গেলো, আর ক'দিন থাকবে? মেয়েটা না-থাকলে কি টেঁকা যায় বাড়িতে?'

'ও।' সত্যশরণ আবার চোখ ডোবালো বইয়ের মধ্যে। মাসিমা বললেন, 'ঘরের বৌ ঘরে না-থাকলে কি চলে? এবার তুই নিয়ে আয় ওদের। আজই যা।'

সত্যশরণ বই বন্ধ ক'রে রেখে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'খুকু তো রোজই আসছে, আর লীলাকে তো আমি যেতে বলিনি। যেদিন সে নিজে থেকে আসবে সেদিনই তার আসা উচিত।'

'কী যে বলিস!' মাসিমা সত্যশরণের মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকালেন। মাথার চুলগুলো কী অসম্ভব পাতলা হ'য়ে গেছে এ-ক'দিনে। ভিতরে-ভিতরে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি, তারপর ঈষৎ আবদারের ভঙ্গিতে বললেন, 'তা বাপু তুই না যাস আমিই না-হয় নিয়ে আসবো গিয়ে। ছেলেমানুষ রাগ ক'রে গেছে, এখন কি আসতে পারে নিজে?'

'কক্ষনো না—' আদেশের ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো সত্যশরণ—'খুকুকে চাও, আমি নিয়ে আসবো তাকে।—তা ছাড়া ওখানে আর রাখাও আমার ইচ্ছে নেই। যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, অথচ পড়াশুনা হচ্ছে না। ওকে এনে এবার ইস্কুলেই ভর্তি ক'রে দেবো।'

'শোনো কথা—'মাসিমা শুকনো হেসে বললেন, 'তাই নাকি হয়? ঐটুকু পাঁচবছরের বাচ্চা নাকি মা ছেড়ে আসতে পারে!'

'তুমিই তো আছো।'

'আমি কি ওর মা?'

'তুমি কি আমারও মা? জন্ম দিলেই কেবল মা হয়, এ তোমাকে কে বলেছে? মা হ'তে হ'লে যোগ্যতা চাই।'

এ-কথায় মাসিমার বুকের ভিতরটা ভ'রে উঠলো। চোখ ছলছলে হ'য়ে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সত্য, কেবলি ছেড়ে দিবি, কেবলি স'রে দাঁড়াবি? ন্যায়ত ধর্মত যা একান্তই তোর, তাও তুই জোর ক'রে দাবি করবি না?

চকিতে মাসিমার মুখের দিকে তাকালো সত্যশরণ। মাসিমা বললেন, 'তাছাড়া লীলার কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম—আনন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী কী মনে করছেন বলোতো? আজ পনেরো-ষোলোদিন হ'য়ে গেলো, অথচ এখান থেকে এখানে একবার দেখতেও যাচ্ছিসনে।'

'হুঁ।'

'হুঁ নয়। সত্য—আমার কথা শোন—তুই ওদের নিয়ে আয়! ওকে ক্ষমা কর!

সত্যশরণ মুখ নিচু ক'রে রইলো।

'যাই তোর খাবার আনিগে।' ব'লে মাসিমা চ'লে গেলেন আর টেবিল-ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিয়ে সেই নিঃশব্দ অন্ধকারে ব'সে-ব'সে সত্যশরণ আকাশ পাতাল ভেবে চললো।

পরের দিন কলেজ ক'রে বেলা প্রায় সাড়ে-তিনটার সময় অনেক ভেবে-চিন্তে সে গেলো লীলাকে আনতে! প্রখর রোদ্দুরে তার গায়ের জামা ভিজে গেলো,পা পুড়ে গেলো উত্তাপে। আনন্দবাবু বাড়ি ছিলেন না, ঝি এসে দরজা খুলে দিয়ে ঘোমটা টেনে স'রে দাঁড়ালো! প্রায় তিনটা ঘর পার হয়ে নির্দিষ্ট ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়েই সত্যশরণ দেখতে পেলো, খুকুকে বুকের কাছে নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন লীলার মা।—শব্দ পেয়ে তিনি তখুনি চোখ খুললেন, তারপর ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে মাথায় আঁচল টেনে বললেন, 'তুমি যে?'

প্রশ্নটা যে বিস্ময়ের তা তাঁর সুরে বোঝা গেলো। লজ্জিত হ'য়ে সত্যশরণ বললো, 'ভারি খাটুনি পড়েছিলো, তাই এ-ক'দিন আসতে পারিনি।'—তার চোখ একটু অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে চারদিক ঘুরে এলো!

লীলার মা বললেন, 'তুমি কি কলেজ থেকে এলে? লীলা তো ওখানেই গেছে!'

'ও—'

'বোসো—'

সত্যশরণ ব'সে একটু হেসে বললো, 'আমার মেয়েটিকে কিন্তু আপনি একেবারেই পর ক'রে দিচ্ছেন।'—লীলা নিজে থেকেই বাড়ি গেছে শুনে তার মন যেন অনেক হালকা হ'য়ে গেলো। তাই এই ঠাট্টার কথাটা বেরুলো তার মুখ দিয়ে।

লীলার মা পাল্টে ঠাট্টা করলেন, 'তা বাপু এ-কথাও না ব'লে পারছিনে, আমার মেয়েটিকেও তোমরা কম পর করোনি। এসে এ-রকম ক'রে থাকে নাকি আর কোনোদিন? যা-ও এলো তা আবার প্রত্যেকদিন তার একবার অন্তত নিজের বাড়িতে না-গেলেই নয়—সে রোদ্দই হোক আর জলই হোক।'

চকিত হ'লো সত্যশরণ। ভুরু কুঁচকে বিস্ময়-ভরা চোখে সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো শাশুড়ির মুখে।

শাশুড়ি উঠে গিয়ে পাখার স্পীড়টা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ঈস, একেবারে ঘামে ভিজে গেছো! যা রোদ্দুর! আর বাড়িটা ট্র্যাম থেকে সত্যি বড়ো দূরে।'

সত্যশরণের কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। এটুকু সে ঠিকই জানে যে এই পনেরো দিনের মধ্যে লীলা একবার এক মুহূর্তের জন্যও তার বাড়ি যায়নি। কিন্তু গিয়েছে তো কোথাও নিশ্চয়ই! আর তাও বাড়ির অছিলায় যাওয়া! তার মানে মায়ের কাছেও গোপন রাখবার মতো জায়গা সেটা? তবে কি—হঠাৎ সত্যশরণের মাথার মধ্যে যেন দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। সহসা দু'হাতে ঝাপটে ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এক্ষুনি যাই—ওকেই নিতে এসেছিলাম।'

এবার হাঁ হলেন শাশুড়ি—বিস্ময়ের শেষ সীমায় গিয়ে তিনি বললেন, 'সে কী! এই রোদ্দুরে! আর এইমাত্র এলে, এক্ষুনিই যাবে।'

সত্যশরণ দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হ'তে-হ'তে বললো, 'আমাকে যেতেই হবে।'

লীলার মা কোনো কথা বলবার আর অবকাশ পেলেন না।

খুকুকে দেখে মাসিমা অবাক হ'য়ে বললেন, 'এ কী রে, এই রোদ্দুরে মেয়েটাকে নিয়ে এলি—লীলা এলো না? গাড়িতে এসেছিস?'

'না।'

'লীলা এলো না কেন?'

'তাকে দিয়ে কী হবে?'

'তার মানে?'—ছেলের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। চমকে উঠে বললেন, 'তোর কি অসুখ করেছে। এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'অসুখ! অসুখ তো আমার সাত বছরের!—তুমি জানো না?'

সত্যশরণের ভাবে-ভঙ্গিতে মাসিমা স্তব্ধ হলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে।

'মাসিমা, শোনো—' মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যশরণ বললো, 'লীলা কি একদিনও এসেছিলো এর মধ্যে?'

'না তো।'

'ঠিক জানো?'

'ঠিক জানবো না তো কী—'

'তবে যাও—' মাসিমা মন্থর পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, আর সত্যশরণ ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো—তারপর একবার চুপ ক'রে দাঁড়ালো—একবার এলো জানলার কাছে, অবশেষে চেয়ারে ব'সে টেবিলের

উপর নিচু হ'য়ে দু'হাতে মুখ গুঁজলো। গরম শিশের মতো জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে—এতদিনের অবরুদ্ধ সমস্ত দুঃখ গ'লে-গ'লে ব'য়ে চললো অবিরাম ধারায়।

এদিকে সত্যশরণ চ'লে আসবার একটু পরেই ফিরে এলো লীলা। শাড়ি ছাড়তে-ছাড়তে বললো, 'খুকু কই ?'

মা-র মন এমনিতেই চিন্তাক্লিষ্ট ছিলো—মেয়ের প্রশ্নে অবাক হ'য়ে বললেন, 'কেন, তুই জানিস না ?'

'আমি জানবো কী ক'রে ?'

'তার মানে ? তুই ওখান থেকে এলি না ?'

হঠাৎ লীলা বুঝতে পারলো কথাটা। সচেতন হ'য়ে তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুকু তো ওখানেই গেছে, আমার কী ভুল।'

মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে লীলা কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো। মা বললেন, 'সত্যশরণ কখন ফিরলো ?'

'এই তো খানিকক্ষণ।'

'খুকু কখন গেলো ?'

লীলা চ'টে উঠলো—'তুমি পাঠিয়েছো আর তুমি জানো না কখন গেলো ? অত নিকেশ আমি দিতে পারবো না তোমার কাছে!'—লীলা রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলো—মা খপ ক'রে আঁচল টেনে ধ'রে বললেন, 'তোদের কী হয়েছে বল তো।'

'কী হবে ?'

'আমি মা, আমাকে তুই ফাঁকি দিতে পারবিনে। আমি জানি

তুই ওখানে যাসনি—অন্তত আজ যাসনি—কোনোদিনই যাস কিনা তাও আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

অত্যন্ত উদ্ধত হ'য়ে লীলা জবাব দিলো 'তবে কোথায় যাই বলতে চাও—মা হ'য়ে নিজের মেয়েকে সন্দেহ করো—লজ্জা করে না?'

'তবে রোজই তুই ও-বাড়ি যাস?'

'তা নয় তো কী?'

'আজ গিয়েছিলি?'

'না।'

'তবে?'

একটু থেমে লীলা বললো, তবে শোনো—ওঁর সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ ক'রেই আমি এ-বাড়ি এসেছি। আর কোথায় যাই তা আমি বলবো না। হ'লো?'

স্তম্ভিত হ'য়ে মা বললেন, 'সত্যি?'

'সত্যি—' লীলা বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আনন্দবাবু ফিরে এসে সব শুনে কতক্ষণ যেন নিজের মধ্যেই নিজে মগ্ন হ'য়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'আচ্ছা।' বিষণ্নমুখে স্ত্রী ব'সে রইলেন। তিনি উঠে গেলেন লীলার ঘরে।

লীলা চিঠি লিখছিলো নিচু হ'য়ে। আনন্দবাবুর পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আনন্দবাবু কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে বললেন, 'তোমাকে তো যেতে হয়।'

'কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে যদি সত্যশরণের ঝগড়া হ'য়েই থাকে এ-কথা আমি নিঃসংশয়েই বলবো যে সে-দোষ তার নয় তোমার। তোমাকেই ক্ষমা চাইতে হবে সেজন্য।'

লীলা চড়া গলায় বললো, 'কক্ষনো না—আমি আর যাবো না।'

'যাবে না!'—আনন্দবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, 'স্ত্রীলোক হ'য়ে তুমি বলতে পারলে এ-কথা।'

'তুমিও তো বাপ হ'য়ে বিনা দ্বিধায় আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো।'

'আমি বাপ ব'লেই আমার এত মাথা-ব্যথা, লিলি।'—আনন্দবাবুর গলা যেন ধ'রে এলো।

'সত্যশরণকে আমি তোর চেয়ে কম ভালোবাসি না—সে সত্যিই আমার সন্তানতুল্য। যদি বুঝতুম অপরাধ তার—যেতে দিতুম না তোকে সেখানে—জুতো মেরে ফিরিয়ে দিতুম নিতে এলে—কিন্তু তা তো নয়। যেতে তোকে হবেই—আমি রেখে আসবো তোকে।'

'আমি যাবো না।'

'লিলি!'

'না।'

'লিলি!'

'না।'

'তবে তোর মেয়ে? মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারবি?'

'মেয়ে ছাড়বো কেন? মেয়ে আমার। কষ্ট ক'রে আমিই জন্ম দিয়েছি তাকে। মেয়েকেও আমি যেতে দেবো না।'

'তুই দিবি না, কিন্তু আইন?'

'আইন কী? আইন মায়ের পক্ষে।'

আনন্দবাবু কাছে এসে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ওরে পাগলি—তা নয়, তা নয়। আইন সম্পূর্ণ বাপের দিকে। খ্যাপামি করিসনে, চল তোকে নিয়ে যাই।

'না, বাবা—'

এবার আনন্দবাবু ধৈর্য হারালেন—'কেন যাবিনে? যেতেই হবে। এক্ষুনি যেতে হবে।'

'অসম্ভব।'

'তাহ'লে মেয়ে ছাড়বি, তবু যাবিনে?'

'মেয়ে আমার। মেয়েকে কে ছিনিয়ে নেবে? মেয়েকে আমি ছাড়বো কেন।'

'তুই জানিস আজ সত্যশরণ নিজে এসে তার মেয়েকে নিয়ে গেছে?'

'নিক। আমিও নিজে গিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে আসবো।'

আনন্দবাবু মেয়ের ভাবগতিক দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কতক্ষণ আর কী বলবেন তা যেন ভেবে পেলেন না। অবশেষে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'তবে তাই চল। মেয়েকে আনতেই চল, নিয়ে যাই!'

তীক্ষ্ণ চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো লীলা। তারপর বললো, 'তার মানে যে ক'রেই হোক এ-বাড়ি থেকে আমার দরজা তুমি বন্ধ ক'রেই দেবে। বেশ। তাই হোক।'—বাপকে স্তম্ভিত ক'রে লীলা যাবার জন্য দরজা পর্যন্ত এলো, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আজকের রাতটা অন্তত থাকতে দিয়ো—তারপর আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই ক'রে নেবো।'

আনন্দবাবু বললেন, 'শোন।'

লীলা শুনলো না—অসংকোচে জোরে-জোরে পা ফেলে পাশের ঘরে এলো শাড়ি ছাড়তে।

একটু পরেই যৎসামান্য প্রসাধন সেরে জুতো পায়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। আনন্দবাবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলেন, বাধা দিতে ইচ্ছে করলো না। স্ত্রী বললেন, 'কোথায় গেলো?'

হাত উল্টিয়ে বিষণ্ণমুখে আনন্দবাবু জবাব দিলেন, 'জাহান্নমে।'

স্ত্রী ব্যাকুলস্বরে বললেন, 'জিজ্ঞাসা করলে না কোথায় গেলো? যাও, সঙ্গে যাও।'

'দরকার নেই।'

'গাড়ি নিলো না?'

'না।' আনন্দবাবু চ'লে গেলেন আর লীলার মা বেচারা সজল চোখে ভাবতে লাগলেন কী হ'লো।

আনন্দবাবু ভেবেছিলেন, গেলো ভালোই হ'লো—মেয়ে আনতে গিয়ে হয়তো একটা মিটমাটও হ'য়ে যেতে পারে। মনে-মনে একটু আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে লীলা বড়ো রাস্তায় এসে ভাবতে লাগলো কী করবে। খুকুকে আনতে প্রথমে ও-বাড়িই যাবে, না প্রথমটায় বিকাশের সঙ্গে কথা ব'লে নেবে। মন লীলা এর আগেই স্থির করেছিলো, কিন্তু সমস্যা তার মেয়েকে নিয়ে। বিকাশ তাকে সমাজ-সংসার মা-বাবা সব আকর্ষণ থেকেই বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলো, কিন্তু পারছিলো না কেবল মেয়ে থেকে। এ নিয়ে অনেক মান-অভিমান খোশামোদ সব হ'য়ে গেছে তার, কিন্তু লীলা মেয়ে ফেলে যাবার কথা কিছুতেই ভাবতে পারে না। বিকাশের মেয়াদও তো ফুরিয়ে এলো—এবার তাকে

যেতেই হবে, নইলে চাকরি থাকে না, অথচ এদিকটাই বা ছাড়ে কেমন ক'রে। আনন্দবাবুর মতো এ-কথাও সে বলেছিলো যে মেয়ের ভার সে নিতে চাইলেও পিতাই সন্তানের অধিকারী—আইন তার দিকে। 'তা হোক, তবু আমার মেয়ে আমিই নেবো।' বিকাশকে হতাশ ক'রে অবুঝের মতো জবাব দিয়েছে লীলা।

ট্র্যাম এলো। ভাবতে-ভাবতে লীলা হাত বাড়িয়ে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। ভাগ্যিস একা-একা চলাফেরার অভ্যেস হয়েছে তার। গরিব হবার এই একটাই দেখা যায় যা একটু ভালো। বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারেনি কোনোদিন স্টপে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ট্র্যাম থামাবে, তারপর উঠে বসবে একা-একা।

ভবানীপুরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ট্র্যাম থামতেই নেমে পড়লো সে। এই কতক্ষণ আগে ফিরেছে এখান থেকে, আবার এইমাত্র তাকে দেখে বিকাশ বলবে কী?

বড়ো রাস্তার উপরেই ছোটো একটি ফ্ল্যাট নিয়েছে বিকাশ। সত্যশরণের বাড়ি থেকে অসময়ে বেরিয়ে একটি To Let বাড়ির জন্য দশ টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া লেগেছিলো তার, কিন্তু সফল হয়েছে বইকি। রমণীর হাতের সেই চিরকুট দেখেই যে লীলা তার সঙ্গে দেখা করবে এ-কথা সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। বাড়ি ঠিক ক'রে হোটেলে গিয়ে খেয়ে কোনোরকমে কাটালো সে-দিনটা। লীলার সান্নিধ্যের জন্য লালায়িত দেহ-মন দাবিয়ে রাখলো সেদিনের মতো। পকেটে টাকা থাকলে আরামের অভাব হয় না। ভাড়া ক'রে নিয়ে এলো খাট চৌকি—একপ্রস্থ বিছানা এলো, তারপর তক্তাপোশে চাদর পেতে সে-রাতটা কাটিয়ে দিলে।

পরের দিন বিকেলবেলা যখন দুরুদুরু বক্ষে সেই চিরকুটবর্ণিত নির্দিষ্ট গাছটির তলায় এসে সে দাঁড়ালে বেলা তখন চারটা। লিখেছিলো সাড়ে-চার কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য রাখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। তারপর সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অত্যন্ত মন্থর গতিতে যখন সাড়ে-চারটা হ'লো, দেখা গেলো একখানা কমলা রংয়ের শাড়ি প'রে ছাতা হাতে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছে লীলা। বিকাশের হৃৎপিণ্ড প্রবল বেগে ন'ড়ে উঠলো। ছেলেমানুষের মতো ছুটে গিয়ে হাত ধরলো তার—ট্যাক্সি পেতে দেরি হ'লো না—কাল রাত্রিতে যে-বিছানায় সে তার একা বাসরে রাত কাটিয়েছিলো, মুহূর্তে লীলাকে এনে সেই বিছানায় বসালো সে। তারপর ষোলো দিন ধ'রে এই নিরালা নিভৃত ঘরটি তাদের যে-প্রণয়লীলার সাক্ষী হ'য়ে রইলো, তা থেকেও কি বিকাশ নিঃশংসয়ে বুঝলো না যে সত্যশরণকে সে সত্যিই পরাজিত করেছে!

নিতান্ত দ্বিধাজড়িত হাতে দরজায় টোকা দিলো লীলা। বিকাশ বেরুবে-বেরুবে ভাবছিলো—দরজায় টোকা শুনে নিজেই দরজা খুলে দিলো। অবাক হ'য়ে বললো, 'বা রে, তুমি যে?'

'এলাম আবার।'

'এসো'—দরজা বন্ধ ক'রে লীলাকে নিয়ে শোবার ঘরে এলো বিকাশ। বললো, 'এলে ভালোই হ'লো—তুমি যাবার পরেই আপিশের চিঠি পেলুম, ছুটি না-মঞ্জুর হয়েছে। তার মানে পশুর মধ্যেই আমাকে যেতে হবে, নয়তো চাকরি থাকে না। তুমি কী করবে?'

সহাস্যে লীলা বললো, 'আমিও যাবো।'

আনন্দের অতিশয্যে বিকাশ লীলার হাত চেপে ধ'রে বললো, 'সত্যি?'

'সত্যি নয়তো কী? কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা।'

'কী?'

'খুকুকে তার বাপ নিয়ে গেছে বাড়িতে, ওকে উদ্ধার করা যায় কী ক'রে।'

একটু গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বিকাশ বললো, 'লীলা, এ তোমাকে ছাড়তেই হবে।'

'তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না—' অত্যন্ত আহত স্বরে লীলা বললো, 'নিজের রক্তমাংস দিয়ে তিলে-তিলে যাকে গড়েছি তার বিচ্ছেদ কত ভয়ংকর!'

'সে-দুঃখ তোমার অনিবার্য।'

'এ-কথা বলছো কেন—তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি ওকে নিশ্চয়ই আনতে পারবো।'

'না পাগল, না—' আস্তে-আস্তে গালে টোকা দিয়ে বিকাশ বললো, 'যার মেয়ে সে কখনোই ছেড়ে দেবে না।'

'আমারো তো মেয়ে—'

'তবুও—' লীলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিকাশ চুম্বন করলো। লীলা গভীর আবেগে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলো নিজেকে।

দেখতে-দেখতে ঘর আবছা হ'যে এলো—মিনিটের পর মিনিট কেটে ঘণ্টা হ'লো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে রাত ন'টায় এসে কাঁটা থামলো—লাফ দিয়ে উঠে বসলো লীলা।

'ঈশ, কত যেন রাত হ'লো।'

সংযত হ'য়ে উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললো, 'ন'টা।' আর কি তোমার ফেরার সময় আছে?'

সহসা দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো লীলার, ব্যাকুল গলায় বললো, 'কী হবে—'

ঈষৎ ভৎর্সনার সুরে বিকাশ বললো, 'এর পরেও তুমি ফিরে যেতে

লীলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে বললো, 'খুকু—আমার খুকু।'

১৯

বুকের মধ্যে এই বারো বছর ধ'রে যে এমন একটি গভীর ক্ষত লুকিয়েছিলো তা কে জানতো! বিয়ে-বাড়ি থেকে ফিরে গাড়ির মধ্যে সমস্তটা রাস্তা একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় ব'সে রইলো লীলা। বাড়ি এসে শিথিল পায়ে নেমে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দোতলায়। সিঁড়ির ডাইনে বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, কথোপকথনের গুঞ্জন শোনা গেলো। হয়তো আজ ছুটির দিনে বিকাশ আগে এসেছে—সেদিকে না-তাকিয়ে বাঁয়ের দরজা দিয়ে সে শোবার ঘরে এসে একটু থমকে দাঁড়ালো—মৃদু আলোতে তাদের যুগল শয্যাটির দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ—হঠাৎ মনে হ'লো খুকুর ছোটো কটটি যেন ছিলো একটু আগেই, কে তুলে নিয়ে গেছে ও-পাশ থেকে, কেমন-যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে, যেন ঘরটাই শূন্য হ'য়ে গেছে ঐ কটটির সঙ্গে-সঙ্গে। কে নিলো? কে নিলো? সমস্ত হৃদয় ভ'রে গেলো এই এক অশ্রুত অব্যক্ত কান্নায়।

বিয়ে-বাড়ির পোশাকেই একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো সে—পায়ের মূল্যবান ব্রোকেডের জুতোটি পর্যন্ত খোলা হ'লো না। খোলা জানলা দিয়ে সোজা তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে—কী যে মনে হ'লো, কী যে হ'লো না, তা নিজেও বুঝলো না—কেবল মাঝে-মাঝে কাঁচা-পাকা দাড়িভরা একটি প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর চন্দনচর্চিত অতি সুন্দর একটি তরুণীর মুখ সিনেমার পরদায় চলমান ছবির মতো কেবল তার হৃদয়ের মধ্যে ভেসে-ভেসে উঠতে লাগলো।

হৃদয়টা কী? কত মহল আছে তার মধ্যে? কে কোথায় লুকিয়ে থাকে কিছুই বোঝা যায় না—তারপর হঠাৎ একদিন মনের অবচেতন থেকে বেরিয়ে আসে তারা—ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয় চেতনাকে। তবে কি ভুলে-থাকাটা সত্যি ভোলা নয়?

খুট ক'রে বড়ো আলো জ্বললো—ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হ'য়ে বিকাশ বললো, 'এ কী, তুমি! এর মধ্যেই ফিরে এলে?'

মূর্ছায় যেন মুহ্যমান হ'য়ে ছিলো লীলা, সচকিত হ'য়ে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়িই এলাম, শরীরটা ভালো লাগছিলো না।' চোখে সে রুমাল চাপা দিলো।

একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি ব'সে বিকাশ বললো, 'কী হ'লো? আলো সইছে না? বউ দেখলে কেমন?'

অত্যন্ত ক্লান্তগলায় লীলা বললো, 'এই—'

'কী? হয়েছে কী? তোমার কাপড়টাও যে ছাড়োনি দেখছি!'

'এই তো ছাড়ি—' লীলা উঠে দাঁড়ালো। বিকাশ বললো, 'এত অসাবধান তুমি—এ-শাড়িটার দাম কত জানো! দুমড়ে-টুমড়ে একেবারে

একাকার করলে—' বলতে-বলতে লীলার সজ্জিত মূর্তির দিকে চোখ রেখেই সে ব'লে উঠলো, 'এ কী, তোমার গলার কণ্ঠি?'

লীলা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিয়ে বললো, 'অ্যাঁ, তাই তো!'

'তাই তো মানে—' প্রায় আর্তস্বরে ব'লে উঠলো বিকাশ। হীরের এত বড়ো চওড়া কণ্ঠি যাবার সময় সে নিজের হাতে বার ক'রে দিয়েছে পরবার জন্য।

লীলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'ঐ ত্থাখো, কী ভুল, এসেই ওটা ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে রেখেছিলুম—যা মাথা ধরেছে!' লীলা কাপড় ছাড়তে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

'কই, দেখি।'

'দেখবে আবার কী, নতুন নাকি।' তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলো লীলা।

বিকাশ কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে লাগলো জিনিশটা দেখবার জন্য। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয়েও অনেক সময় সে স্ত্রীর সজ্জা জোগায়—তা নইলে কি সম্মান থাকে? পুরুষের মর্যাদা তো স্ত্রীর বসনভূষণের বহুমূল্যতায়ই। এই যে লীলা এমন জমকালো পোশাক প'রে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালেই লোক সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ায় সেটা কি তারই গৌরব নয়?

লীলা একটু বেশি দেরিই করতে লাগলো কাপড় ছেড়ে আসতে। অসহিষ্ণু হ'য়ে দরজা ঠেলে বিকাশ বললো, 'কী করছো, এতক্ষণ?' কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে সে আশ্চর্য হ'য়ে দেখলো, লীলা তখনো কাপড় ছাড়েনি, পশ্চিমদিকের জানলা ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে লীলা ফিরে তাকালো—অত্যন্ত কাতর গলায় বললো, 'উঃ, মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে—এইখানটায় সুন্দর হাওয়া আসছিলো—' আলনা থেকে একটা কাপড় টেনে নিয়ে বিকাশের সামনেই লীলা কাপড় ছেড়ে ফেললো। বিকাশ বললো, 'দেখি কণ্ঠিটা ?'

'কী জানি বাপু, আমি মরছি মাথার যন্ত্রণায়।'

দেরাজগুলো টেনে-টেনে দেখতে-দেখতে বললো, 'কোথায় আছে বলো না—আমি তো তোমাকে খুঁজতে বলিনি ?'

'ঐ তো ওখানেই একটা দেরাজে আছে। চলো ও-ঘরে যাই—পাখা ছেড়ে শোবো—'

'আমি যতক্ষণ আসিনি এ-ঘরেই তো বেশ ছিলে।'

লীলা জবাব না-দিয়ে চ'লে এলো আর বিকাশ প্রত্যেকটা দেরাজ তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেও কণ্ঠিটির কোনো সন্ধান পেলো না। হারায়নি তো ? ছুটে সে এ-ঘরে এসে বললো, 'হারিয়েছো ?'

'না।'

'তবে কোথায় ?'

'আছে।'

'আমাকে দেখাও।'

'কী মুশকিল—' লীলা তার শুকনো মুখে একটু হাসির রেখা টেনে বললো, 'পুরুষমানুষ এমন স্ত্রীলোকের মতো হ'লে সত্যি ভালো লাগে না।'

'ফাজলেমি কোরো না—সত্যি বলো হারিয়েছো নাকি ?'

'যদিই বা হারায় তাহ'লেই বা কী করতে পারি ?'

'সত্যি বলো !'

'সত্যি হারাইনি।'

'তাহ'লে কোথায় রেখেছো ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে লীলা বললো, 'যদি কাউকে উপহারই দিয়ে থাকি—'

'ফাজলেমিরও একটা মাত্রা আছে—'

কান্নাভরা গলায় লীলা বললো, 'তুমি কি চুপ করবে না ?'

'আগে তুমি সত্যি কথা বলো।'

'শুনবে ?' মরীয়া হ'য়ে লীলা ব'লে ফেললো, 'ওটা আমি সুনীলের বৌকে উপহার দিয়েছি।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

'লীলা !'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'লীলা !'

'সত্যি ! সত্যি ! সত্যি !' অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কথা ক'টা উচ্চারণ ক'রেই লীলা দু'হাতে মুখ ঢাকলো। অসহ্য ক্রন্দনের বেগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো।'

এমন একটা অস্বাভাবিক ব্যবহার বিকাশকে খানিকক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করলো। ও কি পাগল ? এ কি একটা উপহার দেবার জিনিশ ? সে যেন বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলো না। জোর ক'রে দুই হাতে লীলার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, 'সত্যি কথা বলো।'

লীলা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার মুখ ঢাকলো—বিকাশ আবার জোর ক'রে সে-হাত সরিয়ে নিলো—'সত্যি কথা বলো !' টানাটানিতে

লীলার শাদা মোমের মতো নরম হাত লাল হ'য়ে উঠলো, ব্যথায় চোখ ভ'রে জল এলো—তবু সে কথার জবাব দিলো না।

'কথা বলছো না কেন?'

লীলা চুপ।

'বলো।'

চুপ।

হাত মুচড়ে দিয়ে বিকাশ বললো, 'কথা বলো, সত্যি কথা বলো।' তবুও লীলা চুপ।

প্রায় অর্ধমৃত ক'রেও বিকাশ লীলার মুখ থেকে একটা শব্দ বার করতে পারলো না। একটা অন্ধ রাগে সমস্ত চিত্ত ভ'রে গেলো—রাত বাড়লো, খাওয়া হ'লো না। বারে-বারে চাকরটা ঘুরঘুর করতে লাগলো আশে-পাশে—এক সময়ে বিকাশ ক্লান্ত হ'য়ে খাটের উপর কাৎ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো—আর লীলা ঠায় ব'সে রইলো সেই ইজিচেয়ারে।

পরদিন যথারীতি সংসারের কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেলো। লীলা উঠেই রোজের মতো বিকাশের আপিশে যাবার সব প্রস্তুত ক'রে দিলো—তার খাবার ঠিক করলো—চাকর দিয়ে জুতো পরিষ্কার করালো। আর বিকাশও তাড়াতাড়ি দাড়ি কামালো, স্নান করলো তারপর কোনো রকমে খেয়ে থমথমে মুখে আপিশে গেলো। সারা সময় তাদের মধ্যে একটাও বাক্য-বিনিময় হ'লো না।

বিকাশ আপিশে যেতেই লীলা বাকি কাজকর্ম সেরে চাকরদের খেতে বললো, তারপর সেই অভুক্ত অস্নাত অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। কী এক দুর্নিবার ইচ্ছা যে তাকে আকর্ষণ করছিলো—সে-আকর্ষণকে কিছুতেই এড়াতে পারলো না সে। একবার—মাত্র

আর-একবার দেখে আসবে সে ঐ মুখখানা—আর সেই—সেই—

কাল রাত্রি ক'রে এসেছিলো, আজ বাড়িটা চিনতে একটু অসুবিধে হ'লো। নম্বর মিলিয়ে বাড়িটির খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েই সে বুঝতে পারলো বাড়িতে কেউ নেই। বুকটা ধ্বক ক'রে উঠলো। ধীরে-ধীরে ভিতরে ঢুকে গেলো সে—ঘরগুলো সব খোলা—কালকের চিহ্নস্বরূপ কয়েকটা মাটির গেলাশ, কতগুলো পরিত্যক্ত কলাপাতা এদিক-ওদিক ছড়ানো;—যে-ঘরে কাল সে খুকুকে দেখেছিলো—ঠিক সেখানটায় এসে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। কয়েক ঘণ্টা আগে খুকু এখানটায় বসেছিলো—কথাটা ভাবতেই বুকটা ভারি হ'য়ে উঠলো—দুই হাত বুকে চেপে মনে-মনে অনুভব করতে লাগলো খুকুকে, তারপর হঠাৎ নিচু হ'য়ে সেই ধূলিমলিন মেঝের উপর সে ব'সে পড়লো।

কোণের ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে লীলাকে দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলো।

মুখ তুলে খানিক তাকিয়ে লীলা বললো, 'তুমি কি বলতে পারো এ-বাড়ির লোকজন কোথায় গেলো?'

'বাড়িটা তো আজ একমাস হ'লো খালি প'ড়ে আছে। কেবল দু'দিনের জন্য এক বাবুরা এটা নিয়েছিলেন—বাড়িওলার বন্ধু কিনা, তাই আর ভাড়া-টাড়া দিতে হয়নি। তাদের বিয়ে হ'লো—'

'চ'লে গেছে তারা?' ভাঙা-ভাঙা গলায় লীলা উচ্চারণ করলো।

'আজ সকালে উঠেই চ'লে গেছেন।'

'সেই বৌটি? বৌটিকে দেখেছো তুমি?'

'নতুন বৌ? আহা, কী সুন্দর বৌ! দেখেছি বইকি মা—কাল আমারও নেমন্তন্ন ছিলো—আমিই তো এ-বাড়ির মালি।'

'আর ঐ বৌটির—' একটু কেশে লীলা বললো, 'বৌটির বাবা?'

'বৌটির বাবা?' ঈষৎ চিন্তা ক'রে মালী বললো, 'তাঁকে তো আমি দেখিনি, মা।'

লীলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললো, 'আমি তার মা কিনা। মালি, আমি তার মা।'

'এজ্ঞে, আপনি মা?'

'হ্যাঁ বাবা—আমি তার মা।' বুক ভ'রে লীলা উচ্চারণ করলো কথাটা। সমস্ত পৃথিবী যেন ঝাপসা হ'য়ে গেলো তার চোখে।

এদিকে আপিশে গিয়েই বিকাশ সুনীলকে ডেকে পাঠালো। স্বভাবসুলভ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে সুনীল মাথা নিচু ক'রে কাছে এসে দাঁড়াতেই নিজের মুখের উপর ভদ্রতার মুখোশ টেনে ঈষৎ হাসলো বিকাশ। 'কী হে, কাল সব ভালোমতো হ'য়ে গেলো তো?'

'আজ্ঞে! আপনি গেলেন না—'

'তা আর কী, উনিই তো গিয়েছিলেন।' কী-ভাবে আসল কথাটা উত্থাপন করা যায় মনে-মনে বিকাশ তাই ভাবতে লাগলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো—'কোথায় বিয়ে করলে?'

লজ্জিতমুখে সুনীল বললো, 'এঁরা দশ-বারো বছর পাটনা আছেন, আমার শ্বশুর ওখানে প্রোফেসরি করেন।'

'প্রোফেসর! নাম কী বলো তো'—

'সত্যশরণ মিত্র! ওঁর নাম হয়তো—'

'হুঁ! যাও তুমি।—' সুনীলকে অবাক ক'রে দিয়ে অত্যন্ত বেগে হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো বিকাশ।

এর পরে আর আপিশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। একটা দুরন্ত ক্রোধ আর ঈর্ষা তার বুকের মধ্যে যেন জ্বলন্ত লাভার স্রোতের মতো গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তক্ষুনি বেরিয়ে এলো সে আপিশ থেকে।

দুমদাম শব্দে সমস্ত সিঁড়ি প্রকম্পিত করতে-করতে সে উঠে এলো দোতলায় - শোবার ঘরে ঢুকে গুম হ'য়ে ব'সে রইলো অনেকক্ষণ, কিন্তু লীলা কই? মৃদুতম শব্দেও সচকিত হ'য়ে সে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠতে লাগলো। একটি চাকর উঁকি দিলো পরদার ফাঁকে—অসময়ে বাবুকে দেখে অবাক হ'য়ে স'রে যাচ্ছিলো—বিকাশের ইঙ্গিতে ভীত চকিত হ'য়ে সে ঘরে এলো। 'মা কই?'

'আজ্ঞে তিনি তো বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'তা তো জানিনে—আপনি যাবার পরেই না-খেয়ে চ'লে গেলেন।'

'চ'লে গেলেন?—' হঠাৎ যেন বিকাশের ভিতরে একটা কান্নার মতো অনুভূতি হ'লো। ঘরময় অস্থির বেগে পায়চারি করতে লাগলো জোরে-জোরে।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই লীলা দ্বিধাভরে থমকে দাঁড়ালো দরজা ধ'রে—এমন অসময়ে বিকাশকে দেখে অত্যন্ত অবাক হ'লো সে।

আর তাকে দেখতে পেয়েই বিকাশ বাঘের মতো লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো, তারপর হাত চেপে ধ'রে গ'র্জে উঠলো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

তার শক্ত হাতের পেষণে লীলার হাত যেন ভেঙে-চুরে একাকার হ'য়ে গেলো। 'বলো, বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে হাতের যন্ত্রণাটা সহ্য করলো লীলা, তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় জবাব দিলো, 'খুকুকে দেখতে।'

'আর তার বাবাকেও—' ঈর্ষাকাতর মুখে এক বিকৃত ভঙ্গি করলো বিকাশ।

মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো লীলা, তারপর বললো, 'হ্যাঁ, তাঁকেও।'

'তবে যাও, তার কাছেই যাও। যাও।' শেষের কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে সে এক ধাক্কায় লীলাকে ঠেলে ফেলে দিলো দরজার বাইরে, তারপর ঠাশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললো, 'তাই ভালো, তাই যাও তুমি!'

প'ড়ে যেতে-যেতে লীলা মুহূর্তের জন্য একবার হাত বাড়ালো উপরের দিকে—হয়তো একটা অবলম্বন খুঁজলো—কিন্তু কে তাকে ধ'রে রাখবে? সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে-গড়াতে মুদ্রিত চোখের কোল বেয়ে লম্বা রেখায় জল বেরিয়ে এলো তার,—চুল খুলে গিয়ে একরাশ কালো পশমের মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, স'রে গেলো বুকের আঁচল, বুকের ওঠা-পড়া দ্রুত হ'য়ে উঠলো, চোখের জলে আর সিঁড়ির ধুলোয় মেশা একটা অদ্ভুত স্বাদে তার মুখের ভিতরটা ভ'রে গেলো, আর তারপর সেই সুন্দর দেহটি বাঁকাচোরা রেখায় ধাক্কা খেতে-খেতে একেবারে শেষ সিঁড়িটির তলায় এসে স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইলো।